রাজা দেবীদাস।

শ্রীসত্যরঞ্জন রায়, এম্-এ,

প্রণীত ও প্রকাশিত।

[মূল্য ১৷০ মাত্র।

প্রথম খণ্ড।

রাজা দেবীদাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভৈরবের ইচ্ছা।

সায়ংকাল। গৃহে গৃহে মঙ্গলধ্বনি। শঙ্খঘণ্টারবে গোবিন্দপুর মুখরিত। পুণ্য, প্রীতি ও পবিত্রতার ত্রিবেণী সঙ্গম।

একদিন এমনই সন্ধ্যাকালে নারায়ণী দেবী ভৈরব মূর্ত্তির সমক্ষে করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন। আরতি অতীত হইল। তবু নারায়ণী ভৈরবের সম্মুখে দণ্ডায়মানা। এই ভাবে কতদিন কাটিত। কিন্তু আজ যেন ভৈরবের মূর্ত্ত দৈববাণী আর্ত্তাকে আহ্বান করিয়া কহিল, "বৃথা আশা, নারায়ণি!"

"বৃথা আশা? তবে এ দেহভার বহন করিয়া কি করিব, দেব? হায়, শ্রীধর! তোমা বিনে আজ গৃহ মরুময়, হৃদয় শ্মশান। হে ভৈরব, হে শঙ্কর, দাসীর প্রতি সদয় হও, প্রভু! পুত্রবিচ্ছেদের তুষানলে যে দিবানিশি ধিকি ধিকি পুড়িতেছি, নাথ! দয়া করিয়া যে ধন দিয়াছ তাহা কাড়িয়া লইও না, দয়াময়!" বলিতে বলিতে নারায়ণীর কপোল অশ্রুসিক্ত ও কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। মন্দির নিস্তব্ধ। দেবতার আদেশ বা অভয়বাণী

কিছুই শুনা গেল না। "বৃথা আশা" দুইটি কথা অভাগিনীর অন্তরে শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিল। হায়, পাষাণ!

উমা শ্রীধরের পত্নী। নবযুবতী, কিন্তু বড় দুঃখিনী। পতির সঙ্গে অভাগিনীর আহার নিদ্রা, বেশ ভূষা সব গিয়াছে। আছে শুধু চিন্তা। তাই স্বর্ণলতা পরিম্লান।

কয়েকদিন পর প্রবীন জ্যোতিষী জয়দেব মিশ্র গোবিন্দপুরে আসিলেন। অসংখ্য নরনারী তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। সকলেরই ইচ্ছা, ভাগ্যফল গণনা। নারায়ণী দেবী এই সুযোগে নিজের ও উমার অদৃষ্ট জানিতে মিশ্র ঠাকুরের নিকট গেলেন এবং দীর্ঘকাল নীরবে প্রতীক্ষার পর কহিলেন, "ঠাকুর, আমার অদৃষ্টফল জানিতে পারিব কি?"

জ্যোতিষী প্রশ্নকর্ত্রীর প্রতি স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ফল ভাল নহে। মা, আপনি যাহাকে ভাবিতেছেন তাহাকে পাইবেন না।"

ঠাকুরাণী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে ভাল আছে তো?"

মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করিয়া জয়দেব কহিলেন, "আছে। আজ হইতে এক পক্ষান্তে সে আসিবে। কিন্তু আপনারা তাহাকে পাইয়াও পাইবেন না।" উমার সম্বন্ধে কেবল কহিলেন, "আপনার পুত্রবধূ রমণীরত্ন। কিন্তু ভাগ্যহীনা।" মিশ্র ঠাকুর নারায়ণী বা উমাকে ইহার অধিক আর কিছু কহিলেন না। তাঁহারা বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিলেন। অভাগিনীদের বাহিরে স্থিরতা, ভিতরে ঝঞ্ঝা।

সকলের পরামর্শে, বিশেষতঃ গ্রামের পুরোহিত বাচস্পতি ঠাকুরের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নারায়ণী পুত্রের মঙ্গলের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন করাইলেন। মনের মেঘ তবু কাটিল না।

ভৈরবের ইচ্ছা

গণনার ঠিক এক পক্ষ পরে শ্রীধর সান্ন্যাল বাটী আসিলেন মাতা ও পত্নীর আনন্দ ভাষা না পাইয়া নেত্রপথে মুক্তাবিন্দুরূপে প্রকাশিত হইল। জননী দীর্ঘপ্রবাসী পুত্রের আহারের আয়োজন করিতে উদ্যতা হইলেন। শ্রীধর তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন, "মা, আমি পথে খাইয়া আসিয়াছি। আজ আর জলবিন্দু স্পর্শ কবিব না।" অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি পুনরায় আহারে সম্মত হইলেন না। কেন না, তাঁহার মতে উহা অনাবশ্যক। শ্রীধর কিছুতেই বুঝিলেন না, সংসারে অনেক অনাবশ্যকও নিতান্ত আবশ্যক।

মার মনে একটা আঘাত লাগিল। যাহা হউক, পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর মাতাপুত্রে নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল।

বহুদিন পরে প্রবাসী যুবক তাণ্ডা হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া অনেকে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন। কাহারও প্রশ্ন,—"নূতন কালাপাহাড়ের আর নূতন কীর্ত্তি কি?" কেহ জিজ্ঞাসিলেন, "গৌড়ের পুরাতন রাজধানী ভাল, না তাণ্ডার নূতন রাজধানী ভাল?" অন্য ব্যক্তি কহিলেন, "বাদশাহের বিরুদ্ধে আবার নাকি লড়াই হইবে?" এইরূপ প্রশ্নব্যূহে শ্রীধর চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না, "মহাশয়, নূতন রাজধানীতে চাকুরীর কোন সুবিধা আছে কি?" কারণ, শ্ববৃত্তি তখন সকলেরই হেয়, স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমিতে আহার্য্য দ্রব্য সুপ্রচুর, জীবনসংগ্রাম অপরিজ্ঞাত। সেকালে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান, বাটিভরা দুধ, আশাভরা হৃদয়, মনভরা উৎসাহ।

শ্রীধর ক্লান্ত। মিষ্ট কথায় সকলকেই ক্রমে ক্রমে বিদায় দিলেন।

অনাহূত জনতা ভাঙ্গিলে তিনি নারায়ণী দেবীকে কহিলেন, "মা, একটা কথা আছে।"

নারায়ণী। কি কথা, বাছা?

শ্রীধর। বাদশাহের দরবারে আমার কিছু সুবিধা হইয়াছে। বাঘিলপুরের জমিদারি হস্তগত করিয়াছি।

নারায়ণী। সে কার সম্পত্তি?

শ্রীধর। শের খাঁর সম্পত্তি।

নারায়ণী। তার উত্তরাধিকারী কেহ নাই?

শ্রীধর। থাকিলেও কৌশলে তাহা এখন আমার।

নারায়ণী। সে কি?

শ্রীধর। কিন্তু মা—

নারায়ণী কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের প্রতি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাহার নয়নে উৎকণ্ঠা।

শ্রীধর কহিতে লাগিলেন, "কিন্তু মা,—এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য আমাকে সব খোয়াইতে হইয়াছে। সর্ব্বস্ব বিনিময়েও আমি অভাবের পেষণ হইতে মুক্ত হইতে অভিলাষী।"

নারায়ণী। সে কি, বাছা?

শ্রীধর। সত্যই তাই। বাঘিলপুরের বিপুল সম্পত্তির জন্য আমি শয়তানের সেবা করিয়াছি।

নারায়ণী। বলিস্ কি?

শ্রীধর। মা, আমি স্বার্থের লোভে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছি, পূর্ব্ব-

পুরুষগণকে জল পিণ্ডে বঞ্চিত করিয়াছি। তোমার শ্রীধর এখন মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁ।

স্তম্ভিতা নারায়ণী শুধু কহিলেন, "স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিস্?" তাঁহার যেন স্বকর্ণকেও প্রত্যয় হইতেছিল না।

নারায়ণী বহুক্ষণ নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে উল্কাপাত হইয়াছে।

দীর্ঘকাল নিস্তব্ধতার পর তিনি বিধর্ম্মী পুত্রকে কহিলেন, "জগতের সার মানুষ। মানুষের সার ধর্ম্ম। ছার বিষয়ের লোভে সেই ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিস্? আমার মাথায় কেন বজ্রপাত হইল না?"

ক্ষণকাল পরে হতভাগিনী পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "আমাদের কিসের অভাব ছিল? মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের দুঃখ তো আমাদের কোন কালে ছিল না। তাইতে তুষ্ট হয়ে তোর বাপ পিতামহ পরকার্লের কাজ করিয়া গেছেন। বিধর্ম্মীদের বিলাসের অনুকরণে অক্ষম বলিয়া তাঁহারা কখনও মনঃক্ষুণ্ণ হন নাই। জন্মজন্মান্তরের তপস্যার ফলে লোকে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে। সেই ব্রাহ্মণত্বে, সেই হিন্দুত্বে অবহেলে জলাঞ্জলি দিলি? কি করিলি, শ্রীধর, কি করিলি?"

ইস্‌মাইল। মা, শান্ত হও! বিধর্ম্মী হইলেও আমি স্বধর্ম্মদ্বেষী নই। বিশেষতঃ, জীবন থাকিতে তোমাদিগকে কখনও ত্যাগ করিব না। তোমরা আমার সঙ্গে চল। বাঘিলপুরে তোমাদিগের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিব। সেখানে সকল প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিবে।

নারায়ণী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বাঘিলপুরে যাইব? বাঘিলপুর আমাদের কাল।"

ইস্মাইল। স্থির হও মা, স্থির হও! যা হইবার তা হইয়াছে। আর ফিরিবার পথ নাই। মিছামিছি গত বিষয়ের জন্য অনুতাপ করিয়া ফল কি? এখন তোমরা যাহাতে সুখী হও, কোনরূপ কষ্ট না পাও, তাই আমাকে করিতে হইবে। উহাই আমার একমাত্র চিন্তা। স্থির জানিও, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমাদের কোন অসুবিধা হইবে না। তার-পর—তারপরও যাহাতে তোমাদের কষ্ট না হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিব। পুত্রের ভিক্ষা, পুত্রের মিনতি রাখ মা!

নারায়ণী। পুত্রের মিনতি?—হা, হা, আজ হইতে আমি পুত্রহীনা।

বায়ুতরঙ্গে সেই শব্দসমষ্টি ভাসিয়া ভাসিয়া লুঠিতে লুঠিতে ইস্মাইলের কর্ণে প্রবেশ করিল। পরে হৃদয়ে অঙ্কুশের মত বিদ্ধ হইয়া রহিল। নারায়ণী কি উন্মাদিনী?

বহু কষ্টে ইস্মাইল মনের যন্ত্রণা গোপন করিয়া কহিলেন, "মা, বাঘিলপুরে যাইবে না? আমার কাছে থাকিবে না? শুধু তোমাদিগকে সঙ্গে লইতে আমি এখানে আসিয়াছি। নহিলে, গোবিন্দপুরে আসিবার প্রয়োজন ছিল না।"

নারায়ণীর দৃষ্টি স্থির, নিষ্পন্দ, উদ্‌ভ্রান্ত।

জননীকে নিরুত্তর দেখিয়া ইস্মাইল আবার কহিলেন, "তোমাদের জন্য সকল প্রকার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকিবে। একবার বল—বাঘিলপুরে যাইবে? যদি ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণে লক্ষ্যহারা হইয়া থাকি, তবে কি তোমার স্নেহ অমৃতের একবিন্দুও পাইব না, মা? ভাবিয়া দেখ, এখানে আমরা কোন্ সুখে আছি? কিসের জন্য আজীবন এই দুঃখের পুরীতে বাস করিব? গোবিন্দপুর ছাড়িতে হইবে। এ দৈন্যের ব্যূহভেদ করিয়া

ভৈরবের ইচ্ছা।

অন্যত্র যাইতে হইবে। আমার সকল বিভবে, সকল ঐশ্বর্য্যে তোমাদিগকে মণ্ডিত করিব। বৃথা পরিতাপ ত্যাগ কর। এখানে কাহার আশ্রয়ে থাকিবে? কে তোমাদিকে রক্ষা করিবে?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাস্তবাটীর বিগ্রহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নারায়ণী দেবী কহিলেন, "ভৈরব।"

ইস্‌মাইল। যাইবে না?

নারায়ণী। বাস্তবাটী ত্যাগ করিব? আপনার সমাজ ছাড়িয়া যবন সমাজে গিয়া বাস করিব? পূর্ব্ব পুরুষের ক্রিয়া কলাপ, ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিব? ভৈরবকে ত্যাগ করিব?—অসম্ভব। এতদিন ছিলাম শুধু বিধবা, আজ হইতে হইলাম পুত্রহীনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহকাল পরকাল।

ইস্‌মাইল খাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি ক্ষুণ্ণমনে শয়নকক্ষে বিশ্রামার্থে গমন করিলেন। কামনা, শান্তিসুধা। ফল, হৃদয়-সাগর মন্থন ও হলাহলের উদ্ভব।

অর্দ্ধোপবিষ্ট অর্দ্ধশায়িত ইস্‌মাইল ভাবিতেছিলেন, "ভৈরব কে? অচল প্রাণহীন প্রস্তর মাত্র। পাষাণের প্রতি মার যে অনুরাগ তার শতাংশের একাংশে আমার অধিকার নাই। এই মাতৃস্নেহ? এই স্নেহের প্রত্যাশায় আমি পুলকিত হইয়াছিলাম? এ ধর্ম্মের নিগড় এত কঠিন? এ কুহক এত ভীষণ! এই কুহকে মুগ্ধ হইয়া জননীও স্বাভাবিক স্নেহ মমতা অকুণ্ঠিত-চিত্তে বিসর্জ্জন করে? মা, জানিতাম না তুমি এমন পাষাণী, তোমার ধর্ম্ম, তোমার সমাজ তোমার পুত্র হইতেও প্রিয়! পুত্রকে বর্জ্জন করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন করিবে? এই কঠোর বহিষ্করণ প্রথা কি বিধাতার অভিপ্রেত, না স্বার্থান্ধ সঙ্কীর্ণহৃদয় সমাজপতিগণের ষড়যন্ত্র? এ ধর্ম্ম, এ সমাজ ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হয় না কেন? এ দেবতাকে পাঠাইয়া বঙ্গোপসাগরের অতলজলে বিসর্জ্জন করে না কেন? সাধে কি কালাপাহাড় এই সমাজের বিরুদ্ধে অসি উত্তোলন করিয়াছে? বড় দুঃখে, বড় কষ্টে লোকে দারুণ অত্যাচারের ভীষণ প্রতিশোধ লইয়া থাকে। আমারও শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে। আমিও কালা-

পাহাড়ের মত প্রতি কার্য্যে অনল অক্ষরে পরিস্ফুট করিতে চাই, প্রতিহিংসা। কিন্তু এ ব্রত আমার নয়। আমার লক্ষ্য, ভোগবিলাস, যশঃ, সুখৈশ্বর্য্য। এ পথে যে কণ্টক হইবে তাহাকে দূর করিব। কিন্তু ইহার অধিক আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।"

ইস্‌মাইল যখন এইরূপ চিন্তায় আত্মহারা তখন নবকুসুমিতা বল্লরীর ন্যায় স্তোকনম্রা, লজ্জানতেন্দীবরলোচনা, অবগুণ্ঠনবর্তী উমা শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া পতির চরণপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। সতীর করস্পর্শে কল্পনাকুতূহলী, রোষে ক্ষোভে যুগপৎ পীড়িত, ঐশ্বর্য্যমোহে অন্ধ ইস্‌মাইলের চমক ভাঙ্গিল। তিনি পত্নীকে কহিলেন, "উমা, তুমিও কি বিধর্ম্মীকে ত্যাগ করা স্থির করিয়াছ?"

মাতা পুত্রে যে কথবার্ত্তা হইয়াছিল শ্রীধরের হতভাগিনী পত্নী তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। শুনিয়া অবধি তাঁহার হৃদয় নানা ভাবের সংক্ষোভে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর একি? দীর্ঘ প্রবাসের পর বিরহবিধুরার প্রতি এ কিরূপ সম্ভাষণ? উমা নতমুখী। তাঁহার নেত্রে হৃদয়কাণ্ডনিষ্পীড়িত অশ্রুবারি। সে ধারার বিরাম নাই, সে প্লাবনে চাঞ্চল্য নাই, অধীরতা নাই। উমার বিষাদ অতলস্পর্শ প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবল গভীর আন্দোলন।

পত্নীকে নীরবে অশ্রুমোচন করিতে দেখিয়া ইস্‌মাইল কহিলেন, "কাঁদিও না, উমা! আমি ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি বলিয়া তোমাদের ভালবাসা হারাইয়াছি। মা আমায় বর্জ্জন করিয়াছেন। গলিত কুষ্ঠরোগীকেও কেহ এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করে না। আর, যেদিন এখানকার সমাজ আমার ধর্ম্মান্তরগ্রহণের সংবাদ জানিতে পারিবে সেদিন আপামর জন-

সাধারণ, কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলেই, তাহাদের গণ্ডি হইতে মন্দিরে প্রবেশোদ্যত কুকুরের মত আমায় বহিষ্কৃত করিবে। জন্তু বলিয়া মূষিক মার্জ্জারও গৃহে স্থান পায়, কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষ এত নির্ম্মম যে একের ছায়াস্পর্শ অপরের পক্ষে পাপ, আপনার গৃহেও আপনার স্থান নাই। এ সকলি জানিতাম। আরো জানিতাম, আমা হইতে পূর্ব্বপুরুষের জলপিণ্ডের আশা তিরোহিত হইবে, তোমাদের প্রাণে আঘাত লাগিবে। তবু কেন এ কাজ করিলাম? দুঃখ দারিদ্র্যের পরিবর্ত্তে সুখসম্পদ ও ভোগবিলাসের জন্য।"

উমা। তুচ্ছ ভোগসুখের জন্য সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিলে?

ইস্‌মাইল। তোমাদের সুখের জন্যই আমার এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ।

উমা। আমাদের সুখ? তাহা যদি একবার ভাবিতে!—কিন্তু এ পথে তুমিও যে সুখী হইবে তাহা আমার মনে হয় না। ভৈরব করুন, তুমি সুখী হও, শান্তি পাও!

ইস্‌মাইল। তোমরা কাছে থাকিলেই আমি সুখী হইব। মা যাইবেন না। তুমি যাইবে কি?

উমা। তোমায় ছাড়িয়া কোথায় থাকিব? তুমিই আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্বস্ব।

ইস্‌মাইল। উমা, তুমি দেবী। আমি সকলেরই প্রেমে বঞ্চিত, কিন্তু শুধু তোমার প্রেমে সঞ্জীবিত। তুমি আমায় ত্যাগ করিলে না?

উমা। তোমায় ত্যাগ করিব? আশ্রয়তরু ছাড়িয়া লতা বাঁচিবে? প্রাণের ভিতর হইতে একটা হাহাকার ঠেলিয়া উঠিতে চাহিতেছে।

অজানিত বিপদের বিভীষিকায় প্রাণ আকুল। বিপদভঞ্জন তোমায় সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

ইস্‌মাইল। মিথ্যা বিপদ কল্পনায় বিষাদ ডাকিয়া আনিও না। তোমার হাসিভরা মুখখানি মেঘে ঢাকিও না। চল তবে মার অনুমতি ও পদধূলি লইয়া বাঘিলপুরে রওনা হই।

উমা। এখন যাইব না!

ইস্‌মাইল। এখন নয় কেন, উমা?

উমা। মাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইব না।

ইস্‌মাইল। শর্ব্বাণী মামার বাড়ী গিয়াছে। সে আসিয়া মার কাছে থাকিবে।

শর্ব্বাণী অবীরা বিধবা। নারায়ণীর দুহিতা।

উমা কহিলেন, "এ সময়ে আমাকে মার সেবায় বঞ্চিত করিও না।"

ইস্‌মাইল। তবে তাই হোক্। পরে আসিও। যথাসময়ে দাসী ও বিশ্বাসী অনুচর সহ বজরা পাঠাইব।

তৎপরে ইস্‌মাইল বহির্ব্বাটীতে গিয়া মাল্লাদিগকে কহিলেন, "আমি এখনই বাঘিলপুরে যাইব। তোমরা প্রস্তুত হও।"

অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পত্নীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। যাত্রাকালে মাতার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "মা, আমি না বুঝিয়া তোমার মনে ব্যথা দিয়াছি। আমায় মার্জ্জনা কর। বিদায়ের সময় তোমার ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া না গেলে আমি কোনরূপ শান্তি পাইব না।"

নারায়ণী। বাছা, তুই আমার সর্ব্বস্ব। তোকে অদেয় কিছু নাই।

সর্ব্বনাশের কথা আর বলিস্‌নে। মনে হইতেছে, আমার হৃদয় আকাশের ধ্রুবতারা আঁধারে ঘিরিয়াছে, বুড়া বয়সের শেষ আশ্রয়যষ্টি কেহ কাড়িয়া লইয়াছে, পাঁজরের হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। যাক্ সে কথায় আর কাজ নাই। মরণের পথে পা বাড়াইয়া আছি। শীঘ্রই সকল জ্বালা ভুলিব। সৎপথে থাকিস্। দশের উপকার করিস্। ভৈরব তোর মঙ্গল করিবেন। পারিস তো, মাঝে মাঝে দেখা দিস্।

এ মরজগতে মাতার স্নেহ ও পত্নীর প্রেম পীযূষপ্রস্রবণ। যাহার পক্ষে এই উভয় উৎস রুদ্ধ হইয়াছে সে বড় হতভাগ্য। ইসমাইলের সৌভাগ্য, তিনি এখনও এ অমৃতের অধিকারী।

জননীর পাদবন্দনা করিয়া তিনি যখন বজরায় উঠিলেন তখন নারায়ণী ভাবিতেছিলেন, "শিব মঙ্গলময়! সুখ দুঃখ তোমারই দান, তোমারই বর। সহস্র পরীক্ষায়ও যেন তোমাতে বিশ্বাস না হারাই। দয়াময়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

উমা ভাবিতেছিলেন, "নাথ, তুমি সৎ কি অসৎ সে বিচারে আমার প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু জানি যে তুমিই আমার ইহকাল পরকাল। তোমার কাছে থাকিয়া তোমার সেবা করিয়া যেন মরিতে পারি। তুমি বিনা এ দাসীর গতি কই, মুক্তি কই? তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গ চাহি না, মোক্ষ চাহিনা, তোমার সঙ্গে নরক বাসও নন্দনে বাসের সমতুল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমীনা বিবি।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সেকালে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করা মুসলমানসমাজে পৌরুষের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কেহ কোন সদ্‌ব্রাহ্মণকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে, হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া মন্দিরগুলি মস্‌জিদে পরিণত করিতে সক্ষম হইলে তাহা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কার্য্যে যে যত পটুতা দেখাইতে পারিত সে তত সমাদর লাভ করিত। বাদশাহ স্থলেমান করাণীর দরবারে তখন দ্বিতীয় কালা-পাহাড়ের অপরিসীম আধিপত্য। কালাপাহাড় একাই সহস্র। তাঁহার সহকর্ম্মীরাও সংখ্যাবহুল। স্বধর্ম্মদ্বেষী স্বজাতিদ্রোহী বাঙ্গালীর সহায়তা লাভ করিয়া পাঠানেরা নবীন উদ্যমে ছলে বলে কৌশলে ও প্রলোভন দেখাইয়া অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিতে লাগিল। এরূপ মুসলমান-গণের বংশধরেরা বঙ্গে অল্প নহে।

হোসেন আলি দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সহকারিগণের অন্যতম। বাদশাহের রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তাণ্ডায় থাকেন।

শ্রীধর যখন জীবিকার উদ্দেশ্যে তাণ্ডায় আসিয়া হোসেনের শরণাপন্ন হন তখন বাঘিলপুরের ভূম্যধিকারিণী বিধবা যুবতী আমীনা তাঁহার মাতুল

আলি সাহেবের আলয়ে বাস করিতেছিলেন। শ্রীধর সুপুরুষ। প্রত্যহ হোসেন আলির নিকট আসিতেন। গবাক্ষ হইতে আমীনা বিবি তাঁহাকে অনিমেষ নয়নে দেখিতেন। দেখিয়া একদিন তিনি সহচরীদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, "কে ঐ নবকিশলয়তনু সুন্দর সুঠাম পুরুষ, সুমোহনরূপে কক্ষ আলো করিয়াছে? নবীন অরুণের মত দিব্যকান্তি, ভুবনমোহন, সুশোভনতনু, কে ঐ যুবক?" সখীগণ সহজেই শ্রীধরের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বিবিজানকে জানাইলেন। শ্রীধর ব্রাহ্মণকুমার। সমস্যা জটিল হইলেও আমীনা ছাড়িবার পাত্রী নন। যুবকের অপরূপ রূপ-লাবণ্যে আমীনার নয়ন মন ভরিয়া উঠিতেছিল। শ্রীধরেরও যে বিষয়বাসনা বলবতী ছিলনা এমন কথা বলিব না। একদিকে, আমীনার তীব্র প্রেমলালসা, অপরদিকে শ্রীধরের স্বার্থসিদ্ধিলিপ্সা। ক্রমে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে বিলম্ব হইল না। অথচ শ্রীধর হিন্দু, বর্ণগুরু। আমীনা পতঙ্গ সেই রূপবহ্নিতে অজ্ঞাতে দগ্ধ হইতেছিল। শ্রীধরও ভাবীসুখ-স্বপ্নে বিভোর ও বিষয়লোভে অন্ধ। জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ আমীনার রাতুল চরণে বলি দিতেছিলেন। এক এক দিন তিনি আভ্যন্তর সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইতেন, সেস্থান হইতে ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেন। অমনি আমীনা সহস্র মোহের উর্ণনাভে অল্পে অল্পে শ্রীধরের হৃদয়কে নাগপাশে বদ্ধ করিতেন। সেই বিলাসস্রোত, সেই বিলোল কটাক্ষ, সেই অগাধ বিষয়, সেই যৌবনবিকশিত ফুল্লরূপরাশি, সেই অমিয়মধুর-স্বরলহরী,—হউক না আমীনা যবনী? শ্রীধর প্রবৃত্তির মুখে ভাসিয়া চলিলেন। প্রাণের ভিতর যে প্রাণ, সেখান হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "হা হা, কি করিলে? কি করিলে? তোমার স্নেহময়ী মাতা,

প্রেমবিহ্বলা স্ত্রী, তোমার দেশ, তোমার সমাজ?"—কিন্তু তখন আর ফিরিবার পথ ছিল না।

অতি কষ্টে, অতি কৌশলে শ্রীধরবিহঙ্গ হস্তগত হইল। বিষয় বিভব মান সম্ভ্রম জীবন যৌবন ডালি দিয়া যবনী নূতন প্রণয়ীকে হৃদয়পিঞ্জরে বন্দী করিয়া শান্ত হইলেন। সেই হইতে শ্রীধর, মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁ!

নিকার কয়েক মাস পর আমীনা নবীন পতির সহিত দেশে ফিরিয়া আসিলেন। বাঘিলপুরে আবার বসন্ত আসিল, মলয় বহিল, কুসুমিতকুঞ্জে কোকিলা কুহু কুহু ডাকিল।

ইস্‌মাইল খাঁ মাতা ও পত্নীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য বিবি সাহেবাকে বলিয়া গোবিন্দপুরে আসিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সকলকে বাঘিলপুরে লইয়া যাইবেন। তখন আর আমীনার মতামতের অপেক্ষা রহিবে না। নারায়ণী ও উমার বাসস্থান এবং আহারাদির বন্দোবস্ত সহজেই হইবে। একবার আনিলে উঁহারা বাখিলপুরে থাকিয়া যাইবেন।

এ কল্পনা কিরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঘিলপুরে আসিয়া খাঁ সাহেব ঐশ্বর্য্যসম্পদে মণ্ডিত হইলেন, কিন্তু শান্তি পাইলেন না। আমীনার আধিপত্য ও তেজোদর্প তাঁহার ভাল লাগিত না। মনে হইত, তাঁহাকে একটি রমণীর লালসাতৃপ্তির জন্য ক্রীড়া পুত্তলী হইতে হইয়াছে। তিনি আমীনার বান্দা মাত্র। উমার কথা ইস্‌মাইল খাঁ আর মুখে আনিতে পারিতেন না। বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে আমীনা হাসিয়া কহিতেন, "দোসরা কুছ ফরমাইয়ে, পেয়ারে!"

বু জিদ করিলে আমীনা বলিতেন, "তুমি আমারি, আর কাহারও নহে। ত ঐশ্বর্য্যের ও পদমর্য্যাদার বিনিময়ে যে তোমাকে পাইয়াছি সে ফকিরকন্যার সুখের জন্য নহে, ইহা মনে রাখিও। কত নবাব ওমরাহ আমার পাণিপীড়নের জন্য লালায়িত ছিল। তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে কাহার জন্য, পেয়ারে? আমি না বুঝিয়া আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছি।" সঙ্গে সঙ্গে বিলোল কটাক্ষ বর্ষণ ও মৃদু হাসির অমিয় উৎস! শ্রীধরের মাথা ঘুরিয়া গেল।

কিন্তু এ মোহ ক্ষণিক। আমীনার ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব, আধিপত্যস্পৃহা ও উদ্দাম লালসার উলঙ্গ ছবি ক্রমে ইস্‌মাইলের নিকট অপ্রিয় বোধ হইতে লাগিল। নবপরিনীতার প্রতি তাঁহার যে যৎসামান্য আসক্তির সঞ্চার হইয়াছিল নানাকারণে তাহাও নির্ব্বাণোন্মুখ। প্রেম মৃত্যুবিজয়ী, লালসা দুদিনের।

দেখিয়া শুনিয়া আমীনা একদিন অভিমান জড়িত স্বরে কহিলেন, "পেয়ারে, আজিও তোমার মন পাইলাম না। যাও, তুমি আমায় ভালবাস না।" সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী রঙ্গের ওড়না আন্দোলিত হইয়া সুরভি বর্ষণ করিল, সুর্ম্মাকৃষ্ণ আঁখিপাতে অশ্রু ছল ছল, লজ্জারুণ তরুণগণ্ড ও আরক্তিম অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইল। ইস্‌মাইল উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "বাসি বৈ কি, আমীনা! তবে উমার প্রতিও আমার কিছু কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, আমি তোমারই।"

আমীনা। মিথ্যা কথা। এমনি করিয়া সরলা যুবতীকে আর কত দিন ভুলাইবে? হায়, যদি জানিতাম! যদি বুঝিতাম!—তবু আমি তোমায় ভালবাসিয়া সুখী। সর্ব্বস্ব ডালি দিয়া যাহাকে পাইয়াছি

তাহাকে ক্ষণেকের জন্যও যে চোখের আড়াল করিতে পারি না। ভালবাস না বাস তুমি আমারই।

এ দৃশ্য প্রায়ই ঘটিত।

আমীনার ভালবাসা বর্ষাকালীন স্রোতস্বিনীর মত উদ্দাম, আবেগময়, উচ্ছ্বাসময়। উহা বায়ুর মত অবাধ, আলোকের মত স্বপ্রকাশ, ছায়ার মত চঞ্চল।

কিছুদিন পর ইস্‌মাইল একবার নিভৃত নিশীথে মাতা ও পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উমা পতির ভাষায় ও ভাবে অস্ফুট যন্ত্রণার আভাস পাইয়া কহিলেন, "তুমি যে অমৃতের সন্ধানে সর্ব্বস্ব দিয়াছ বোধ হয় তাহা গরলে পূর্ণ। মনে হইতেছে, তুমি সুখী হও নাই। কি যেন বলিতে চাহিতেছ, অথচ বলিতে পারিতেছ না।"

ইস্‌মাইল কহিলেন, "তেমন কিছু বলিবার নাই, উমা! প্রেমে বিরহ, কমলে কণ্টক যে নিয়মের অধীন, সেই বিধানের বলেই ঐশ্বর্য্যেও একটা অভিসম্পাত আছে। আলোর শত্রু ছায়া, রবির শত্রু রাহু, বিষয়ের শত্রু জ্ঞাতি।"

উমা। জ্ঞাতিশত্রু কে? তুমি একাই তো বাঘিলপুরের ষোল আনার মালিক।

ইস্‌মাইল। তবু প্রতিদ্বন্দ্বী আছে তো। বাদ বিসম্বাদ বিনা বিষয় ভোগ হয় কি? এই সব খেজালতে মাঝে মাঝে বড় অশান্তি ভোগ করিতে হয়। তাই মন কিছু উদ্বিগ্ন আছে।

উমা। না, তুমি সকল কথা আমায় বলিতেছ না।

ইস্‌মাইল। অভিমানিনি, তোমার কাছে কি লুকাইবার আছে?

তুমি আমার অন্তরের তরুণ ক্ষতে শান্তির প্রলেপ দিয়াছ, হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তুমি বিশল্যকরণী,—ভাঙ্গা হৃদয় যোড়া দিয়াছ। কুটীরে কোহিনুর ফেলিয়া গিয়া প্রাণের ভিতর একটা অভাব জাগিয়া ছিল। সে দুঃখ তোমায় দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছি।

উমা হাসিয়া নতমুখে কহিলেন, "বজরা তো আর আসিল না?"

ইস্‌মাইল। আসিবে বৈ কি।

উমা। এদিকে, তুমি হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায় নানা লোকে নানা কথা কহিতেছে। কত কলঙ্কের কথা, কত লজ্জার কথা, কত দুঃখের কথা রটাইতেছে। সে সব আলোচনায় ফল নাই, প্রয়োজন নাই। পরের কুৎসায় পরের আনন্দ নূতন নহে।

ইসমাইল। একটা অপবাদ শুনি।

উমা। তুমি নাকি আমার উপর সন্দেহ করিয়া চলিয়া গিয়াছ। গিয়া এক মুসলমানীকে নিকা করিয়াছ?

ইস্‌মাইল। সত্যি নাকি?

তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত। তিনি অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। উমা কহিলেন, "আমি ও সব কথায় কাণ দিই নাই। যার সুখ যায় তার স্মৃতি থাকে। সেই আমার সুখ, সেই আমার শান্তি।"

ইসমাইল। সয়তানের সেবা করিয়াছি বলিয়া তুমি কি মনে কর সয়তানীর নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছি? যার ঘরে এমন রত্ন সে কি অন্য দিকে ফিরিয়া চায়?

উমা। তুমি শত্রুর কথা বলিতেছিলে। বিদেশে বিধর্ম্মীদের মধ্যে আছ। তোমার জন্য বড় ভাবনা হয়।

অবশেষে একথা ও কথায় আরও কিছু কালক্ষেপ করিয়া ইস্‌মাইল বাঘিলপুর অভিমুখে রওণা হইলেন। সেই কথোপকথনে দম্পতীর মধ্যে কতদিনের রুদ্ধ বেদনা ও ক্ষুব্ধ অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই বিচিত্র ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে উভয়ের বিদীর্ণপ্রায় হৃদয়বেলা কিরূপে প্রহত হইতেছিল তাহা ভাষায় বুঝাইবার নহে। যাহা হউক, পথিমধ্যেই তিনি মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, উমার প্রেম পবিত্র, নিঃস্বার্থ,—আমীনার মত আবিল নহে। উমা আয়ুঃ, বল, পুষ্টি, উমার প্রেমে আত্মার তুষ্টি। আর আমীনা?—লালসার কূপ, বাসনার ঘূর্ণা, প্রবৃত্তির পঙ্ক। উমা আর আমীনা? হায়, কি করিলাম! পিশাচী, উমাকে তাহার চতুঃসীমায় আসিতে দিবে না। দেখি, আবার বুঝাইয়া দেখি।

আবাসবাটীতে ফিরিয়া ইস্‌মাইল অবসর মত আবার উমার কথা তুলিলেন। আমীনা তাহাতে বড় বিরক্ত হইলেন, বড় অভিমান করিলেন। সে দিন তিনি বেশভূষা করিলেন না, চোখে সুর্ম্মা দিলেন না, আলুলায়িত কুন্তল বাঁধিলেন না। সখী ও নর্ত্তকীদিগকে বিদায় দিলেন, কয়টা চিড়িয়া ছাড়িয়া দিলেন, নিজের গহনা পত্র খুলিয়া ফেলিলেন। ইস্‌মাইল দেখিলেন, সর্ব্বনাশ। শেষে আমীনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি বিষয় সম্পত্তিও অপহৃত হয়। তিনি আমীনার সঙ্গ ছাড়িলেন না। আমীনা মনে মনে হাসিলেন। বুঝিলেন, "এবার ওষুধ ধরিয়াছে।" ইস্‌মাইল কহিলেন, "উমার সঙ্গে সম্বন্ধ থাক্ না থাক্, কর্ত্তব্য আছে তো? তাই তোমায় সাধিয়াছিলাম, পিয়ারি! কিন্তু আমি তোমারি, আমীনা! তোমারই জন্য সর্ব্বস্ব ডালি দিয়াছি।"

আমীনা। সেই জন্যই কি গোপনে উমার সহিত প্রেমালাপ করিতে গিয়াছিলে?

ইস্মাইল। এ কথা কেন, আমীনা? আমার প্রেমে সন্দেহ?

সর্পী যেমন প্রহৃত হইলে গর্জ্জিয়া উঠে, আমীনা তেমনি উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "উমাকে আমার সুখের পথে অন্তরায় করিও না। করিলে, ভাল হইবে না।"

পাপীয়সীর কথায় ইস্মাইল সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। কি ভীষণ! ডাকিনী হয়ত উমাকে গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা কতল্ করাইতে পারে!

সেদিন ইস্মাইলের সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি আমীনাকে পরুষবাক্যে নানারূপ ভৎর্সনা করিলেন। বাঘিলপুর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, ভয় দেখাইলেন। পরে বহি-র্বাটীতে একাকী রহিলেন। চতুরা আমীনা মনুষ্যহৃদয় বুঝিতেন। জানিতেন, এ সব উচ্ছ্বাস ক্ষণিক। তাই বিশেষ বিচলিতা হইলেন না।

তিনি মনে মনে কহিতেছিলেন, "বিষয়ের লোভে আমায় সাদি করিয়াছ। এই শৃঙ্খল কাটিয়া যাইবে কোথায়?"

বাহিরে আসিয়া ইস্মাইল ভাবিতে লাগিলেন, এ হেমলতা নয়, ভুজঙ্গিনীহার, চিরকাল কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে। উমাতে ও আমীনাতে ব্যবধান কত! উমা নন্দন, আমীনা নরক! উমা ফুল্ল ফুলদলশোভিত পিককুলকূজিত মলয়ানিলসেবিত চিরবসন্ত, আমীনা তুষারসম্পাতসিক্ত, পুষ্পপত্রবিচ্যুত শৈত্যজড়তাযুক্ত শিশির। উমা পৌর্ণমাসী, আমীনা অমানিশি। উমা পুষ্পময়ী, আমীনা পাষাণী। উমা পাপিয়া, আমীনা গৃধিনী। উমা দেবী, আমীনা রাক্ষসী। পলে পলে

আমার শোণিত পান করিতেছে, তবু সে অতৃপ্ত। বিষয়ের বিনিময়ে আমার অস্থিমজ্জা খাইয়া নিরস্ত হইবে। আমীনা জানে, আমার উত্তেজনা নির্ব্বিষ ফণীর ব্যর্থ আস্ফালন। এ পাপীয়সী বাঁচিয়া থাকিতে উমাকে পাইবার আশা নাই। কণ্টক দূর করিবার উপায়ও নাই। যে বিষ পান করিয়াছি তাহাতে দেহ জর্জ্জরিত, তবু উদ্গীরণের শক্তি নাই। উমা, প্রাণের উমা, এ জন্মের মত তোমায় হারাইলাম!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অধঃপতনের ত্রিধারা।

কয়েকদিন ইস্‌মাইল অশান্ত ভাবে কাটাইলেন। পরে যখন তাঁহাতে ও আমীনাতে পুনরায় বাক্যালাপ হইল তখনও তিনি হৃদয়ের গুরুভার কষ্টে বহন করিতেছিলেন।

ইস্‌মাইল কহিতেছিলেন, "আমীনা, যাহা হারাইয়াছি তাহা বুঝি আর ফিরিবার নহে। বিষাদ-বহ্নিতে হৃদয় অহর্নিশি জ্বলিতেছে। জানি না সে বাড়বানল কেমন করিয়া নিভাইব, প্রাণের জ্বালা কোথায় জুড়াইব?"

আমীনা। সে কি, রমণীর ভালবাসা, ঐশ্বর্য্যের মোহ, আধিপত্যের আকর্ষণ, কিছুতেই তোমার আশা মিটিল না? তুমি যাহা চাহিয়াছিলে সে সবই তো পাইয়াছ। তবে আর দুঃখ কিসের?

ইস্‌মাইল। হৃদয়ের দুঃখ তুমি কি বুঝিবে, আমীনা? দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বুকের পরতে পরতে চিতার আগুন জ্বলিতেছে। সে আগুন নিভিল না, আর বুঝি নিভিবেও না।

আমীনা। পাগল, এত ধনে, এত বিভবেও শান্তি পাইলে না? (বাঁদীর প্রতি) হুসনা, সরাব লাও।

ইস্‌মাইল। পাগল হইলে ছিল ভাল।

শীঘ্রই সরাব আসিল। আমীনা উহা আপনি পান করিলেন। পরে ইস্‌মাইলকে দিলেন। খাঁ-জি পূর্ব্বে রাজি না থাকিলেও সংসর্গগুণে এবং

পুনঃ পুনঃ অনুরোধের ফলে বিষাদক্লিষ্টের ভেষজ বলিয়া সুরাপান আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফল অব্যর্থ। সুরাপানের কিছু পরে তিনিই উহার শক্তি অনুভব করিয়া কহিলেন, "কে বলে ইহা সুরা? এ যে সুধা। প্রাণে আবার বুঝি শান্তি ফিরিয়া পাইব।"

আমীনা। পাইবে বৈ কি। এই লও, আর একটুকু সুধা লও।

এই ভাবে ইস্‌মাইলের অধঃপতনে পূর্ণাহুতি চলিতে লাগিল। বাঘিলপুরে একটি বন্ধুও জুটিল। সে সাহসী, মিষ্টভাষী, সুচতুর। তাহার যুক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ হইলেও চিত্তাকর্ষক। ইস্‌মাইল তাহার প্রতি ধীরে ধীরে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। বান্ধব, কুতব।

কুতব আজীবন দস্যুতা করিয়া কাটাইয়াছে। দস্যুতায় তাহার আনন্দ। কিন্তু রাজা দেবীদাস তাহার দল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তাই সে এখন দলহীন দস্যুদলপতি। তাহার অভিপ্রায়, ইস্‌মাইলের সহায়তায় পুনরায় একটি দল গঠন করে। খাঁ-জির তাহাতে সহানুভূতির অভাব ছিল না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে কালে বঙ্গদেশে দস্যুগণ সংখ্যা বহুল। জলে স্থলে হিন্দু ও পাঠান ডাকাইত। জমিদারগণ জবরদস্ত দস্যুসর্দ্দার বা, দস্যুদিগের পৃষ্ঠপোষক। তখনকার মূলমন্ত্র, "যার লাঠি তার মাটী।"

সেকালে আত্মসম্মানের সহায় ছিল লাঠি। সুশাসন কাহাকে বলে পাঠানেরা তাহা জানিত না। প্রজাগণ আপনাদের সম্ভ্রম ও স্বত্ব বজায় রাখিতে লাঠি চালাইত। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তখন লাঠির আদর! হায় লাঠি!

তখনকার দিনে দস্যুতা স্বাভাবিক ব্যাপার হইলেও জনসাধারণ নিরস্ত্র ছিল না। তাহারা লাঠি, বর্শা, বল্লম ও তরবারি প্রভৃতির সহায়তায় দলবদ্ধ হইয়া দস্যুদল দমন করিত। সময় সময় পল্লীতে পল্লীতে খণ্ডযুদ্ধ হইত। শক্তির একটা উত্তেজনা দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল না।

কুতবের দল সংগঠনের পর ইস্‌মাইল তাহার পুষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্থলোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের বলবান যুবকগণকে দলভুক্ত করা হইতে লাগিল। শীঘ্রই লোকমুখে কুতবের নাম চারিদিকে ঘোষিত হইল। তাহার শৌর্য্যে সহচরগণ প্রীত ও অনুরক্ত হইয়া পড়িল। কুতব এখন একজন দুর্দ্দান্ত দস্যু-সর্দ্দার।

ইস্‌মাইলের বিষয় অনেক বাড়িয়াছে। জমিদারি ও দস্যুতা হইতে তাঁহার আয়। তবে, অর্থাগম সুপ্রচুর হইলেও আশা কখনও মিটে নাই। কেন না, আশা অসীম।

নিত্য পার্শ্ববর্ত্তী ভূস্বামিগণের জমিদারিতে ডাকাইতি, নিত্য ধন রত্ন লুণ্ঠন, নিত্য অত্যাচার, উৎপীড়ন। ইহারও একরূপ মাদকতা আছে।

সয়তানকে যে আত্মবিক্রয় করে সে সয়তানেরই সেবা করে। ইস্‌মাইল খাঁ মনের যন্ত্রণা ভুলিতে দ্বিবিধ সুরার আশ্রয় লইয়াছিলেন। সে দুইটি,—আসব ও দস্যুতা। কিন্তু ইহাতেও কি হৃদয়ের দুঃখ দূর হইয়াছিল ?

অসম্ভব।

মধ্যে মধ্যে মাতার ও পত্নীর স্মৃতি তাঁহাকে যুগপৎ পীড়িত করিত। মধ্যে মধ্যে সেই দুইটি দেবীমূর্ত্তি হৃদয় আকাশে উদিত হইয়া প্রাণে আকুল

তৃষ্ণা জাগাইয়া দিত। তখন আর বর্ত্তমান ভাল লাগিত না, ভবিষ্যৎ তমসাময় বোধ হইত, অতীতই মধুর, মনোহর মনে হইত। কিন্তু অতীত কবে ফিরিয়া আসে? সে তো কালগর্ভে। তবু তার স্মৃতি প্রীতিবেষ্টিত।

একদিন ইস্‌মাইল বন্ধু কুতবকে কহিতেছিলেন, "দোস্ত, আমি এ সব ধূলাখেলা ছাড়িব। এমন জীবন আর ভাল লাগে না।"

কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া কুতব কহিল, "তা ঠিক্। একঘেয়ে কিছু ভাল লাগে না।"

ইস্‌মাইল। আমীনার সংসর্গ দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

কুতব। তার সংসর্গ ত্যাগ কর।

ইস্‌মাইল। তারপর?

কুতব। যাহাকে ভাল লাগে তাহার সহিত থাক।

ইস্‌মাইল। তাহাকে যে পাইবার নয়। আমীনার স্বভাব জান তো? উমার সহিত বাক্যালাপ করিলে সে তাহাকে কতল্ করাইবে।

কুতব। এই বাধা?

ইস্‌মাইল। হাঁ, ইহা না জান এমন নয়।

কুতব। আমীনাকে গুপ্তঘাতকের জিম্মায় দাও না কেন?

ইস্‌মাইল। অসম্ভব। হোসেন আলি তাহা মার্জ্জনা করিবে না। ভাগিনেয়ীর প্রাণবধের প্রতিহিংসা না লইয়া ছাড়িবে না। বাঘিলপুর তো হস্তচ্যুত হইবেই, শেষে প্রাণটাও যাইবে।

কুতব। এত প্রাণের ভয়? যে প্রাণ ভয়ে ভয়ে রাখিতে হয় তাহা রাখিবার প্রয়োজন?

ইস্‌মাইল। কুতব, তোমার কথায় আমি রাগ করিতে পারি না। যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য। তবে এখনও আমার ভোগ বিলাসের আশা মিটে নাই। শীঘ্র স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জ্জনের বাসনা নাই।

কুতব। হোসেনের হস্তে প্রাণও যাইবে না, অভাবের দংশনে জরজরও হইতে হইবে না। দেশে দেশে দস্যুতা করিয়া বেড়াইবে।

ইস্‌মাইল। অতটা শ্রমস্বীকার পারিব না। অন্য উপায় বল।

কুতব। তবে উমার আশা ছাড়।

ইস্‌মাইল। হৃদয়ের ভিতর যে স্থান শূন্য পড়িয়া থাকিবে তাহার কি করিব?

কুতব। সে স্থানে অন্য নারীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কর। একজনে অভাব পূর্ণ না হয়, শত সুন্দরী, সহস্র সুন্দরী তোমার চিত্ত মোহে আনন্দে মাতাইয়া রাখিবে।

ইস্‌মাইল। পাপের ভরা পূর্ণ করিব?

কুতব। পাপ কি? যাহাতে দুঃখ তাহা পাপ, যাহাতে আনন্দ তাহা পুণ্য। কামিনী ও কাঞ্চনে যদি তোমার আত্মার তৃপ্তি হয় তবে তাহাই পুণ্যজনক।

ইস্‌মাইল। এ সব অযুক্তি।

কুতব। অযুক্তি?—পাপ কাহার? দুর্ব্বলের। প্রবলের সবই পুণ্যময়। তুমি শক্তিমান্, অতএব পুণ্যবান্। তোমার আবার পাপ কি?

ইস্‌মাইল। তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠা দায়। তবে কি আরও ডুবিব?

কুতব। ইহাকে ডুবা বল তো আরো ডুব।

ইস্‌মাইল। তবে তাই হউক। ধর্ম্ম ভাসিয়া গিয়াছে, প্রেমও তেমনি ভাসিয়া যাক্‌। বিশ্ব রসাতলে যাক্‌, তবু আমার দারুণ তৃষা তৃপ্ত করিব। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রণয় আজ হইতে দূর হউক। এস বিস্মৃতি, এস বাঞ্ছিত! ডুবিলাম যদি, আরও ডুবিব। ডুবিয়া দেখিব ইহার শেষ কোথায়?

সেই দিন হইতে হতভাগ্য ইস্‌মাইল মনুষ্যত্বের নিম্নতম সোপান হইতে স্খলিত হইয়া পশুত্বের নগ্ন বর্ব্বরতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর একদিন ইস্‌মাইলের একজন চর সংবাদ দিল, রাইশিমূলে একটি পরমাসুন্দরী বালিকা আছে। সে এখন কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে। শীঘ্রই মাধব দত্তের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। এমন রূপবতী রমণী এ অঞ্চলে নাই।

কুতব পরামর্শ দিল, বিবাহের মিছিলের দিন ইহাকে হরণ করিতে হইবে। শক্তির আস্ফালনে তাহার আনন্দ, নারীর নিমিত্ত নহে।

ইস্‌মাইল একদিন ভিক্ষুক সাজিয়া সেই কামিনীশিরোমণিকে দেখিয়া আসিলেন। দেখিয়া তাঁহাকে পাইবার আশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

কুতব কহিল, "তোমার জড়তা যে গিয়াছে ইহাতেই আমার আনন্দ।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিপন্নার উদ্ধার।

আজ রাইশিমূলে বিবাহের মিছিল বাহির হইয়াছে। আতসবাজি ও বাদ্যোদ্যমের বিরাম নাই। বেশ জাঁকজমক, বেশ ঘটা।

সহসা জলপ্লাবনের ন্যায় একদল ডাকাইত মিছিলের উপর পড়িল। বরযাত্রিগণও সংখ্যায় ন্যূন নহেন। উভয় পক্ষে তুমুল রণ আরব্ধ হইল। সেই সুযোগে কয়েক জন লোক নববধূকে তাড়াতাড়ি বাঁধিয়া পাল্কিতে তুলিল। বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও বরপক্ষ বধূকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বাহকেরা নিমেষের মধ্যে লোকলোচনের অন্তরাল হইল। পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাহাদিগের দেখা পাওয়া গেল না।

এইরূপে পঞ্চক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইলে বাহকগণ কিয়ৎকাল বিশ্রামার্থে একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। দূর হইতে একজন অশ্বারোহী যুবক তাহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। পাল্কির দরজা বন্ধ, সঙ্গে দাস দাসী কেহ নাই। বাহকদিগের ভাবভঙ্গীও সন্দেহসূচক। অশ্বারোহীকে অবিলম্বে তাহাদের পুরোবর্ত্তী হইতে দেখিয়া তাহারা পাল্কি লইয়া দ্রুতগতি প্রস্থান করিল। কিন্তু আগন্তুক সহসা তাহাদের গতিরোধ করিয়া কহিলেন, "শীঘ্র বল্, কে তোরা?" ইহার উত্তরস্বরূপে একটি লাঠি তাঁহার মাথায় পড়িল। কিন্তু উহা

উষ্ণীষের পার্শ্বমাত্র স্পর্শ করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার লাঠি পড়িতে না পড়িতে অশ্বারোহী আক্রমণকারীকে এরূপ প্রচণ্ড আঘাত করিলেন যে সে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল। অন্যান্য বাহকগণও কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত লড়াই করিল। কিন্তু যুবক একাকী সিংহবিক্রমে দস্যু-গণকে বিতাড়িত করিলেন। কালক্ষেপ না করিয়া তিনি পাল্কির দরজা খুলিলেন ও বুঝিলেন, বন্দিনী কুলবধূ, অসামান্য রূপের অধীশ্বরী, পাষণ্ডদিগের হস্তে পড়িয়া অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। অনতি-বিলম্বে যুবক সেই মহিলার বন্ধন উন্মোচন করিলেন। পরে সসম্ভ্রমে বিপন্নাকে কহিলেন, "দস্যুরা পলাইয়াছে। আর কোন ভয় নাই। আপনাকে কোথায় রাখিয়া আসিতে হইবে বলুন।"

রমণী উদ্ধারকর্ত্তাকে সলজ্জ দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লইলেন। তারপর কহিলেন, "আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না। আপনি আমার জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন। এ ঋণ অপরিশোধ্য। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করিবেন। মনে হইতেছে, আপনি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব। তবু আপনার পরিচয় জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। বিপন্নার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।"

যুবক। আমার নাম, কার্ত্তিক রায়। বাড়ী, ছাতক।

চমকিতা হইয়া রমণী কহিলেন, "যুবরাজ, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমার পিতা ভবানীপ্রসাদ মৌলিক। আমি রাইশিমুলে যাইব।"

রাজপুত্র তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া চলিলেন। সহসা তাঁহাদিগকে বাটী পঁহুছিতে দেখিয়া অভাগিনীর বৃদ্ধ পিতা বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। অপহৃত রত্ন এত শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন, ইহা

মুহূর্ত্তপূর্ব্বে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বৃদ্ধ কুমারের পদধূলি মাথায় লইয়া কহিতে লাগিলেন, "বড় ঠাকুর! আপনি রাজা, প্রজারক্ষক। পিতার কাজই করিয়াছেন। মা তারা, আমি তোর অক্ষম পিতা। তোর রক্ষাকর্ত্তা পিতা সম্মুখে। উঁহার পদধূলি নে।" আবেগে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ভগ্ন ও কম্পিত হইতেছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "বড় ঠাকুর! আমার জামাতা মাধব দত্ত আপনাদের বিশ্বস্ত দূত। তিনি তারাকে লইয়া বিবাহের পর গৃহে যাইতেছিলেন। এমন সময় একদল ডাকাইত মিছিলের উপর পড়ে। উভয় পক্ষে অনেকে হত ও আহত হইয়াছে। জামাতা বীরের মত লড়িয়া আহত অবস্থায় শয্যাগত। আমার কন্যা তারাকে হরণ করাই নাকি এই ডাকাইতির মূল উদ্দেশ্য এবং বাঘিলপুরের ইস্মাইল খাঁই নাকি ইহার পরিচালক। যুবরাজ! আমার বাহু বলহীন, পেশী শিথিল। তবু প্রতিহিংসার জন্য এই অসাড় অঙ্গও উত্তেজিত হইতেছে, হৃদয়ের শোণিত আবার উত্তপ্ত হইতেছে। ভগবান্ কি এই অত্যাচারের প্রতিকার করিবেন না?"

কার্ত্তিক রায়। প্রতিকার অবশ্য হইবে। অচিরে দুইশত যোদ্ধা বাঘিলপুরে প্রেরিত হইবে। আর, দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত একদল লাঠিয়াল রাইশিমূল রক্ষা করিবে।

কৃতজ্ঞতা দ্রব হইয়া বৃদ্ধের নয়নপথে দেখা দিল। বড় ঠাকুর সেস্থান হইতে মাধব দত্তের আলয়াভিমুখে গমন করিলেন। মাধব তাঁহার সমবয়স্ক ও বিশেষ অনুগত। রাজবৈদ্যের প্রতি চিকিৎসার ভার অর্পণ করিয়া কুমার ছাতকের প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

অগৌণে একদল সৈন্য ইস্‌মাইল খাঁকে দমন করিবার জন্য বাঘিলপুরে প্রেরিত হইল। কুতবের পক্ষীয় দক্ষ দস্যুগণ তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না ও স্বল্পকালে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইস্‌মাইলের বাটী আক্রমণের পূর্ব্বেই চতুরা আমীনা বিশ্বস্ত অনুচরসহ সঙ্গোপনে নৌকাযোগে পলায়ন করিয়াছিলেন।

রাজসৈন্যগণ ইস্‌মাইল খাঁর কোন দ্রব্য ন করিল না। তাহারা স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশুগণকে পলায়নের অবসর দিয়া খাঁ সাহেবের বাটী জ্বালাইয়া দিল। তৎপর কতিপয় বন্দী সহকারে ছাতক অভিমুখে রওনা হইল।

পথিমধ্যে ইস্‌মাইল খাঁ দলবল সহ অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। দুইপক্ষে পুনরায় একটা খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গেল। বাঘিলপুরের জমিদার এবারও পরাভূত হইলেন। কুতবের নেতৃত্ব নিষ্ফল হইল। এই লড়াইয়ের ফলে, তাঁহার বর্ষাফলকবিদ্ধ বাম হাতখানি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল।

পুনঃ পুনঃ ব্যর্থকাম ইস্‌মাইলের প্রতিশোধস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি নিকটবর্ত্তী অন্যান্য মুসলমান ভূস্বামিগণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া একটি বিরাট্ সেনাদল সংগঠনে সচেষ্ট হইলেন এদিকে

ছাতকের অধীনস্থ মুসলমান সর্দ্দারদিগের প্রধান কাশিম আলিকে হস্তগত করিবার চেষ্টাও চলিতে লাগিল।

এ সব ব্যাপারে ইস্মাইল খাঁ কুতবের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কুতব যোদ্ধ্‌সংগ্রহে সোৎসাহে অনুমোদন করিল, কিন্তু ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সহায়তা করিতে অস্বীকৃত হইল। কহিল, "চক্রান্ত তুমি ভাল বুঝ। লড়াই করিতে হইলে আমাকে সংবাদ দিও।"

ইস্মাইল। শাঠ্য বিনা আমার পক্ষে জয়লাভ অসম্ভব। এ সময়ে একটা সুযোগও ঘটিয়াছে। ছাতকের রাজার বিশ্বাস, কালা পাহাড় আহম রাজ্য আক্রমণ করিবার সময় বরেন্দ্র ভূমি বিধ্বস্ত করিবে। ইহা কতদূর সত্য বলিতে পারি না। তবে এই সময়ে মুসলমানগণকে সহজে উত্তেজিত করা যাইতে পারে। কাশিম আলিকে আমাদের পক্ষে আনিতে পারিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে কালবিলম্ব হইবে না।

কুতব। যাহা ভাল বুঝ কর।

ইস্মাইল। কাশিম আলিকে ভালরূপে বুঝাইতে দক্ষ লোকের প্রয়োজন। তুমি দেবীপুরে গিয়া তাহাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা কর।

কুতব। এ কাজের উপযুক্ত লোক আমি নই। তুমি তাহা জানিয়াও কেন মিছা অনুরোধ কর?

ইস্মাইল। তবে আমি নিজে যাইব। আর কাহারও দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইবে না।

কুতব। বেশ, ভাল কথা।

ইহার পর ইস্মাইল ক্রমাগত কয়েকদিন দেবীপুরে গেলেন। কাশিম-আলিকে পার্শ্ববর্ত্তী সকল মুসলমান জমিদারদিগের পক্ষ হইতে নানা কথা

কহিলেন। বরেন্দ্র ভূমি ধ্বংসের পর তাঁহার যে বিশেষ সুবিধা হইবে সে আশ্বাসও দিলেন। তিনি স্বয়ং গুপ্তচর মুখে অনেক গোপনীয় বিষয় জানিয়াছেন। তন্মধ্যে ইহাও বলিলেন, যে সকল মুসলমান নেতৃগণ গৌড় বাদশাহের পক্ষে যোগদান করিবেন তাঁহারা উপযুক্ত আয়মা পাইবেন। বরেন্দ্র আক্রমণ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন এ সুযোগ ত্যাগ করা মূঢ়তা-মাত্র। বিশেষতঃ, পাঠান বাদশাহ সকলের প্রভু, ছাতকের রাজা তাঁহার অধানস্থ জমিদারমাত্র। সেই জমিদারের বিপক্ষতাচরণ রাজদ্রোহিতা নয়। ইস্মাইল এইরূপে নানাপ্রকারে কাশিম আলিকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন। আলিসাহেব তবু কহিলেন, "রাজদ্রোহিতা কি না কিরূপে বলি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তো উহাই মনে হয়। অধিকন্তু এ কার্য্য বিশ্বাসঘাতকতাও বটে।" তবু ইস্মাইল সহজে নিরস্ত হইবার লোক নহেন। নানা লোকের দ্বারা নানা ভাবে ছলে কৌশলে তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় কাশিমের দৃঢ়তা শিথিল হইল। হাঁ না করিতে করিতে তিনি শেষে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেকালের কথা।

ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। উহার শেষভাগে পাঠান রাজত্বের অধঃপতন ও অবসান এবং বঙ্গে মোগল সাম্রাজ্য সংস্থাপন। সেই সময় হইতে বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্যসম্পদ, কীর্ত্তিগৌরব, সাহিত্য শিল্পের অবনতি, সেই সময় হইতে বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্য, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, তেজোগর্ব্ব অস্তোন্মুখ। পাঠান রাজত্বে বাঙ্গালীরা নামে অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। মোগলশাসনে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতার পেষণ সহ্য করিতে হয়। পাঠান রাজত্বেও বঙ্গবাসী যশোমণ্ডিত, বরেণ্য; মোগলশাসনে বিগতশ্রী, অধঃপতিত। তাই বলিতেছি, ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্গালীর কাল।

আমাদের বর্ণিত ঘটনা সেই গৌরবধ্বংসী করালছায়াসম্পাতের পূর্ব্ববর্ত্তী। ১৫৬৩ হইতে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গের শেষ পাঠান রাজ দাউদ শাহের পিতা স্থলেমান করাণী বাঙ্গালার সিংহাসনে সমাসীন। তিনি আকবর বাদশাহকে কর ও উপঢৌকন দিলেও বঙ্গশাসন ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। দিল্লীশ্বরের দক্ষিণ বাহু তখন রাজপুতনা, দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে অসিচালনায় ব্যাপৃত, বঙ্গে সে তরঙ্গ পঁহুছে নাই। যেমন পাঠানরাজ মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াও প্রকৃত পক্ষে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন ছিলেন, তেমনই বঙ্গের হিন্দু রাজগণও আপন আপন রাজ্যে স্ব স্ব প্রধান। গৌড় বাদশাহ নামে তাঁহাদের

প্রভু। অনেকে তাঁহাকে কর দিতেন, অনেকে দিতেন না। প্রত্যেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদরাজ। শাসন সংরক্ষণ, বিচার বিগ্রহে তাঁহাদের অপরিসীম প্রতাপ। বাঙ্গালা তখন এইরূপ পরাক্রান্ত ভূস্বামিগণের বীরত্বে ও তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত, স্থায়শাসন ও স্বধর্ম্মপরায়ণতার দীপ্তরাগে রঞ্জিত। বাঙ্গালীর লাঠি তখন চারু হস্তের শোভাবর্দ্ধক বিলাসের সামগ্রী হয় নাই, তখন উহা বীরত্বের প্রধান উপকরণ, আর্ত্তজনের ভয়ত্রাতা, আশ্রিত বীরের সুখসৌভাগ্যবিধাতা, সুস্থ সবল জাতির দৃঢ়মুষ্টিধৃত, শৌর্যবীর্য্য ও অতুল্য যশোমণ্ডিত! তখন ধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণে সকলেরই অনুরাগ ছিল। ভদ্রলোকে নিম্ন শ্রেণীকে ঘৃণা করিত না। অনেক 'ইতর' লোককে ভদ্রসন্তানেরা 'খুড়া', 'দাদা,' প্রভৃতি স্নেহ সম্বন্ধে ডাকিত, তাহাদের অনুকরণে বীরত্বসূচক 'বাবড়ি' রাখিত, তাহাদের কাছে লাঠিচালনা ও কসরৎ শিখিত, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া লড়াই করিত! সেকালে দস্যুতাও এক একটা খণ্ড-যুদ্ধে পরিণত হইত। জমিদারে জমিদারে যুদ্ধবিগ্রহ, এক দলে অপর দলে সংগ্রাম সেকালের দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহা শক্তির চাঞ্চল্য।

সেকাল ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় উত্তেজনার সময়। তখন সমগ্র দেশ একটা চেতনা ও উন্মাদনার বৈদ্যুতিক প্রবাহে জাগরিত। আলস্য অবসাদ অপরিজ্ঞাত। সেকালে মুসলমানও পরম বৈষ্ণব এবং হিন্দু সমাজে আদরণীয় হইত, হিন্দুও 'কালাপাহাড়' হইত. অধুনা উপেক্ষিত জাতি সমূহ হইতেও পরম শ্রদ্ধেয় শূর, জ্ঞানী, গুরুর উদ্ভব হইত। কথকতা, সঙ্কীর্ত্তন, প্রভৃতি বিবিধ প্রণালীর লোকশিক্ষায় ও অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞান শাস্ত্রালোচনায় দেশ সজীব ছিল। এখন যাহারা অধঃপতিত, আত্ম-

বিস্মৃত, তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ তখন বীরত্বে ও আত্মত্যাগে অতুলনীয়। তাঁহারাই এই হতভাগ্য দেশে শিল্পে ও ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে ও চিত্রবিদ্যায় নিপুনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। সেকালে পল্লীর সম্মান, সমাজের সম্মান ক্ষুণ্ণ হইলে লোকের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিত। যুবকেরা বীরত্ব প্রকাশের জন্য লালায়িত হইত। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে দারুণ মতদ্বৈধ ছিল, কিন্তু অপরিসীম ঔদাসীন্য ছিল না। সকলপ্রকার দলাদলিতে সজীবতা পরিস্ফুট হইত, জড়তা ও অবসাদে মুমূর্ষুর ঊর্দ্ধশ্বাস সূচিত হইত না। সহরে পল্লীতে কোন এক বিষয়ে তন্ময়ত্ব ও অন্তর্নিহিত কর্ম্মনিষ্ঠাবৃত্তির বহির্মুখ বিকাশ দেখা যাইত,—আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতায় শৈথিল্য, মনুষ্যত্বগ্রাসী উপেক্ষা এত ভীষণ ছিল না। হায় সে দিন! হায় সে বাঙ্গালী!!

এই সময়ে পাবনা জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী সিন্দুরী ও শাথিনী পরগণার প্রতাপান্বিত ভূস্বামী রাজা দেবীদাস স্বীয় রাজধানী ছাতকে বাস করিতেন। এখন ছাতক পূর্ব্বসমৃদ্ধিপরিশূন্য, পূর্ব্বগৌরববিচ্যুত গণ্ডগ্রাম মাত্র।

দেবীদাস ভীম কালিয়াই ব্রাহ্মণ। তাঁহার অপর নাম, ঠাকুর কুশলী। সম্রাট বল্লালসেনের গুরু ভীমওঝা শিষ্যের হড্ডিকা সংশ্রবে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়া গৌড়ের অন্তঃপাতী কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করেন। তৎপৌত্র অনন্তরাম রাজা লক্ষ্মণসেনের গুরু। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্ব প্রথম শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। সিন্দুরী ও শাথিনী পরগণা গুরুদক্ষিণা স্বরূপে পান। তত্রত্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অনন্তরামের আনীত। তৎপুত্র অচ্যুতাই বোয়ালিয়া সমাজের নেতা। অচ্যুতাইএর পুত্রগণও যশস্বী। পৌত্র কুশলী দেশবিশ্রুত। কুলীন কুশলী ভঙ্গ হন। তদ্বংশীয়েরা

অদ্যাপি বারেন্দ্র সমাজে মান্য কাপ। সংখ্যা বহুল বলিয়া কালিয়াইদিগের জমিদারি অধুনা বহুধা বিভক্ত। এই কুলে আট পরগণার পরাক্রান্ত ভূস্বামী বসন্তরায়, তেজস্বী সমাজ সংস্কারক রাজীব রায় ও মথুরার সম্ভ্রান্ত 'ঠাকুর' দিগের স্থাপয়িতা মথুরা রায়ের জন্ম। কুলজ্ঞদিগের কথায়, এই বংশ "বঙ্গের ভূষণ"।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অলীক জনরব।

বাদশাহ স্থলেমান করাণীকে বাঙ্গালী কখনও ভুলিবে না। তাঁহার সময়েই হিন্দুপীড়ক দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সেনাপতিত্ব। তিনি যদিও প্রথম কালাপাহাড়ের তুল্য অত্যাচারী ছিলেন না তবু বঙ্গবাসী তাঁহাকে কিরূপ চক্ষে দেখিত তাহা তাঁহার হিন্দুদ্বেষী উপাধিতেই সুস্পষ্ট।

এই সময়ে বরেন্দ্র ভূমি আক্রমণের জনরব সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। সংবাদ সত্য কি না ইহা নির্ণয় করিতে কালক্ষেপণ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া বরেন্দ্রদেশস্থ অনেক জমিদার এই ভাবী বিপদ নিবারণ করিতে যত্নবান্ হন। তন্মধ্যে রাজা দেবীদাস একজন। আপনার এলেকার মধ্যে সকল সক্ষম যুবককে তিনি সৈন্য শ্রেণীতে ভর্ত্তি করেন এবং গুপ্তচর দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশ হইতেও সাহসী যোদ্ধা সংগ্রহে রত হন। বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার হৃদয় তরুণের তাড়িতশক্তি বিশিষ্ট ছিল। তিনি জীবিত থাকিতে সিন্দুরী ও শাখিনী পরগণার কোন ললনার প্রতি কেহ অত্যাচার করিতে পারিবে না বা কোন হিন্দুকে বল প্রয়োগে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিবে না, ইহা ঘোষণা করিয়া তিনি অধীনস্থ প্রজাবর্গের প্রাণে সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত করেন।

রাজা দেবীদাসের দুই জন সেনাপতি,—অর্জ্জুন মণ্ডল ও কাশিম আলি। অর্জ্জুন সৈন্যাধ্যক্ষ, কাশিম তাহার সহকারী। কাশিম আলি

সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ও সাহসী, কিন্তু রণনীতিতে নিঃস্ব অবস্থা হইতে উন্নীত অর্জ্জুনের সমকক্ষ ছিলেন না। দেবীদাসের জমিদারীতে অনেক সবল নির্ভীক নমঃশূদ্র বাস করিত। তাহাদের অধিকাংশ সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। অর্জ্জুন ইহাদের শিরোমণি।

দেবীদাস তাঁহার দক্ষ সেনাপতি দ্বয়ের উপর ভারার্পণ করিয়া অনেক নিশ্চিন্ত ছিলেন। বিশেষতঃ, সুযোগ্য পুত্র কার্ত্তিক রায় সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি পিতার দক্ষিণ হস্ত, অমিত সাহসী।

একদিন রাজা আরতির পর কালীমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন এমন সময় কার্ত্তিক রায় অশ্ব হইতে অবরোহন করিয়া পিতাকে কহিলেন, "আমি সাঁতোড় হইতে সংবাদ পাইলাম, বরেন্দ্রভূমি আক্রমনের জনরব মিথ্যা। শুনিতেছি, কালাপাহাড় আহম রাজ্য জয় করিতে যাইবে। তাহাও কতদূর সত্য বলিতে পারি না।"

দেবীদাস। কালাপাহাড় বরেন্দ্র আক্রমণের বাসনা ত্যাগ করায় সুখী হইলাম। এরূপ কার্য্যে না আছে যশঃ, না আছে পৌরুষ।

কার্ত্তিক। কিন্তু কালাপাহাড়ের মত লোক অপকীর্ত্তির অপযশই চায়। হিন্দুধর্ম্মের অবমাননায় তাহাদের আনন্দ। হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করাই তাহাদের বীরত্ব।

দেবীদাস। বরেন্দ্র ভূমি বিনা রক্তপাতে এ অপমান সহ্য করিত না। আমি তো ক্ষুদ্রশক্তি। আরও অনেকে এইরূপ বা ইহার অধিক বক্লির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। এ সকলি এখন বিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছে। এগুলি পুঞ্জীভূত হইলে কালাপাহাড়ের সাধ্য কি সূচ্যগ্রভূমি অগ্রসর হয়! বড় দুঃখ আমরা আজিও শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলাম না।

কার্ত্তিক। তাই পাঠানেরা এখনও এদেশীয়দের বুকের রক্ত পান করিতেছে। নহিলে কি স্রোতের মুখে তৃণের মত বাঙ্গালা ভাসিয়া যায়, হিন্দুর ধর্ম্মে এমন আঘাত নীরবে সহ্য করিতে হয়?

দেবীদাস। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলকে সম্ভ্রমের ভয়ে গৌড় ছাড়িয়া দূরে, অতিদূরে বনে, জঙ্গলে, চরে, নিভৃতে নিরালায় থাকিতে হয়?

কার্ত্তিক। আমরা মনে করি আমরা বুদ্বুদ, আমাদের শক্তি কি, সামর্থ্য কি? কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না, বিন্দুর সমষ্টিতে সিন্ধুর প্রলয় তরঙ্গ। একার পক্ষে যাহা অসাধ্য, দশের পক্ষেও কি তাই?

দেবীদাস। কে বলে অসাধ্য? শক্তিমানের পক্ষে সকলি সম্ভব। শক্তিমত্তা ঐক্যে। পাঠানেরা ইহা বুঝে। তাই পাঠান এদেশে আসিতে পারিয়াছে। আসিয়া এতকাল রহিয়াছে, আমাদেরই সহায়তায়, আমাদেরই ভরসায়। নহিলে, মুষ্টিমেয় পাঠান কদিন বাঙ্গালায় টিকিতে পারে? আমাদের লোক লইয়াই উহাদের আস্ফালন, বিগ্রহ, পীড়ন, শাসন, শোষণ।

কার্ত্তিক। পাঠানদের মধ্যে গৃহশত্রু ক'জনা? আমাদের মধ্যে কালাপাহাড় কত!

দেবীদাস। এক একটা কালাপাহাড় বাঙ্গালার এক এক খানা কলিজার হাড় গুঁড়া করিয়া দিয়াছে। একজনা কালাপাহাড় হিন্দু-দিগের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে সহস্র যবন তাহা পারে নাই।

কার্ত্তিক। বাবা, কেবল আমাদেরই মধ্যে এত লোক কালাপাহাড় হয় কেন?

দেবীদাস। সে অনেক কথা। কতক সমাজের দোষে, কতক স্বভাবের দোষে। বিশেষ, অধীনতায় যেমন মানুষের তেমনি জাতি সদ্‌বৃত্তিগুলি সঙ্কুচিত হয়। বাড়ে স্বার্থ, স্বজনদ্রোহিতা।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রান্তরে।

নিশীথ রাত্রি, অন্ধকারময়ী। ক্বচিৎ বায়ুস্বনন ও শৃগাল কুক্কুর পেচক প্রভৃতি নিশাচর প্রাণীর বিকট চীৎকার সে নৈশনীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। অনন্তের সৌন্দর্য্য পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিবার সহায় নীরব নিশীথিনী। ঊর্দ্ধে মহাশূন্য নীলাকাশ কোটিতারকাচক্ষু বিরাট্‌পুরুষের মত একা বিনিদ্র চাহিয়া, নিম্নে রূপ-রস গন্ধ শব্দ-স্পর্শপূর্ণ চিরপ্রহেলিকাময় সংসার, কুসুমখচিতা কাননকুন্তলা শ্যামলা ধরণী নিস্তব্ধ!—বুঝি অনন্তের ধ্যানে তন্ময়!

একদিন এমনি রাত্রিকালে ইস্‌মাইল খাঁ দেবীপুরের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তর দিয়া দ্রুতপদে ও ছদ্মবেশে যাইতেছিলেন। একটি ছায়াও অলক্ষিতে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। ইস্‌মাইল গ্রামের ভিতর সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া সাঙ্কেতিক শব্দ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করিতে না করিতে একজন দীর্ঘাকার পুরুষ তাঁহাকে বহির্ব্বাটীর কক্ষে লইয়া গেল। কাশিম আলি সেখানে তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। ছায়াটিও সঙ্গে চলিল। নিঃশব্দে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কাশিমের কক্ষের সন্নিহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং তদবস্থায় ষড়যন্ত্রকারিগণের পরামর্শ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

কাশিম আলির সহিত ইস্‌মাইল খাঁ দীর্ঘকাল গুপ্ত মন্ত্রণা করিলেন। বৃক্ষারোহী ব্যক্তি এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই শুনিতে পাইলেন না। ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি আপনার অদৃষ্টকে বারম্বার ধিক্কার দিতেছেন এমন সময়ে মন্ত্রণা সাঙ্গ কালে কেবল দুইটি কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। কাশিম উত্তেজনার সহিত অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, "বারুণী মেলা।" সেই দুইটি কথা শুনিয়া ছদ্মবেশী ব্যক্তি কাঠবিড়ালীর মত ক্ষিপ্রগতি বৃক্ষ হইতে অবরোহন করিয়া মনে মনে কহিলেন, "বারুণী মেলা? বহুৎ আচ্ছা। জয় বিশ্বেশ্বর"!

ইস্‌মাইল খাঁ পুনরায় প্রান্তরে উপস্থিত হইলে ছায়াও তাঁহার সঙ্গ লইল। ছদ্মবেশী বলিষ্ঠ। দেহ কমনীয় হইলেও দৃঢ়। ইস্‌মাইল তাঁহার সমবয়স্ক, কিন্তু সমকক্ষ নহেন। প্রান্তরমধ্যে সহসা স্কন্ধদেশে অপরিচিতের কঠোর করস্পর্শ অনুভব করিয়া কহিলেন, "কে তুই?"

ছদ্মবেশী ব্যক্তি। তোমার যম।

ইস্‌মাইল খাঁ মুহূর্ত্তমধ্যে বক্ষঃস্থল হইতে শাণিত ছুরিকা কোষমুক্ত করিয়া অনুসরণকারীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। দেখিতে না দেখিতে অপরিচিত ব্যক্তি উহা কাড়িয়া লইয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপর বজ্রমুষ্টিতে খাঁ সাহেবের বাহু ধারণ করিয়া কহিলেন, "বারুণীর মেলা বিদ্রোহের দিন। কেমন নয়?"

ইস্‌মাইল বিস্মিত, স্তম্ভিত, নিরুত্তর।

ছদ্মবেশী। উত্তর দাও। নহিলে—

ইস্‌মাইল। নিরস্ত্র ব্যক্তিকে বধ করিয়া বীরত্ব দেখাইবে?

ছদ্মবেশী। তোমার মত পাপিষ্ঠের উহাই একমাত্র দণ্ড। যাক্, বেশী কথায় কাজ নাই। যাহা জিজ্ঞাসা করি তাহার উত্তর দাও।

ইস্‌মাইল। বটে ?

লম্ফ দিয়া খাঁ সাহেব অজ্ঞাত ব্যক্তির মুষ্টি হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন ও সহসা নিমেষমধ্যে শত্রুকে ভূপাতিত করিলেন। আক্রান্ত ব্যক্তি কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া ইস্‌মাইলের বক্ষের উপর জানু পাতিয়া বসিলেন।

নিরুপায় দেখিয়া বাঘিলপুরের ভূস্বামী কহিলেন, "কি জানিতে চাও, বল !"

ছদ্মবেশী। তোমার নাম ?

ইস্‌মাইল। কেরামৎ আলি।

ছদ্মবেশী। উঁহু।

ইস্‌মাইল। তবে তোমার মনোমত একটা নাম বল।

ছদ্মবেশী। তোমার নাম, ইস্‌মাইল খাঁ।

চমকিত হইয়া খাঁ সাহেব কহিলেন, "অসম্ভব। হয়ত কোন ইস্‌মাইলের আকৃতির সহিত আমার কিছু সৌসাদৃশ্য আছে। তাই ভুল করিতেছ।"

ছদ্মবেশী। ফের শঠতা ! কাশিমের বাড়ীতে কেন আসিয়াছিলে বল।

ইস্‌মাইলকে নীরব দেখিয়া প্রশ্নকর্ত্তা কহিলেন, "তবে চল ছাতকে।" এই বলিয়া তিনি খাঁ সাহেবের হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিরুপায় হইয়া ইস্‌মাইল কহিলেন, "তুমি তো আমার কোন কথা বিশ্বাস করিবে না। কি বলিব বল ?"

ছদ্মবেশী। এ চক্রান্ত কেন? ইহার মূলে কে?

ইস্‌মাইল। আমার প্রাণ থাকিতে কিছু জানিতে পারিবে না। কিছু জানিতে চাহিও না। শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি, আমি তোমার প্রভুর প্রবল শত্রু। ইচ্ছা হয় ছাড়িয়া দাও। নহিলে যাহা খুসী করিতে পার।

ছদ্মবেশী। তোমার প্রাণ আমার হাতে। কিন্তু যে হিন্দু হইয়া, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও স্বেচ্ছায় যবন হইয়াছে, অভাগিনী জননীকে বর্জ্জন করিয়াছে, গৃহে সাক্ষাৎ সতী, স্ত্রী থাকিতে অর্থলোভে যবনাজ্ঞার হইয়াছে, পরধন লুণ্ঠনে ও পরস্ত্রীহরণে নিয়ত যাহার আসক্তি সে পাপিষ্ঠের রক্তে হস্ত কলুষিত করিতে ঘৃণাবোধ হয়। কিন্তু তোমায় একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াও ঠিক্ নয়।

ইস্‌মাইল ভাবিতে লাগিলেন, "কে এ ছদ্মবেশী? আমায় বিশেষরূপে চেনে দেখিতেছি। বোধ হয় আমার শত্রুপক্ষের কেহ।"

ছদ্মবেশী মাধব দত্ত সম্প্রতি আরোগ্য লাভ করিয়া রাজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় তখনও প্রতিহিংসায় জ্বলিতেছিল। তারাকে অপহরণের প্রতিশোধ লইবার এই সুসময়। এদিকে রাজার অধীনস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইস্‌মাইলকে জীবিত বা অর্দ্ধজীবিত অবস্থায় ছাতকে লইয়া যাওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। কাশিমের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রয়োগে উহা আবশ্যক। বিচারে ইস্‌মাইলের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। তাহা হইলেও মন্দ হয় না। কিন্তু স্বহস্তে পাষণ্ডের শিরচ্ছেদ করিতে পারিলে যেন অধিকতর তৃপ্তি হয়। প্রতিহিংসার জন্য তাঁহার হৃদয় যখন এইরূপে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তখন ধীরে ধীরে মানসমুকুরে

একটি শৈশবের স্মৃতি প্রতিবিম্বিত হইল। সে স্মৃতি নারায়ণীর পরলোক-গত পিতার। একবার মাধব দুই তিনটি সঙ্গীর সহিত পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিলেন। তখন তিনি কিশোর, মাতুলালয়ে থাকিতেন। সন্তরণ পটু হন নাই। তবু সহচরদিগের সহিত বাজি রাখিয়া পুষ্করিণী পার হইতেছিলেন। আর সকলে তাঁহার চেয়ে বড়। সহচরেরা সহজে তাঁহার আগে আগে গেল। কিন্তু তিনি বেশীদূরে যাইতে না যাইতে জলমগ্ন হইলেন। একজন ব্রাহ্মণ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বালকের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাড়াতাড়ি জলে ঝাঁপ দিলেন ও তাহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কিনারায় তুলিলেন। পরে জলমগ্নকে বাঁচাইবার যে প্রক্রিয়া এদেশে আবহমান কাল প্রচলিত সেই উপায়ে তাহার চেতনা সঞ্চার করিলেন। মাধবের মাতুল ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবতা, আমি আপনার কোন উপকারে আসিতে পারি কি? আদেশ করুন, কিরূপে সেবা করিব।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "যাইতে দাও। উহাতেই আমি তৃপ্ত হইব।"

বালকের মাতুল। তবু এ উপকারের স্মারক স্বরূপ—

ব্রাহ্মণ। অর্থ বা অন্য কিছু লইব? ভ্রান্ত, আমায় লুব্ধ মনে করিও না। আমি ব্রাহ্মণ।

এমন কি তাঁহাকে আত্মপরিচয় দানেও বিরত দেখিয়া বিশেষ পীড়া-পীড়ি করিয়া মাধবের মাতুল কোন ক্রমে তাঁহার নাম ধাম মাত্র জানি-লেন। বালক জীবন দাতার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন তিনি সাবালক তখন সেই ব্রাহ্মণের সংবাদ লইলেন। জানিলেন, সেই পূজ্য ত্রাতা ইহজগতের অতীত লোকে

চলিয়া গিয়াছেন। কেবল তাঁহার একমাত্র কন্যা নারায়ণী গোবিন্দপুরে আছেন। কোনরূপে সেই ব্রাহ্মণ বা তাঁহার কন্যার উপকারে আসিতে না পারিয়া মাধব মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। এখন কিরূপে সেই অভাগিনী নারায়ণীর একমাত্র পুত্রের প্রাণ হনন করিবেন? দুঃখিনী এই নিদারুণ শোক সহিতে না পারিয়া হয়ত প্রাণে মরিবেন! ইহাই কি প্রাণ দাতার দুঃখতাপদগ্ধা দুহিতার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন? মাধব কি করিবেন? আপনার অত্যাচারের প্রতিশোধ না হয় নাই লইলেন। কিন্তু রাজার স্বার্থ রক্ষা করে ইস্‌মাইলকে ছাতকে শান্তিরক্ষকের হস্তে সমর্পণ করা প্রয়োজন। আচ্ছা, ইহাকে ছাড়িয়া দিলে কি ষড়যন্ত্র ধরা পড়িবে না, সপ্রমান হইবে না? অবশ্য হইবে। তিনি পাষণ্ডের কেশস্পর্শ করিবেন না স্থির করিলেন।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মাধব কহিলেন, "পাপিষ্ঠ, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। আর কখনও রাজার এলেকায় পা বাড়াইও না। সাবধান!"

ইসমাইল ও মাধব বিভিন্ন দিকে যাত্রা করিলেন। মাধব এখন ষড়যন্ত্রকারিগণের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থায় মন দিলেন। সিন্দূরী ও শাখিনী পরগণার প্রজা নয় এমন লোককে জমিদারীর ভিতর প্রবেশ করিতে যেন না দেওয়া হয়, যাহার কার্য্যে বা আচরণে সন্দেহের উদ্রেক হইবে তাহাকেই যেন ধরিয়া আনা হয়, এইরূপ বিবিধ আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করিয়া তিনি রাজধানীতে রওনা হইলেন।

এদিকে ইস্‌মাইল কিয়দ্দূরে গমন করিলে একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া শীঘ্র অদৃশ্য হইল। নানা চিন্তায় খাঁ

সাহেব বিব্রত ছিলেন। পত্র পড়িয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। উহাতে লেখা ছিল,—

"হতভাগ্য, তোমার মাতার আসন্ন কাল। তবু আসিবার প্রয়োজন ছিলনা। তবে মুমূর্ষার ইচ্ছা একবার তোমায় দেখেন। যদি আসিতে ইচ্ছা হয় মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া চলিয়া আসিবে।"

ইস্‌মাইল ধীরে ধীরে সমীপস্থ তরুতলে বসিয়া পড়িলেন। তিনি বড় শ্রান্ত, পা আর চলে না। বিবিধ ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে, স্মৃতির বৃশ্চিক দংশনে, জ্বালাময়ী অনুতাপে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। আজ বিষাদবিহ্বলচিত্তে তাঁহার অতীত জীবনের কত কথা মনে পড়িতে লাগিল,—সেই অকলঙ্ক শৈশব, স্নেহমধুর কৈশোর, সুখস্বপ্ন ভরা প্রেমময় যৌবন, মাতার অগাধ স্নেহ, পত্নীর অনাবিল প্রেম,—তা'র পর, সেই বাসনার আবর্ত্ত, লালসার অন্ধকূপ, ঐশ্বর্য্যের মোহ; ধর্ম্ম গেল, সুখ গেল, শান্তি গেল। ক্ষোভে দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায় ইস্‌মাইলের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু পড়িতেছিল, এমন দৃশ্য আর কেহ কখনও দেখে নাই।

ধীরে ধীরে ইস্‌মাইলের চিত্তে ঐ কার দেবীমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল? তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "মা, মা, অভাগিনী মা আমার, তুমি? ঐ কি বলিয়া চলিয়া গেলে, 'এতদূর পদস্খলন! ইহার পরিণাম কোথায়?' তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ, কি ছিলাম, কি হইয়াছি? মাগো, আবার দেখা দাও, হৃদয়ে আসিয়া আশ্বাসের অমৃত ঢালিয়া দাও, অশান্ত মন শান্তির শীতল বারিধারায় ভাসাইয়া দাও! অবিশ্বাসী চিত্তকে জ্ঞান ও ভক্তির মন্দাকিনীধারায় পূত করিয়া দাও।

"ঐ আবার কার মূর্ত্তি? স্মৃতির সরোবরে এই ভাসিল, এই ডুবিল! ঐ আবার উঠিল, মৃদু হাসিল, হাসিয়া লুকাইল! উমা, উমা, তুমি?

"উঃ, কি জ্বালা! এ জ্বালার বিরাম নাই, উপশম নাই! প্রাণের ভিতর সহস্র শিখায় জাহান্নামের আগুণ জ্বলিয়াছে, ঝলকার পর ঝলকা ছুটিতেছে। এ বহ্নি কি নির্ব্বাণ হইবে না? ইহার দাহিকাশক্তি কি হ্রাস হইবে না?"

পত্রবাহককে অন্বেষণ করিতে ইস্‌মাইল কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, যত দূর দৃষ্টি চলে কেহ কোথাও নাই। সেই নিশার অন্ধকারে বিশাল প্রান্তরে তিনি একা। প্রান্তর করিতেছে ধূ ধূ ধূ। ইস্‌মাইলের অন্তরের ভিতর চিতার আগুন জ্বলিতেছে ধূ ধূ ধূ।

দশম পরিচ্ছেদ।

ছায়াপথ।

সন্ধ্যাসুন্দরী কৃষ্ণাবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া দেখা দিয়াছেন। আকাশে একটি দুইটি করিয়া রাশি রাশি কুসুমকলিকা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমনি ভাবে অনন্তকাল ধরিয়া তারাবালারা ফুটিতেছে, হাসিতেছে। মানুষের সুখ দুঃখের সহিত সে হাসির সম্পর্ক নাই, সাদৃশ্য নাই।

নারায়ণী গবাক্ষপথে শুধু আকাশের পানে চাহিয়া স্থিরদৃষ্টি। জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণের আর বিলম্ব নাই। বিকারের উত্তেজনায় তাঁহার শান্ত মূর্ত্তিতে আন্দোলিত ছায়ালোকের ন্যায় নানা ভাব প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তিনি কখনও "ওকে? তুমি? সেই তুমি?" বলিয়া হাসিতেছিলেন, কখনও "কেও, শ্রীধর?" বলিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতেছিলেন। এইরূপে একবার পরলোকান্তরিত পতির মূর্ত্তি, একবার বিধর্ম্মী পুত্রের ছবি নারায়ণীর মানসপটে অঙ্কিত হইয়া হাসি ও অশ্রুর অবতারণা করিতেছিল। তিনি আজীবন বড় জ্বালা, বড় যন্ত্রণা সহিয়াছেন। এইবার বুঝি তাহার অবসান। ঐ শান্তি, চির শান্তি অদূরে! শর্ব্বাণী শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছেন। উমা পদপ্রান্তে নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছেন। সংবাদ পাইয়া নারায়ণীর জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা কৃষ্ণদাসও কয়েক দিন হইল আসিয়াছেন। তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় সেই কক্ষের এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন।

এমন সময়ে বহির্ব্বাটীতে সহসা একজন মহাপুরুষ প্রবেশ করিলেন। তিনি সকলের হিতচিকীর্ষু, শুভানুধ্যায়ী, পরমাত্মীয়।

মহাত্মার ললাটে সিন্দুর তিলক, গলে রুদ্রাক্ষমালা, করে দণ্ড, পরিধানে রক্তবস্ত্র। আকৃতি ভীমপ্রশান্ত, গম্ভীরসুকুমার। কে এ মহাপুরুষ এখানে? নয়নদ্বয়ে সৌম্যমধুর উজ্জ্বলতা, হৃদয়ে মহানুভবতা, ভুজযুগে দৃঢ়তা, প্রতি পাদক্ষেপে স্থিরতা চিত্রিত, অবয়বে অপূর্ব্বভাতি মণ্ডিত মহামহিমান্বিত এই মহাত্মা কে? মানুষের জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে কে এই মহারথী?

মহাপুরুষের আগমন সংবাদ পাইয়াই শর্ব্বাণী ও উমা তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন ও পদপ্রান্তে পতিত হইয়া রোগিনীর অবস্থা বিবৃত করিলেন। আগন্তুক নারায়ণীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "এ রোগের ঔষধ নাই। মুমূর্ষা সকল চিকিৎসার অতীত!"

শর্ব্বাণী। দেবতা আপনি। আপনার পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই। দয়া করিয়া মার প্রাণদান করুন। আমাদিগকে রক্ষা করুন।

কৃষ্ণদাস। প্রভু, যোগীর পক্ষে অসম্ভবও সম্ভবপর। কৃপা হইলে আপনারা সব করিতে পারেন।

মহাত্মা। এ ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার শক্তি আমার নাই। কালের করাল ছায়া অভাগিনীকে ঘেরিয়াছে।

সত্যই তাই। অবিলম্বে নারায়ণীকে আঙ্গিনায় আনা প্রয়োজন হইল। হতভাগিনীর প্রাণবায়ু সকল দুঃখজ্বালার অতীত লোকে চলিয়া গেল।

শবদেহ লইয়া শর্ব্বাণীর মাতুল কয়েকজন লোক সহ শ্মশানে গেলেন। কৃষ্ণদাস ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত মহাত্মা ঐ বাটীতে রহিলেন ও শোকার্ত্তা-দিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। পরে লোকালয় ছাড়িয়া রাত্রিবাস করিলেন।

মধ্যে মধ্যে ঐ মহাপুরুষের সহিত শর্ব্বাণী ও উমার দেখা হইত। উমার ভক্তি ও শ্রদ্ধানত হৃদয় ক্রমে অজ্ঞাতে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। মহাত্মার মুখনিঃসৃত নানা সৎপ্রসঙ্গ ও আধ্যাত্মিক কথা তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর উক্ত মহাত্মা উমাকে কহিতেছিলেন, "কি বলিতেছিলে? হতভাগিনী তুমি? তবে সৌভাগ্যশালিনী কে? এই বয়সে আত্মচৈতন্য হইবার মত পরীক্ষা কজনার অদৃষ্টে ঘটে? একটার পর একটা করিয়া তোমার সকল বন্ধন ঘুচিয়াছে, সকল আকর্ষণ, সকল মোহ কাটিয়াছে। তবে আর কেন উপেক্ষিতার অভিমান, হতাশের আক্ষেপ, অবলার রোদন? যে স্নেহ, যে প্রীতি, যে স্বার্থত্যাগ ক্ষুদ্র পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর নিত্য দেখাইতেছ তাহাই আপন সংসারের বাহিরে দেখাও মা! উহার ফল দেবীত্ব, অমরত্ব।"

এ কয়েকদিন শুধু হৃদয়জমি আবাদ করা হইতেছিল। আজ বপনের দিন।

উমা কহিলেন, "ভৈরবের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। পিতা, আমি বড় অভা-গিনী। আমায় দীক্ষা দিন।"

মহাত্মা। জগদম্বা তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন। আগামী

শুক্লা পঞ্চমী নিশীথে আমার প্রিয় শিষ্য শিবানন্দ তোমাকে লইতে আসিবেন। তাঁহার সহিত আমার মঠে যাইবে।

উমা মহাপুরুষের পদধূলি লইয়া গৃহে ফিরিলেন। দীর্ঘকাল ভৈরবের নিকট প্রার্থনায় অতিবাহিত করিলেন। দেবতার নিকট বল, ভরসা মাগিলেন।

সে রাত্রিতে তাঁহার ভালরূপ নিদ্রা হইল না। নয়ন মন কি যেন এক মহা কর্ত্তব্যের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সুপ্তি-ভঙ্গের পরে উমা ভাবিতে লাগিলেন, "একি স্বপ্ন না কর্ম্মমার্গের ছায়াপথ?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অয়োজন।

অনুতাপবিদ্ধ ইস্‌মাইল জননীকে দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন পূর্ব্বোক্ত প্রান্তর হইতে রওনা হইয়া গোবিন্দপুরে পঁহুছিলেন তখন পথিমধ্যেই জানিতে পারিলেন নারায়ণীর কঙ্কাল চিতাভস্মে পরিণত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি আর স্বগৃহে গমন করিলেন না। চিন্তাতপ্তমনে বাঘিলপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তথা হইতে তিনি মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য প্রভূত অর্থ গোবিন্দপুরে পাঠাইলেন। কর্ম্মকর্ত্তা কৃষ্ণদাস ঘৃণায় ও রোষে মাতৃহন্তার দান প্রেরিত লোকের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহা শুনিয়া ইস্‌মাইলের ক্ষোভের সীমা রহিল না। সরাব আসিল। কিন্তু উহাতে শোকসিন্ধু আরও উথলিয়া উঠিল। ইস্‌মাইল বন্ধুকে কহিলেন। "কুতব আর নয়। এবার ফিরিব। কিছুদিন বৈষ্ণব হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব।"

কুতব। বেশ, বেশ গোঁসাইজি! কবে হ'তে এ সুমতি হইল? কিন্তু বিবিজান কি বৈষ্ণবী হ'তে রাজি হবেন?

ইস্‌মাইল। ঠাট্টা রাখ, কুতব! কার্য্যে পুনঃপুনঃ নিষ্ফলতা, তার উপর এই শোক, প্রাণে আর কত সহিবে, কুতব?

কুতব। যত সহে।

ইস্‌মাইল। না সহিলে?

কুতব। সরাব।

আবার সুরা আসিল। পুনঃপুনঃ আসবের প্রবাহে দুঃখবিষাদের কালিমা ধৌত হইল। ইস্মাইল উচ্ছ্বাসে কহিলেন, "আচ্ছা, বৈষ্ণব হওয়া কি যায় না? হিন্দুধর্ম্মে সকলেরই স্থান আছে।"

কুতব। বৈষ্ণব হওয়া কঠিন নয়। যেমন তুমি মুসলমান হইয়াছ। একটা ভাণের পরিবর্ত্তে আর একটি ভাণ। তুমি না হিন্দু, না মুসলমান।

ইস্মাইল। তবে আমার ধর্ম্ম কি?

কুতব। যাহা বীরের ধর্ম্ম।

ইস্মাইল। তাহা কি?

কুতব। সংগ্রাম।

ইস্মাইল। তাহাও ভাল লাগে না।

কুতব। চেষ্টামাত্রে সফল হও নাই বলিয়া? তুই একবার নিরাশ হইয়াছ বলিয়া গোলা ও বর্ষাফলক ছাড়িয়া খোলমৃদঙ্গে মত্ত হইবে? এই বালকের চাঞ্চল্য ও রমণীর দুর্ব্বলতা লইয়া দুর্দ্দান্ত জমিদারগণের সহিত লড়াই করিবে? আপনার স্বার্থ অধিকার রক্ষা করিবে? ইজ্জত বাঁচাইবে? ইহারই জন্য তোমার আহ্বানে পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান জমিদারগণ তাঁহাদের বিপুল বাহিনী তোমার সহায়তার নিমিত্ত ছাতকে পাঠাইবেন? এই তোমার বীরত্ব, সাহস, পরাক্রম?

ইস্মাইল। থাম, কুতব, থাম! তোমার বিশ্লেষণের বিষদিগ্ধ বাণ তীক্ষ্ণধার ছুরিকার ন্যায় আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিতেছে।

কুতব। তুমি শিশু নও, অবোধ নও। তোমার কর্ম্মক্ষেত্র তুমি বহু পূর্ব্বে স্থির করিয়া লইয়াছ। এখন কর্ত্তব্য, উন্মুক্ত জীবনপথে বীরের মত অগ্রসর হওয়া। আমি বলিয়াছি, তোমার স্বধর্ম্ম,—সংগ্রাম। নির্জ্জীব

উপাসনা তোমার সাজে না, ইস্‌মাইল! তোমার দেবতা অসি, আহুতি রুধির। রুধিরধারায় সেই দেবতার আরাধনা কর। তোমার সঙ্কল্প প্রতিহিংসা, পণ জীবন। শত্রুর শোণিতে তৃষা মিটাইতে প্রাণদান করিতে হয় সেও শ্রেয়ঃ। দুর্ব্বলের পক্ষে দম্ভ সাজে, দ্বন্দ্ব সাজে না। প্রতিশোধ লইবে তো শক্তির আবাহন কর। ঐ শোন, ঐ শোন, আমীনপুরের যোদ্ধারা আমাদের সাহায্যের জন্য এদিকে আসিতেছে।

ইস্‌মাইল। তাহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা কর। আরো কয়েক দল যোদ্ধা শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে। তোমার উপর সকল ভার ন্যস্ত আছে। এবার বিজয়ী না হইয়া বাখিলপুরে ফিরিও না। কার্ত্তিক রায়ের শোণিততর্পণে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে হইবে।

কুতব। ইস্‌মাইল, এইবার বীরের মত কথা কহিয়াছ। কার্ত্তিক রায় তুচ্ছ পতঙ্গ, অচিরে সমরবহ্নিতে অবশ্য পুড়িবে। তারাও তোমার বাঁদী হইবে। তুমি জান তারাকে লইয়া মাধব দত্ত এখন কাবারি-খোলায় আছে।

ইস্‌মাইল। সাবাস্ কুতব! ধন জন যাহা কিছু প্রয়োজন সব লও, এবার যেন বিজয়োল্লাসে ফিরিতে পারি।

কুতব। গাজনার বিলে এক শত ছিপ সজ্জিত আছে। একদল যোদ্ধা জলপথে যাক্। আত্রেয়ীবক্ষে যুদ্ধ হইবে। কাবারিখোলায় আমরা লড়াই করিব। তুমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিও। এই আমাদের শেষ সুযোগ। এবার জয়ী না হইলে আর বাখিলপুরে ফিরিব না।

পরিচ্ছেদ।

কারাকক্ষে।

যে রাত্রে কাশিমের সহিত ইস্‌মাইলের গুপ্ত মন্ত্রণা হয় তাহার কুড়ি দিন পর বারুণী মেলা। তাহার পূর্ব্বেই কাশিম ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ ধৃত হইয়া কারাবদ্ধ হইলেন।

এদিকে ইস্‌মাইল ও কুতবের বিভিন্ন দল স্থলপথে কাবারিখোলায় বীরদর্পে লড়াই করিল। আত্রেয়ীবক্ষেও যুদ্ধ হইল। জলযুদ্ধে ছাতকের পক্ষ অর্জ্জুন মণ্ডলের নেতৃত্বে অনায়াসে জয়লাভ করিল। স্বয়ং দেবীদাস বড় ঠাকুর কার্ত্তিক রায়ের সহিত কাবারিখোলায় বিপক্ষ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহাদের বিক্রম ও বেগ সহিতে না পারিয়া ইস্‌মাইল খাঁর পক্ষ ছত্রভঙ্গ হইয়া বাত্যাতাড়িত তরঙ্গের ন্যায় ছুটিতে লাগিল। অনুপায় দেখিয়া কুতব কতিপয় বিক্ষিপ্ত যোদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া অসীম সাহসে বিজয়োন্মত্ত সৈন্যকে আক্রমণ করিল। কিন্তু অচিরে বর্ষাফলকবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাজসৈন্যগণ পরাভূত পক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগেক বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

শত্রুদমনের পর ষড়যন্ত্রকারিগণের বিচার আরম্ভ হইল। সিন্দুরী ও শাখিনী পরগণার সাত জন 'প্রধান' বিদ্রোহে লিপ্ত। তন্মধ্যে কাশিম আলি ও নসির উল্লা অবস্থায় ও মানে সর্ব্বপ্রধান। নসির বিদ্রোহী দলে বাহ্যতঃ লিপ্ত রহিলেও কার্য্যকালে রাজা দেবীদাসের বিরুদ্ধাচরণ

করিবেন না মনস্থ করিয়াছিলেন। শুধু অনুরোধে পড়িয়া কলঙ্কের পসরা মাথায় লইতে হইয়াছিল।

প্রমাণপ্রয়োগে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের দোষ সাব্যস্ত হইল। সকলে বুঝিল, প্রাণদণ্ড ভিন্ন এ অপরাধের অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই।

নিশীথ কাল। কারাগারে ষড়যন্ত্রকারিগণ ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে আবদ্ধ। এমন সময় একজন মৌলভি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কাশিমের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চমকিত হইয়া কাশিম কহিলেন, "কে এ নিশীথে কারাগারে? জল্লাদ?"

আগন্তুক। বন্ধু মৌলভি।

ঠিক্ শুনিতে না পারিয়া কাশিম কহিলেন, "গুপ্তহত্যা করাই যখন স্থির তবে আর বিচারের প্রহসনে কি প্রয়োজন ছিল?"

আগন্তুক কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার আত্মার কল্যাণ কামনায় হিতৈষী মৌলভি তোমার সমক্ষে।"

কাশিম। তস্‌লিম জনাব, প্রত্যুষের আর বিলম্ব কত?

মৌলভি। দুই দণ্ড।

কাশিম। কাল প্রাতে বিচারফল ঘোষিত হইবে। কার্য্য সমাধায় তবে আর বিলম্ব নাই।

মৌলভি। তুমি কি বাঁচিতে চাও?

কাশিম। কেমন করিয়া?

মৌলভি। রাজার কাছে ক্ষমা চাহিয়া। বলিও, কুপরামর্শে কুকাজে মত্ত হইয়াছিলে।

কাশিম। সেকি, বলিব, আমার মতিভ্রংশ হইয়াছিল, আমি

অনুতপ্ত ? প্রাণের ভয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিব ? মৌলভি সাহেব, এ কক্ষে আপনার অধিক্ষণ অবস্থান নিষ্প্রয়োজন। কুত্তায় খায় সেও ভাল, সে দংশনও এ উপদেশের জ্বালা হইতে উত্তম।

ইহার পর মৌলভি নসিরের কক্ষে গিয়া বুঝিলেন, এ বিদ্রোহী অনুতপ্ত এবং সে অনুতাপ অন্তস্তল হইতে উদ্বেলিত।

নসির ভাবিতেছিলেন, "ইস্‌মাইল কে ? তাহার সহায়তার জন্য কাশিমের কথায় কেন এই বিদ্রোহে যোগ দিলাম ? যশঃ খ্যাতি মান সম্ভ্রম কেন খোয়াইলাম ? এ উন্মত্ত আত্মদ্রোহিতা কেন করিলাম ? মানুষের যাহা ভূষণ তাহাই হারাইলাম ! আমাদের প্রতি রাজা দেবী-দাসের পুত্রের ন্যায় স্নেহ। তাহার কি এই প্রতিদান ! মানুষ খল, কাল বিষধর হইতেও কাল। যাহার অমৃতে পুষ্ট তাহাকেই দংশন করে। আর যেন কেহ কাহাকে দয়ামায়া না করে, রাজা যেন প্রজারঞ্জক না হন, লৌহদণ্ডে শাসন করেন, নির্ম্মম অত্যাচারে সকলকে জর্জ্জরিত করেন।—শেষে জল্লাদের হাতে জীবন হারাইতে হইবে ? ইহাতে না আছে গৌরব, না আছে তৃপ্তি। তবে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বটে। মৃত্যু সুপ্তি, অনন্ত বিশ্রাম। জীবন জাগরণ, অনন্ত সংগ্রাম। তাই মাঝে মাঝে বাঁচিতে ইচ্ছা হয়। কর্ম্মময় জীবন ছাতকের জন্য উৎসর্গ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাসনা হয়। কিন্তু আর বাঁচিবার সাধ নাই। যে কালিমা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়াছি তাহা দরিয়ার জলে ধৌত হইবে না। আগন্তুককে দেখিয়া নসির বলিলেন, "আমি বাঁচিতে চাহি না। এস বন্ধু ! চরমদণ্ডে চিরশান্তি চাই।"

এইরূপে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গিয়া ষড়যন্ত্রকারিগণের মনোভাব

বুঝিয়া মৌলভি সাহেব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন প্রত্যুষ। নাপিত ভোলানাথ দাস তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমতঃ চিনিয়াও চিনিতে পারিল না। শেষে ঈষৎ রহস্য করিয়া কহিল, "কি মৌলভি সাহেব, আজ দাড়ি ছাঁটিতে আসিব কি ?"

মৌলভি। তেমন প্রয়োজন হইবে না, ভোলা দা! বিশেষ, তুমি যখন রাজ ক্ষৌরকার।

দাড়ি গোঁফ টুপী খুলিয়া ফেলিয়া মৌলভি সাহেব মাধব দত্তে পরিণত হইলেন। ভোলানাথ কহিল, "যদি কেহ রাজার নিমক হালালি করে সে যেন তোমারই মত হয়!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

প্রভাত কাল। উষার কপালে অরুণের টিপ্, মুখে মৃদু হাসি। তরুশিরে কিরণের হিরণমুকুট। বিহগবিহগীকণ্ঠে মধুর প্রভাতী বন্দনাগীতি। আত্রেয়ী শীকরবাহী সমীরণ কুসুমের সুরভি লইয়া চারিদিকে ছড়াইতেছিল।

ছাতকের উত্তরে ও পূর্ব্বে গর্জ্জনা, দক্ষিণে আত্রেয়ী, পশ্চিমে কাকনদী। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতিরচিত পরিখা।

বালারুণরাগে রাজপুরী রঞ্জিত ও রমণীয়। তাহার শিরোভূষণ, ধ্বজপতাকা, মন্দ মন্দ সমীরণে পত পত শব্দে উড়িতেছে। তোরণ স্তম্ভদ্বয়ে বিকচ কুসুমের বিচিত্র মালা, পুরোভাগে মঙ্গল ঘট। দ্বারের উভয় পার্শ্বে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দ্বারপালগণ। তাহাদের অসিফলক উজ্জ্বল রবিকরসম্পাতে ঝলসিত। তোরণের উপর হইতে সানাইএর সুললিত স্বরলহরী শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিতেছে। কি মধুর ভৈরবীর আলাপ!

রাজা দেবীদাস চন্দ্রাতপতলে সিংহাসনোপবিষ্ট। তাঁহার শিরে মুকুট, কোষে তরবারি, অঙ্গে রত্নময় ভূষণ। মস্তকোপরি মণিময় শ্বেতছত্র। পুরোভাগে অমাত্যবৃন্দ ও সভাসদগণ। বিচার সভার একপার্শ্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীবর্গ। বৈতালিকগণ মঙ্গলগীতিগানে ব্যাপৃত। আজ বয়োবৃদ্ধ দেবীদাস স্বয়ং বিচার ফল ব্যক্ত করিতেছেন। কাশিম

স্থিরচিত্তে প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিল। তাহার আনত দৃষ্টি ভূমিসন্নদ্ধ হইয়া রহিল। আর আর বিদ্রোহীও তাহাদের কৃতাপরাধের ফল জানিল। তাহারা কেবল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। অবশেষে নসিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেবীদাস কহিলেন, "নসির, তোমার অপরাধও গুরুতর। তুমি বড় বিশ্বাসী, বড় প্রতিশোধ লইয়াছ, অগাধ বিশ্বাসের বিনিময়ে ইহাদেরই মত প্রধান বিশ্বাসঘাতক হইয়াছ। তবে তোমার চক্রান্ত আমার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রযুক্ত হইবার প্রমাণ নাই। তাই তোমায় মুক্তি দিলাম। ভরসা করি, ভবিষ্যতে আর কখন আমার স্নেহের এরূপ প্রতিদান পাইব না।"

নসির। (জানু পাতিয়া) মহারাজ!—দেবতা!—এত দয়া আমার অসহ্য। আমায় হত্যার আদেশ দিন।—

রাজা। সান্ত্রিগণ, বন্দীর বন্ধন উন্মোচন কর।

নসির উল্লা অবনত মস্তকে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেবীদাসের মহত্ত্বে মুগ্ধ, আত্মাপরাধজনিত অনুশোচনায় ক্লিষ্ট, ন্যায়দণ্ড লাভের জন্য লালায়িত। তজ্জন্য করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ! প্রজার পিতা আপনি। পিতার ন্যায় বিচার করিয়াছেন। কিন্তু আমি নিজেকে অপরাধমুক্ত মনে করিতে পারিতেছি না। আমার প্রতি ন্যায়বিচার করুন, প্রভু!"

রাজা। তোমরা আমারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষাকল্পে যতটুকু ছেদন আবশ্যক তাহাই করিব। কিন্তু যেখানে ব্রণ বিস্ফোটকে পরিণত হয় নাই সেখানে অস্ত্র প্রয়োগ করিব কেন? নসির, আমি জানি তুমি অনুতপ্ত। ক্ষণিকের জন্য পথহারা হইয়াছিলে, আবার

ঠিক্ পথে ফিরিয়া আসিয়াছ। উহাই আমার লাভ। তবে তোমার পূর্ব্ব পদের উপযুক্ত সম্মান ও শস্ত্রাদি হারাইয়াছ। এখন হইতে সামান্য সেনানীর কার্য্য করিতে পার।

নসির। সেই আজ্ঞা দিন। তাহাতেও সুখী হইব। আদেশ মাত্র গোলার মুখে প্রাণ দিব।

দেবীদাস। তাহাই হউক।

এই নসির পরে আপনার দক্ষতা ও প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। দেবীদাস কিরূপে বিদ্রোহীরও শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়া স্বরাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেন ইহা তাহারই অন্যতম নিদর্শন। এমন ভাবে কজনা শক্তি সংযমিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে?

শাসকের শস্ত্র সহানুভূতি। কঠোরতা দুর্ব্বলতা। উন্মত্ত দণ্ডপ্রিয়তা মুমূর্ষুর লক্ষণ।

দেবীদাস সহজে কাহারও প্রাণদণ্ড বিধান করিতেন না। শান্তির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও উহা প্রয়োগের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ ভিন্ন দণ্ড দানের বিষয় চিন্তা করিতেন। তিনি জানিতেন, অসংযত চরম শক্তি প্রয়োগ কেবল নৃশংসতা ও বর্ব্বরতা।

বিচারাসনে দেবীদাস মাধব দত্তের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মাধব, তুমি পুত্রতুল্য স্নেহাস্পদ। তোমার দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপে তালুক কল্যাণপুর তোমায় জায়গীর দিলাম। আর এই তরবারি উপহার লও।"

নতজানু হইয়া মাধব দত্ত সেই তরবারি গ্রহণ করিলেন ও উহার

অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষের শোণিত নির্গত করিয়া সেই তপ্তরুধিররাগরঞ্জিত অসি স্পর্শে কহিলেন, "মহারাজ, মরণান্ত পর্য্যন্ত আমার শেষ রক্তবিন্দু যেন আপনার সেবায় উৎসর্গ করিতে পারি। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার স্নেহের উপযুক্ত না হইলে যেন জীবিত না রহি।"

চারিদিকে রাজার জয়ধ্বনি ও মাধবের সুখ্যাতি ঘোষিত হইল। উত্তেজনা সর্ব্বতোমুখী। মহত্ত্ব সংক্রামক। সেদিন সভাভঙ্গের পর সকলেই মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। মনের উপর মনের প্রভাব তড়িৎশক্তিবিশিষ্ট।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দেবতার রোষ।

যুবতীর শত্রু রূপ। উমা রূপসী ও অসহায়া বলিয়া গ্রামের কোন এক নিকট আত্মীয় যুবকের লোলুপ দৃষ্টির বিষয়ীভূতা হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আদর্শ হিন্দুরমণী। তাঁহার নিকট পাপিষ্ঠের আশার সুসার হওয়া সুদূরপরাহত। এ ললনা কলে, কৌশলে বা প্রলোভনে মুগ্ধা হইবেন না বুঝিতে পারিয়া যুবক অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

একদিন সুযোগও ঘটিল।

অমানিশি। আকাশে ঘন ঘটা। চতুর্দ্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে দামিনীর স্ফুরণে সে অন্ধকার আরও বাড়িতেছে। দুই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তবু আকাশ মেঘে ভরা।

গোবিন্দপুরে একজন ধনীর বাটীতে ডাকাইতি হইয়াছে। উমা কর্ত্তৃক উপেক্ষিত যুবক দস্যুসর্দ্দারকে সংবাদ দিল, "সান্যাল বাটীতে কিছু গুপ্তধন আছে। পুরুষ অভিভাবক কেহ নাই।" এ সংবাদ ঈপ্সিত কার্য্য উৎপন্ন করিল। যুবকের উদ্দেশ্য ছিল, উমার মনে আতঙ্ক জন্মাইয়া দেওয়া। ওভাবে নিঃসহায়া অবস্থায় থাকা অসম্ভব। তিনি ভাবিয়াছিলেন বিপন্না উমা ক্রমে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে এবং একবার করতলগত হইলে ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে কতক্ষণ?

দস্যুগণ নারায়ণীর বাটী আক্রমণ করিল। আকাশে জলদমালা ভীষণ গর্জ্জিয়া উঠিল। উহা মেঘমন্দ্র না ভৈরবের হুঙ্কার ?

বলা বাহুল্য, সাণ্ডাল বাটীতে দস্যুরা কিছু পাইল না। উমা আত্মরক্ষা করে ধানের গোলায় লুকাইয়া ছিলেন। কিন্তু দলপতির সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইতে পারেন নাই। দুর্ব্বৃত্ত বলপ্রয়োগে তাঁহাকে অঙ্গিনায় টানিয়া আনিল এবং রূঢ় স্বরে কহিল, "গহনাগাটি ও টাকা কড়ি কি আছে শীঘ্র বাহির করিয়া দে।" এমন সময়ে মশালের আলো উমার মুখের উপর পড়িল। সেই আলোকে যুবতীর চকিতহরিণীর ন্যায় দৃষ্টি ও ভীতিবিহ্বল মুখচ্ছবি এক অপূর্ব্ব শোভা বিকীর্ণ করিল। সে রূপচ্ছটায় দস্যুহৃদয় উদ্ভাসিত হইল। তাহার নয়নমন ঝলসিয়া গেল, কঠোর দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও কর্কশ ভাষা কোমল হইল, পাষাণহৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অমৃতধারায় সিক্ত হইল। সে উমাকে মধুর স্বরে আহ্বান করিয়া কহিল, "সুন্দরি, আমার সঙ্গে এস।"

উমা অঞ্চল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে দস্যুর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। দস্যু কহিল, "কেবল উহা দিলে চলিবে না। তোমার অনেক ধন আছে।"

উমা। আমার কিছুই নাই। বিশ্বাস করিবে না, তাই চাবি দিয়াছি। যদি কিছু লইয়া যাও।

সর্দ্দার। তোমার যে ধন আছে কুবেরের ভাণ্ডারে তাহা নাই। এমন যাহার রূপ সে কাঙ্গাল কিসে ?

নিরক্ষর সর্দ্দারের আজ কথা ফুটিয়াছে। কন্দর্পের সম্মোহনশক্তি আর কাহাকে বলে ? কিন্তু উমা নীরব।

দস্যুদলপতি সঙ্গিগণকে কহিলেন, "তোমরা বাহিরে অপেক্ষা কর। আমি পরে আসিতেছি।" সহচরেরা চলিয়া গেলে সর্দ্দার উমার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কহিল, "লজ্জায় কি কাজ, বিবিজান?"

উমার মুখ হইতে কেবল একটি কথা নির্গত হইল,—"পাপিষ্ঠ!" তখন অন্তঃপুরের একটি গৃহ হইতে শর্ব্বাণীর রোদনধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

সর্দ্দার উমাকে কহিল, "রাগ করিও না, সুন্দরি! আমি চিরকাল শুধু মেকি লুঠিয়াছি, এবার খাঁটি সোনার সন্ধান পাইয়াছি। স্থির জানিও, এ ধন না লইয়া আমি গৃহে ফিরিব না।"

"হা ভগবান!" বলিয়া উমা অন্তরে অন্তরে অন্তর্যামীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। দস্যু কহিল, "মিছা পরিতাপ করিতেছ, বিবিজান! সর্দ্দার মবারক তোমার সম্মুখে। কি লোক বল, কি ধন বল, আমার কিছুরই অভাব নাই। তোমায় বেগমের হালে রাখিব। বড় খপ্‌সুরৎ তুমি। তোমায় নিকা করিয়া মনের সাধ মিটাইব।"

উমা। আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। তোমার কথা শুনিলেও পাপ।—যাইবে না? তবে আমিই চলিলাম।

ইহা বলিয়া উমা সেই স্থান পরিত্যাগে উদ্যত হইলে সর্দ্দার মবারক তাঁহার গতিরোধ করিয়া কহিল, "কোথায় যাইবে, পিয়ারি? তুমি অসহায়া! এতগুলি লোকের হাত হইতে একজন রমণী পলাইবে?"

উমা। ধরিয়া লইবে? কিন্তু জানিও ইহা কালভুজঙ্গিনী। সুযোগ পাইলেই দংশন করিবে। তোমার শত সহচরও তখন তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না।

মবারক। সাবাস্ সুন্দরি ! সর্দ্দারের উপযুক্ত বিবি তুমি। তোমায় কখনও ছাড়া হইবে না। চল, সঙ্গে চল।

দলপতি উমার হাত ধরিতে গেলেন। যুবতী সরিয়া গিয়া কহিলেন, "থাম ! থাম !"

আকাশে বিদ্যুৎ চমকিল। মেঘমালা কড় কড় শব্দে ধরণী বিকম্পিত করিল। প্রকৃতির কি জনসন্ত্রাসী লীলা!

কি ভাবিয়া উমা ঈষৎ হাসিয়া উঠিলেন !

আনন্দে লম্ফ দিয়া দস্যু উমার নিকটবর্ত্তী হইল ও উল্লাসে জাফরাণ-রঞ্জিত বিশাল শ্মশ্রু আন্দোলিত করিয়া কহিল, "তবে এস পিয়ারি, তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া নবজীবন লাভ করি। তোমার জন্য কাফের হইব, পৌত্তলিক হইব। তুমি আমার ঘরের আসবাব প্রাণের পিয়ারী, আশমানের চাঁদ হইবে। তোমার রূপের রোসণি আমার গরীবখানা আলো করিয়া রহিবে।"

যে মন্ত্রবলে মূকের বাক্যস্ফূরণ হয়, আজ সেই শক্তিতে দস্যু মবারকের মুখেও প্রেমের ভাষা ফুটিয়াছে।

উমা কহিলেন, "খাঁ সাহেব, দেখিতেছি তুমি আমায় সঙ্গে না লইয়া ছাড়িবে না। আমি অসহায়া স্ত্রীলোক। তোমাদের মত বীরের সঙ্গে কেমন করিয়া আঁটিয়া উঠিব ? কিন্তু আজ আমায় ছাড়িয়া দাও। মনকে বুঝাইতে একটু সময় দাও। এত তাড়াতাড়ি কি কিছু হয় ? এখনকার মত কথাবার্ত্তা হইয়া রহিল। ইহার পর একদিন আসিয়া লইয়া যাইও।

মবারক। আমায় নিতান্ত বেয়াকুব মনে করিও না, বিবিজান ! হাতে শিকার পাইয়া নিতান্ত নির্ব্বোধও কখন ছাড়ে না।

উমা। এই তোমার ভালবাসা? এতটুকু বিশ্বাসও যদি করিতে না পার, তবে নিকা নাই করিলে।

মবারক। ভালবাসি বলিয়াই তো ছাড়িয়া যাইতে চাহি না। আজ তুমি আমার। কাল কাহার হাতে পড়িবে কে জানে? কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইব?

উমা। আমি পলাইয়া যাইব কোথায়? তোমার অনুচর অনেক। আমায় খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না।

মবারক। মিছা সে কষ্টই বা লই কেন? চল, বিবি, চল!

উমা। যদি না যাই?

মবারক। সহজে না যাও ত জোর করিয়া লইয়া যাইব। এখনও বল, সুন্দরি! মিষ্ট কথায় যদি না যাও, শেষে তোমায় কষ্ট দিয়াও লইয়া যাইতে হইবে। সর্দ্দার মবারক নিরাশ হইয়া ফিরিতে জানে না।

আকাশে আবার মেঘগর্জ্জন হইল।

বিপন্না উমা কহিলেন, "এই তোমার ভালবাসার প্রথম উদাহরণ? নিকা হইলে বুঝি আরো সুখী করিবে?"

দলপতি জানু পাতিয়া কহিল, "বান্দার গোস্তাকি মাফ্ কর, সুন্দরি! আমাদের ভাষা এমনই হইয়া থাকে। সেজন্য কিছু মনে করিও না। মিনতি করিয়া কহিতেছি, আমার সঙ্গে চল।"

পাপিষ্ঠ সর্দ্দারকে নিহত করিবার এই সুযোগ উমা সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বিদ্যুৎবেগে দস্যুদলপতির পার্শ্বদেশ হইতে ভোজালি কাড়িয়া লইলেন। মবারক লম্ফ দিয়া উঠিয়া রমণীর হস্ত হইতে সতেজে সেই শাণিত অস্ত্র উদ্ধার করিল। উমা তাহার বেগ সহিতে

না পারিয়া "হা ভৈরব!" বলিতে বলিতে ভূপতিতা হইলেন। দস্যুদলপতি আপনার ছুরিকা উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সরোষে গর্জ্জন করিতে লাগিল। নিশীথের ঘনান্ধকারে উহা ঝক্ ঝক্ করিয়া ঝলসিতেছিল! সহসা কৃষ্ণ জলদের অন্তরাল হইতে সৌদামিনীও ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কড় কড় শব্দে মেঘগুলি গর্জ্জিতে লাগিল। দেখিতে না দেখিতে বজ্রাঘাতে দুর্ব্বৃত্ত সর্দ্দার শবে পরিণত হইল। উহা বিদ্যুৎবহ্নি না দেবতার রোষ? উমা শুধু মূর্চ্ছিতা হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কোথায় চলিলাম ?

বিদ্যুৎপতনের অব্যবহিত পরে মবারকের সহচরগণ অন্তর্ব্বাটীতে প্রবেশ করিয়া সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিল। তাহাদের কয়েকজন সর্দ্দারকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

একজন দস্যু অপরকে কহিল, "দেখ্, এ আওরৎটা বেশ খপ্সুরৎ। তাই সর্দ্দারের মনে ধরিয়াছিল। বোধ হইতেছে, বিবি এখনও বাঁচিয়া আছে। দেখি গে চল্।"

দ্বিতীয় দস্যু। কেন নিকা করিবার সাধ হইয়াছে বুঝি ?

প্রথম দস্যু। আরে, আমার বিবি কি বুড়ী যে আর একটা হেঁদু জরুর জরুরী আছে ?

দ্বিতীয় দস্যু। তা নয় রে। শুনেছি, ছেলেপেলের যত্নের জন্য একটা হেঁদু বিবি, গৃহস্থালীর জন্য একটা খোরাসানি বিবি, কথাবার্ত্তার জন্য একটা পারস্য বিবি, আর চাবকাইবার জন্য একটা তুর্কিস্থানের বিবি এই চারিটা বিবি রাখা দরকার। বিশেষ চারিটা সাদিতে তো আমাদের মানা নাই।

প্রথম দস্যু। শেষেরটিকে চাবকাইবে কেন ?

দ্বিতীয় দস্যু। ওতে আর তিনটি ভয়ে মুঠার ভিতর থাকিবে।

প্রথম দস্যু। বড় মজার কথা। যাক্ আমার কোন হেঁহু বিবির দরকার নাই। ইচ্ছা করিয়াছি, জমিদারকে এটা ভেট দিব। কি বলিস্?

দ্বিতীয় দস্যু। বেশ কথা। এবার দেখিতেছি, তোর নসিব বড় ভাল।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দস্যুদ্বয় উমার মুখে চোখে জল ছিটাইয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিল। তৎপর তাহারা হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল। শর্ব্বাণীর রোদনে দৃক্পাত করিবে কে? বাটীর ভৃত্য লাঠির আঘাতে পূর্ব্ব হইতেই মৃতবৎ পড়িয়াছিল।

সংজ্ঞালাভান্তে উমা আপনার দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিলেন ও সেই অবস্থায় দস্যুদ্বয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

প্রথম দস্যু। ভাই, বড় দুঃখ হয় সর্দ্দারের নসিবে এ আওরৎ হইতে সুখ লেখা ছিল না।

দ্বিতীয় দস্যু। সর্দ্দারের জন্য কষ্ট হয়। বাবা, কেমন মৃত্যু! ঠিক্ কাঠের মত দাঁড়িয়ে, হাতে ভোজালি। বিবিটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিবার ইচ্ছা বোধ হয় ছিল। বেঁচে আছে কি বেঁহুস্ আছে ঠাওরাতে না পেরে যেই গায়ে হাত দিয়েছি অমনি সর্দ্দার একটা পুতুলের মত ধড়াস্ করে' পড়ে গেল। উঃ, কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!!

প্রথম দস্যু। তা আর বলিতে? সর্দ্দার কুতবের পর সর্দ্দার মবারক তেমন উপযুক্ত না হ'লেও লোকটা ছিল ভাল। ধুম ধামের সহিত গোর দিতে হইবে।

দ্বিতীয় দস্যু। এই মাগীটার জন্য সর্দ্দারের জান্ গেল। ইচ্ছা ছিল,

একেও সর্দ্দারের সঙ্গে জ্যান্ত গোর দি। তা, তুই বল্‌ছিলি এটা জমিদারকে ভেট দিবি। তাই ছেড়ে দিতে হ'ল।

প্রথম দস্যু। আচ্ছা, সত্যি বল্ দেখি, আমাদের বিবি সাহেবার চেয়ে এ আওরৎ খপ্‌সুরৎ নয় কি?

দ্বিতীয় দস্যু। একশো বার। ইহাকে পাইলে কি আর আমীনা বিবির জারিজুরি খাটিবে? বাপ্‌রে, বিবিজানের মেজাজখানা কি! একেবারে যেন দুপুর রোদের ঝাঁজ—হরদম গরম। বিবিয়ানাই বা কত! যেন বাদশাজাদি। এবার দেখা যাবে, তপ্ত কড়ায় কৈ মাছের মত প্রাণটা কেমন ধড়ফড় করে। বেশ, বেশ, ভেট দেওয়ার ফন্দিটা করেছিস্ বেশ। আমাদের বিবিজান তো লবেজান হবে। আর কিছু হোক্ না হোক্।

প্রথম দস্যু। কেমন, পছন্দটা নিতান্ত মন্দ নয়। দেখেই বুঝেছি, এটা একটা পরী, আসমানের চাঁদ,—অমনি কি সুন্দর!

দ্বিতীয় দস্যু। আর, সাজলে পরে কি রক্ষা আছে? খাঁ সাহেবের মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরে যাবে।

প্রথম দস্যু। শোন্ ভাই, এবার মনের কথা কই। একে দেখে আমার পরাণটাও কেমন দপ্ দপ্ করে উঠেছিল। কিন্তু বুঝ্‌লি কিনা, আমরা হলেম দুঃখী লোক। সখ্ মেটানো সাজে না।

দ্বিতীয় দস্যু। তা কি আর প্রথমেই বুঝিতে পারি নি? কি কর্‌বি ভাই? কর্‌তে হ'বে লড়াই। দুটা চাঁদির জন্য কথায় কথায় দিতে হবে জান্। বিবিজান নিয়ে আরাম করিবার আমাদের অবসর কোথায়?

প্রথম দস্যু। ঠিক্ বলেছিস্। নইলে কি এ শিকারটা জমিদারকে

দি ? ভাবিলাম, তাঁর মেজাজটা মাধব দত্তের বিবি তারাকে না পেয়ে অবধি খারাপ হয়ে আছে। তায় সর্দ্দার কুতবের শোক। এসব ভুলিবার উপায় তো একটা করিতে হবে। বিশেষ, যেদিন আমাদের হাত থেকে কার্ত্তিক রায় কনেৌ তারাকে ছাড়িয়ে নিলে, সেদিন থেকে মনে মনে ইচ্ছা ছিল ঐ বিবির বদলে তেমনি আর একটি হুজুরে হাজির না ক'রিয়া ছাড়িব না। আজ ভাই, সেই সুযোগ ঘটিয়াছে।

দস্যুদ্বয়ের কথা শুনিয়া উমার মন এক নূতন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "কোথায় চলিলাম ? এক পিশাচের হাত হইতে দৈববলে রক্ষা পাইয়াছি। আবার এক নূতন বিপদের মুখে পড়িলাম। হে ভৈরব, হে বিপদভঞ্জন, মধুসূদন, অবলা অনাথিনীকে আর কত কঠোর পরীক্ষায় ফেলিবে নাথ ? আর যে প্রাণে সহেনা প্রভু ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, শঙ্কট দূর কর !

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ?

দস্যুগণ উমাকে লইয়া ক্রমে একটি বৃহৎ বাটীর সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। হুঙ্কার দিয়া তাহারা উহার সিংহদ্বার অতিক্রম করিল ও পৃষ্ঠপোষক জমিদারের বাটীর হাতায় উপস্থিত হইল। অভাগিনী উমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

এ পাপিষ্ঠ যে সহজে কোন অসহায়া যুবতীকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিবে সে আশা বৃথা। এত ধনবল, এত লোকবল যাহার, এমন দুর্দ্দমনীয় পাপপ্রবৃত্তি যাহার, সে কি করায়ত্ত শিকার ত্যাগ করিবে? পাষণ্ড যে তাহার লালসাপূর্ণ করিবার জন্য কোনরূপ দ্বিধা বা শঙ্কা করিবে না তাহা সুনিশ্চিত। তবে এ বিপদে আর উপায় কি, হরি? ঐ যে কাহার সম্মুখে দস্যুগণ অগ্রসর হইতেছে ও সসম্ভ্রমে তাহাকে তস্‌লিম করিতেছে !!

উমা কিয়দ্দূরে বন্দিনী। লজ্জায় রোষে ও ভয়ে মুখ তুলিতে পারিতেছেন না। অথচ আলুলায়িতকুন্তলা যুবতীর নেত্রযুগল ক্রোধে অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছিল। তাঁহার সতীত্বতেজোমণ্ডিত দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া অতি বড় পাষণ্ডেরও হৃদয় সম্ভ্রমে অবনত হইতেছিল !

জমিদার দলের ভিতর একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আজিকার সংবাদ কি?"

দস্যু। লাভ বিশেষ কিছু হয় নাই। কেবল সর্দ্দা কে হারাইলাম।

জমি। সেকি? সর্দ্দার মবারক আর নাই?

দস্যু। সত্য জনাব! বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ঐ যে তাঁহা শব!

জমি। হায় কুতব! তোমার পর মবারকও চলিল। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। এবার বাঁ হাতখানাও গেল। সব নসিব!

দস্যু। হুজুর আমরা দক্ষ নেতা হারাইলাম।

জমি। আমি বিশ্বস্ত বন্ধুহারা হইলাম। আল্লার মর্‌জি!

এমন সময়ে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রথম দস্যু পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিল, "বড় দুর্ভাগ্য হুজুর! কিন্তু এমন বিপদের পরেও কিছু লাভ হইয়াছে। আমরা যখন একটা বাড়ীতে ডাকাইতি করিতে গিয়া কিছু না পাইয়া বাহিরে বসিয়া আছি তার কিছু পর সেই বাড়ীর ভিতর কড় কড় শব্দে বাজ পড়িল! ছুটিয়া গিয়া দেখি, সর্দ্দার মবারক শক্ত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া; আর, তার সম্মুখে একটা আওরৎ মাটির উপর বেহুঁস্ পড়িয়া। আহা কি রূপ! মনে হইল বুঝি বেহিস্তের পরী চারিদিক্ আলো করিয়া আছে। সেটা প্রায় মরিয়াই গিয়াছিল। খোদার মেহেরবাণী। কিছু জল ছিটাইতে ছিটাইতে সে বাঁচিয়া উঠিল। হুজুরের জন্য তাকে সঙ্গে আনিয়াছি। হুকুম হইলে এখানে লইয়া আসিতে পারি।"

জমি। মন্দের ভাল। দেখি, কেমন আওরৎ?

উমা সেই স্থানে আনীতা হইলে দস্যুপালক কহিলেন, "উহার বন্ধন খুলিয়া দাও!

বন্ধনমুক্তা রমণী লজ্জায় মুখ নত করিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া জমিদার কহিলেন, "বিবিজান, একবার মুখ খোল দেখি। না কি আমিই সে কষ্ট স্বীকারের সুখভোগ করিব ?" দুর্বৃত্তের কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত। কে এ পাপিষ্ঠ নরাধম ?

পরিচয় লাভে কাল বিলম্ব হইল না। পাষণ্ড যেই উমার অবগুণ্ঠন উন্মোচনের প্রয়াস করিল অমনি সতী বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া উঠিলেন, "সাবধান, দুরাচার !"

মুখ তুলিয়া উমা দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই বিধর্ম্মী স্বামী মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁ। এই স্বামী ! এই অধার্ম্মিক নিষ্ঠুর তাঁহার হৃদয় সর্ব্বস্ব ! অভাগিনীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

এতদূর অধঃপতন!

দস্যুগণ ইস্মাইলের অনুচর। তাঁহারই জন্য অর্থলুণ্ঠন ও নারী-নিগ্রহ! তাঁহারই সহায়তায়, তাঁহারই পোষকতায় এই নির্ম্মম অত্যাচার ও নিষ্ঠুর অপমান? উমা ক্রোধে আত্মসম্বরণ করিতে পরিতেছিলেন না।

এদিকে ইস্মাইল খাঁ ঐরূপে উমাকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পুরোবর্ত্তী দস্যুকে কহিলেন, "ইহাকে কেন আনিলে?"

দস্যু। আপনারই সেবার জন্য, জনাব।

ইস্মাইল। বড় ভুল করিয়াছ।

দস্যু। হাতে পাইয়া না আনা অন্যায়। হুজুরের জন্য আনিয়াছি, ইহাতে আর অন্যায় কি? এমন ত বহুবার করিয়াছি।

ইস্মাইল। থাম, থাম! দোষ তোমার নয়। উদ্দেশ্য ভাল ছিল, কিন্তু—

ইস্মাইলকে স্পন্দিতহৃদয় ও বিবর্ণমুখ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেছিল, এ রমণী কে?

ইহা বুঝিতে পারিয়া ইস্মাইল খাঁ তাহাদের চিন্তাস্রোত অন্য পথে চালিত করিবার জন্য কহিলেন, "রহিম, আজ হইতে তুমি সর্দ্দারের স্থান পূরণ করিবে। এখন সকলে বিশ্রাম কর। প্রত্যূষে কাবারি-

খোলা অভিমুখে রওনা হইতে হইবে। সেখানে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে। কেমন সকলে প্রস্তুত আছ ?”

সোৎসাহে দস্যুগণ কহিল, “নিশ্চয়। আমরা নিমকের নফর। হুকুম তামিল করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।”

ইস্‌মাইল। তবে যাও, রহিম ! ইহাদের ভার তোমার উপর রহিল। যে কার্ত্তিক রায়ের মুণ্ড আনিতে পারিবে সে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।

ইস্‌মাইল। আপাততঃ তোমাদের কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ এই সামান্য অর্থ লও।

খাঁ-জি মুক্তহস্তে লুণ্ঠিত ধন বিতরণ করিলেন। দস্যুগণ মহানন্দে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। যে উমাকে আনিবার প্রধান উদ্যোগী সেই শুধু আদেশক্রমে তথায় রহিল।

উমা নির্ব্বাক্। দস্যুদিগের পৃষ্ঠপোষক তাঁহার শ্রীধর ? এতদূর পদস্খলন ? এতদূর অধঃপতন ? ইহার পরিণাম কোথায় ?

উমার সংজ্ঞা আছে, কিন্তু উহা যেন থাকিয়াও নাই। লাঞ্ছনায়, অপমানে, পতির আচরণে, অধঃপতনে, ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভ, রোষ, বিস্ময় ও বিষাদের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইতেছিল না। কি ভয়ঙ্কর, যাহার উপভোগের নিমিত্ত দস্যুরা তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছে সে পিশাচ তাঁহারই দেবতা শ্রীধর !

ইস্‌মাইল যখন কহিলেন, “তোমার প্রতি ইহারা বড় নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে। সে জন্য আমি দুঃখিত” তখন উমা সরোষে কহিলেন, “তুমি এত নিষ্ঠুর, এত নির্ম্মম ? এমন যে হবে তা তো কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। উঃ ! তুমি কি আমায় শেষে পাগল করিবে ? হা হরি, হা দয়াময় !”

ইস্মাইল। যা হইবার তা হইয়াছে, এখনই বাহকেরা তোমায় আবার গোবিন্দপুরে রাখিয়া আসিবে

উমা। অপমান করিয়া দূর করিবে? সেখানে মুখ দেখাইবার কোন পথ রাখিয়াছ কি? আমি কোথায় যাইব, কি করিব?

ইস্মাইল। তোমায় যে নির্য্যাতন সহিতে হইয়াছে সেজন্য আমি দুঃখিত। নানা কারণে আপাততঃ তোমার এখানে থাকা হইবে না। সুবিধা মত পরে আনিব।

উমা। আবার ছলনা, আবার চাতুরী? লাঞ্ছনার পর এ বিড়ম্বনা বাকি ছিল। তাহা অপূর্ণ থাকে কেন?—স্ত্রী আমি? সহধর্ম্মিণী আমি? আমাকে ক্ষণিকের ভোগের বস্তু ভাবিয়াছ! উঃ, এ যন্ত্রণা আর সহেনা!

ইস্মাইল। সকল কথা তোমায় বুঝাইবার উপায় নাই, দরকার নাই। এইটুকু জানিয়া রাখ, এখানে তোমাকে রাখা অসম্ভব। সুসময় হইলে আবার মিলন হইবে।

উমা। মিলন? এ জগতে নয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মঠে।

উমা গোবিন্দপুরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা রটাইতে লাগিল। একদিকে পতির সম্বন্ধে দারুণ দুশ্চিন্তা, অপরদিকে কুলোকের কুকথা,—আবহমানকাল যাহা চলিয়া আসিতেছে, যাহাতে পণ্ডিত, মূর্খ, জ্ঞানী, অজ্ঞান সকলেরই প্রবল অনুরাগ সেই পরকুৎসাকীর্ত্তনকণ্ডূতির নগ্নবিকাশ উমাকে অধীর করিয়া তুলিল। এদিকে তাঁহার গুরু দয়ানন্দ স্বামীর মঠে যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। গোবিন্দপুরে বাস দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে উমা গুরুর আদেশমত শিষ্য শিবানন্দের সহিত সঙ্গোপনে তলটের মঠে আশ্রয় লইলেন।

মঠে গিয়া তিনি জপতপ প্রভৃতি নিত্য ক্রিয়াদিতে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত দুরন্ত অশ্বের মত অন্য পথে ধাবিত হইতে লাগিল। কোথায় পার্থিব বাসনাচিন্তা বিসর্জ্জনের নিত্য প্রয়াস আয়োজন, কোথায় আপনার অজ্ঞাতে আরাধনকালেও পূর্ব্বস্মৃতির উদ্বোধন! উমা শত চেষ্টায়ও বাঘিলপুরের কথা মানসপট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। পরসেবাব্রতে আপনা ভুলিয়া লিপ্ত হইয়াও নারীজীবনের নবারুণ ছবি, প্রথম প্রণয়োন্মেষের চিত্র বিস্মৃত হইতে

পারিলেন না। পতির চিন্তায়, পতির ধ্যানে সকল সঙ্কল্প, সকল সাধনা, সকল মন্ত্র, সকল আরাধনা ব্যর্থ হইতে লাগিল।

আর এ জীবনে দেখা হইবে কি? আর তাঁহাকে ফিরিয়া পাইব কি? নাই পাইলাম, অধঃপতনের পঙ্কিল পথ হইতে তাঁহাকে সুপথে লইতে পারিব কি? সয়তানের প্রলোভনে পড়িয়া তিনি সয়তানীর সেবা করিয়াছেন। সেও অভাগিনী। তাঁহার লালসাবহ্নিতে অনেকে পুড়িয়াছে, অনেকে পুড়িবে। ও হৃদয়ে আর প্রেমের স্থান নাই। যাক্, আমার জন্য দুঃখ নাই। যাঁহার জন্য আজিও সধবার চিহ্ন হাতে রহিয়াছে, সে সুখ, সে গৌরবই কি কপালে বেশী দিন আছে? চারিদিকে তাঁহার শত্রু সৃষ্টি হইতেছে। চারিদিক হইতে বিপদ তাঁহাকে বেড়িয়া ধরিতেছে। আমি নারী, অবলা, অসহায়া। কেমন করিয়া তাঁহাকে এ বিপদ হইতে, এ অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিব?—এইরূপ নানা চিন্তা উমার অবলম্বিত ব্রত উদ্‌যাপনের অন্তরায় হইল।

স্বামী দয়ানন্দ উমার চিত্তচাঞ্চল্য বুঝিতে না পারিয়াছিলেন এমন নয়। তবে ক্রমে উমার প্রাণমন মঠের কার্য্যে সম্পূর্ণ ন্যস্ত হইবে ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। দোষ তাঁহার নয়। গৃহীই নারীর হৃদয় বুঝিতে পারে না, তিনি তো ব্রহ্মচারী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুর্ভিক্ষ।

গত দুই বৎসর হইতে সিন্দুরী ও ছাতক পরগণায় এবং তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে শস্য ভালরূপ জন্মে নাই। এবারও আকাশের অবস্থা দেখিয়া লোকে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষেতের দিকে চাহিয়া চাষী তপ্তশ্বাস ফেলিতেছে। বারিধারা বর্ষণ দূরের কথা, বিন্দুমাত্র বৃষ্টি নাই। চারিদিকে অনাবাদি ক্ষেত্রসমূহ মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে। শস্যশ্যামলা ভূমি আজ শ্মশান। সেই শ্মশানে কঙ্কালসার নরনারী প্রেতের মত বিচরণ করিতেছে। উচ্ছিষ্ট শাক পাতা যে যাহা কিছু পাইতেছে, কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছে। কেহ তাহাও পাইতেছে না। আসবাবপত্র, বেশভূষা, জমি জমা, গো মহিষ বেচিয়া লোকে উদরের জ্বালা নিবারণ করিতেছে। সব নিঃশেষ হইলে ধরণীক্রোড়ে চিরনিদ্রামগ্ন হইয়া সকল জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিতেছে। এমন দুর্ভিক্ষ বহুকাল হয় নাই।

দেবীদাস তাঁহার অধীনস্থ প্রজাদিগের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য নিত্যোদ্যোগী ও অনলস। খাজানা মাপ করিয়া, ধানের গোলা খুলিয়া, সদাব্রতের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া তিনি এই করাল দৈত্যের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছেন। বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম সুখলালসা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। দেবীদাস স্বয়ং সকল অন্নসত্র ও সাহায্যভাণ্ডার

পরিদর্শন করিতেছেন। শীর্ণদেহ দীর্ণপ্রাণ কুটীরবাসিগণের গৃহে গৃহে স্নেহ অমৃত বিলাইতেছেন। এখন তিনি রাজা নহেন, শুধু দেবীদাস,—আভিজাত্য ও বর্ণাভিমানের বহু উচ্চে,—মানুষের দুঃখে ব্যথিত নরদেব। বার্দ্ধক্যে বিপুলশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তবু তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। ইহা দেখিয়া একদিন কার্ত্তিক পিতাকে কহিলেন, "বাবা, ইদানীং আপনার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমাদের বড় আশঙ্কা হয়। আমার ইচ্ছা, কিছুদিন আমার উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

দেবীদাস। আমার সহস্র সন্তান আজ নিরন্ন। তাহাদের প্রদত্ত রাজস্বে বহু পুরুষ হইতে আমরা সুখ ঐশ্বর্য্য, ধন রত্ন ভোগ করিয়া অসিতেছি। আর আজ এই দুর্দ্দিনে আমি নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিব? না কার্ত্তিক, জীবন থাকিতে নহে। মনে করিয়াছিলাম, তোমার উপর রাজ্যভার দিয়া জীবনের শেষ কাল ঈশ্বরারাধনায় কাটাইব,—দয়াময় আমাকে সে বিশ্রামসুখ দিলেন কৈ? এই দৈববিপদ্ নিবারণে তোমার উৎসাহ অনুরাগ আমাকে দ্বিগুণ বলে বলী করিয়াছে। কিন্তু যতদিন না প্রজারা দু'বেলা দু'মুঠা পেট ভরিয়া খাইতে পায় ততদিন আমার শান্তি নাই।

ইহার উপর কার্ত্তিক আর বেশী কিছু কহিতে সাহসী হইলেন না। দেবীদাস বলিতে লাগিলেন, "শুন কার্ত্তিক, আর এক কথা। নসির উল্লা এই বিপদের সময় মানুষের মত কাজ করিয়াছে। সে নিরন্নের অন্নসংস্থান করিতে গিয়া আপনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহাকে কিছু সাহায্য পাঠাইও।"

কার্ত্তিক। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। পিতা অপাত্রে করুণা প্রদর্শন করেন নাই।

দেবীদাস। আর দেখ, শুধু আমার পরগণায় নয়, উহার আশে পাশে কয়েক ক্রোশ ব্যাপিয়া এই কালশত্রু তাহার অধিকার বিস্তার করিয়াছে। স্বামী দয়ানন্দ তলটের মঠে একটা বিপুল অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে অনশনক্লিষ্টের অন্নের ও পীড়িতের শুশ্রূষার চমৎকার ব্যবস্থা হইয়াছে। সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মী নরনারী,—নয়নে স্বর্গীয় দীপ্তি, বদনে অপূর্ব্ব প্রভা,—মঠ আলো করিয়া আছেন। কি অলৌকিক দৃশ্য,—জগতের দুঃখে ব্যথিত শরীরী দেবদূতগণ যেন মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ! বলি নাই, কার্ত্তিক, বাঙ্গালী তুচ্ছ জাতি নহে, এ জাতির মজ্জায় মজ্জায় অনন্ত শক্তি ও অমরত্বের বীজ নিহিত? আর এক কথা। হিন্দু বল, মুসলমান বল, সবাই এক মায়ের সন্তান, সবাই বাঙ্গালী,—এ কথা ভুলিও না। ইহাই আমার রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র। তবে আর কেন?—কিছুদিন আনন্দ উৎসব স্থগিত থাক্, এস এই অবসরে আমাদের পূর্ণ কোষাগার হিন্দু মুসলমান সকল প্রজার দুঃখ দূরীকরণে উন্মুক্ত করিয়া ধন্য হই।

কার্ত্তিক। অবিলম্বে আদেশ পালন করিব।

দুর্ভিক্ষের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিয়া কিছু সুফল ফলিল। ক্রমে দেশের অবস্থা আশার সঞ্চার করিল। কিন্তু দেবীদাসের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও তাঁহার কোষ অর্থশূন্য হইল। পূর্ব্বে কালাপাহাড়ের আক্রমণ আশঙ্কায় সৈন্যসংগ্রহে ধনব্যয়। তার পরই দুর্ভিক্ষ। গৌড় বাদশাহের প্রাপ্য রাজস্ব বাকি পড়িয়া গেল।

তবু প্রজাদের যে প্রাণ বাঁচিল ইহাতেই দেবীদাস পরম পুলকিত। বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিপদভঞ্জনকে ভক্তিচন্দনে চর্চ্চিত কৃতজ্ঞতাতুলসী অর্পণ করিলেন। প্রজারা সেবার খুব ঘটা করিয়া বাসন্তী পূজার আয়োজন করিল। ধন ধান্যে সুখস্বাস্থ্যে, ভোগে আনন্দে, গীতিবাদ্যে ছাতক আবার হাসিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইন্ধনের আয়োজন।

ইস্‌মাইল দেবীদাসের পরগণার অবস্থা অবগত না ছিলেন এমন নয়। তিনি ইহাও জানিতেন, শত্রুর অসময় প্রতিপক্ষের সুসময়। বিশেষতঃ মাধব সস্ত্রীক কাবারিখোলায় বাস করিতেছেন। তাই পূর্ব্বের ন্যায় আরও দুই একবার সহসা ছাতকের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস চলিল। ইচ্ছা, প্রতিহিংসা ও তারাকে অপহরণ। কিন্তু বীরকেশরী নসিরের আক্রমণের বেগ সহিতে না পারিয়া খাঁ সাহেবের দলকে পুনরায় পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইল। পঙ্গপালের মত রাজসৈন্যগণ বাঘিলপুর ছাইয়া ফেলিল। কি স্থলে, কি গাজনার বিলে, সর্ব্বত্র ইস্‌মাইলকে পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত হইতে হইল। ক্রমে কোন স্থানে স্থিরভাবে বাস বিপজ্জনক হইয়া পড়িল। কোনরূপে দেবীদাস ও কার্ত্তিক রায়ের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে না পারিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে জ্বলিতে-ছিলেন। দক্ষ দস্যুসর্দ্দার বিয়োগ, পদে পদে পরাভব ও বিড়ম্বনা। অথচ, যে রূপসীর জন্য তিনি সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছেন তাঁহাকে এখনও পাইলেন না। উমাকেও পাইবার নহে। আমীনার সঙ্গ অসহ্য। ইস্‌মাইল অধঃপতনের চরম সীমায়, ইন্দ্রিয়লালসার বিষপঙ্কে আকণ্ঠ ডুবিবেন স্থির করিয়াছিলেন। উপযুক্ত সঙ্গীরা সেই বাসনানলে ক্রমাগত

ইন্ধন যোগাইতেছিল। তবু ইস্‌মাইল অতৃপ্ত। তাঁহার কামনার ধন তারা। যখন বলে তাহাকে পাইলেন না, তখন তিনি ছল কৌশলের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন।

দেবীদাস তিন বৎসর মালগুজারি দেন নাই। কালাপাহাড়ের বরেন্দ্র আক্রমণের জনরব শুনিবামাত্র বাদসাহী সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যোদ্ধ সংগ্রহ, দুর্গ প্রাকারাদির সংস্কার ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। গৌড়েশ্বর সুলেমান করাণীর দরবারে ইহা নিতান্ত সহজ অপরাধ নহে। কাশিম আলি প্রভৃতির প্রাণদণ্ডও কোন্ ভিন্নবর্ণে চিত্রিত করা না যাইতে পারে? উহা কাফের জমিদারের মুসলমান প্রজাপীড়নের নিদর্শন স্বরূপও উল্লেখযোগ্য। তবে কি এখন তাণ্ডায় গিয়া একটা বিরাট্ ষড়যন্ত্রের দুশ্ছেদ্য উর্ণনাভ রচনা করিব? হোসেন আলির সহায়তায় সাফল্যলাভ অসম্ভব নয়। তারপর দেবীদাস, কার্ত্তিক, তোমাদের সোনার রাজ্য, তোমাদের স্পর্দ্ধা কার পদতলে দলিত হইবে? চাই কি ছাতক একদিন,—আর এক কথা। আমীনার বড় দর্প তাহার ঐশ্বর্য্যে আমি ঐশ্বর্য্যান্বিত। তখন আমার বহুদিনের বাঞ্ছিতা তারাকে পাইব, আমীনা ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিতা হইয়া মনাগুনে পুড়িয়া মরিবে। এত সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে আছে কি?—দেখা যাক্।

ইস্‌মাইল মনে মনে হাসিলেন। পরে ভাবিলেন, যদি ব্যর্থকাম হই? হইলামই বা, ক্ষতি কি? জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ আলো ও ছায়ার মত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ইষ্টলাভ হোক্ না হোক্, অভীষ্টসাধনে বিরত রহিব কেন?

নানারূপ চিন্তার পর ইস্‌মাইল তাঁহার অবলম্বনীয় পথের একটা স্পষ্ট

মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া লইলেন। আমীনার নিকট প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে ক্রমে স্বীয় মতানুবর্ত্তিনী করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি বিবি সাহেবাকে বলিলেন, "প্রিয়ে, দেবীদাসের কি ভয়ানক স্পর্দ্ধা! তোমার বাঘিলপুরের বাটী জ্বালাইয়া দিয়াছে, সুন্দর সৌধগুলি ভূমিসাৎ করিয়াছে। তাহার অত্যাচারভয়ে কিনা বাদশাহসচিবের ভাগিনেয়ী বেগমকন্যা তোমাকে সঙ্গোপনে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইয়াছে! আমি জীবিত থাকিতে এ অপমান সহ্য করিতে পারিব না। যে এই সমুদায় দুর্গতির মূল তাহাকে যেরূপে হউক উচ্ছেদ করিতেই হইবে। যদি আল্লা দিন দেন, যদি তোমাকে ছাতক রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া সেই কাফের দেবীদাসের পত্নীকে তোমার বাঁদী করিতে পারি, তবেই আমি বাঘিলপুরে মুখ দেখাইব,—নহিলে দরবেশ হইয়া মক্কাসরিফে চলিয়া যাইব।"

আমীনা। সাধে কি আমার জীবনযৌবন অতুল সম্পত্তি তোমার চরণে ডালি দিয়াছি?

উচ্ছ্বাসে, আশায়, গর্ব্বে যবনীর দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছিল। তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "প্রাণাধিক, অবিলম্বে তাণ্ডায় গিয়া তোমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত কর। এখনই সব ময়ূরপঙ্খী তোমার জন্য সুসজ্জিত হইবে। মামার কাছে আজই আমি পত্র লিখিতেছি। তাহাতে আমার দুরবস্থা তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিবেন। তারপর তুমি গেলে সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু প্রাণাধিক, তোমার বিরহ সহিয়া আমি বাঁচিব কিরূপে? তোমায় না দেখিলে যে আমি চারিদিক অন্ধকার দেখি। কাঁদিবার জন্যই বুঝি নারীজন্ম।"

আমীনা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

ইহার পর স্বামিস্ত্রীতে গোপনে ব পরামর্শ ও প্রেমাভিনয় হইল। সেদিন দম্পতীর বড় সুখে কাটিল। ইসমাইল মনে মনে হাসিলেন। সুচতুরা আমীনাও যে না হাসিলেন এমন নহে।

ফলে শীঘ্রই ইস্‌মাইলের যাত্রার দিন স্থির হইয়া গেল। বহু অনুচর ও ধনরত্ন সঙ্গে লইবার প্রস্তাব হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:o:—

বিশ্বস্ত সর্দ্দার।

রাজা দেবীদাসের সৈন্যগণ যখন উপর্য্যুপরি বাঘিলপুর বিধ্বস্ত করে তখন সর্দ্দার রহিম বহুবার আমীনার পলায়নে সহায়তা করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করে। কতবার বিবিসাহেবার কানের কাছ দিয়া বিদ্যুৎবেগে তীর ছুটিয়া গিয়াছে। অতি সন্তর্পণে, অতি কৌশলে রহিম প্রভুপত্নীকে সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া সুদূর কুটীরে কিম্বা গাজনার বিলের পরপারে পাঠাইয়া দেয়। এই সূত্রে পর্দ্দানশীন আমীনার সহিত সর্দ্দার রহিমের স্বল্প পরিচয় ঘটে।

আমীনার ভরা যৌবন তখনও কূলে কূলে ভরিয়া রহিয়াছে। উহা কল্লোলিনীপ্রবাহের সৈকতপ্লাবী পূর্ণতার ন্যায় স্বতঃ উচ্ছ্বসিত, তরঙ্গায়িত, ফেনিল, আবেগময়। সেই সুকুমার ফুল্লযৌবনশ্রী অজ্ঞাতে রহিমকে মুগ্ধ করিল। প্রভুপত্নীর সহিত প্রেম? কথায় বলে, প্রেম অন্ধ। পাত্রাপাত্র বিচার করে না। তাই রহিম অল্পে অল্পে আমীনার রূপ-বহ্নিতে পুড়িতেছিল।

আমীনা রহিমের বিশ্বস্ততার জন্য তাহার প্রতি যে কৃপাকটাক্ষ বর্ষণ করিতেন সে সেই সদয় সস্নেহ ব্যবহার ও সস্মিত সম্ভাষণ প্রণয়োন্মেষের প্রথম সলজ্জ নিদর্শন জ্ঞানে হর্ষপুলকে রোমাঞ্চিত হইত। বিবি সাহেবা

এই ভাববিপর্য্যয়ের কোনই সংবাদ রাখিতেন না। একটি বিশ্বাসী প্রভুভক্ত কুকুরের প্রতি গৃহকর্ত্রীর যেরূপ অনুরাগ সর্দ্দারের প্রতি আমীনার অনুকম্পা তাহার অধিক সপ্রকাশ ছিল না। তবু রহিমের প্রেমাসক্তি দিন দিন বাড়িতেছিল বই হ্রাস পাইতেছিল না এবং উহা বহির্ম্মুখ হইতে না পারিয়া রুদ্ধস্রোতের ন্যায় অভাগার অন্তরবেলাকে ক্রমাগত আহত ও ব্যথিত করিতেছিল। ইস্‌মাইলকে জীবনের রঙ্গভূমি হইতে অপসৃত করিতে না পারিলে বুঝি তাহার প্রেমলালসা পূর্ণ হইবার নহে। কিন্তু আমীনা সত্যই কি ইস্‌মাইলকে ভালবাসে? রূপযৌবনে ইস্‌মাইল রহিমের সমকক্ষ নহেন। তাঁহার হিন্দুপত্নী পরমাসুন্দরী, এখনও জীবিতা। ইস্‌মাইল তাঁহাকে ভালবাসেন। একথা আমীনার অজ্ঞাত নহে। তবে কি বাঘিলপুরের ভূম্যধিকারিণী তাহারই হইবে?—কিন্তু তাহার প্রতি যুবতীর প্রেম এখনও তেমন উদ্দাম আবেশময় নহে। অঙ্কুরেই যদি সকল সাধ বিনষ্ট হয়? প্রেমের পথে নানা বিঘ্ন, নানা অন্তরায়। অন্ধকারে পা বাড়াইতে হইলে ধীরে ধীরে সাবধানে সন্তর্পণে চলিতে হয়।—যাক্ সে কথা। কার নসিবে কি আছে কে বলিতে পারে? শুধুই কি আমীনা লাভ? তার অগাধ বিষয়!—

রহিম আমীনার হৃদয়দুর্গ জয় করিবার শুভ মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। সে যখন এইরূপে ভাবীসুখস্বপ্নরঞ্জিত কল্পনাসৌধ রচনায় বিভোর তখন পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে ধ্বনিত হইল,—"সর্দ্দার!" "সর্দ্দার!" রহিম তখন ইস্‌মাইলের সঙ্গেই থাকিত। আহ্বানমাত্রে প্রভুসমীপে উপনীত হইলে ইস্‌মাইল তাহাকে বলিলেন, "রহিম, তুমি আমার অতি বিশ্বস্ত প্রিয় সর্দ্দার। বিশেষ কোন প্রয়োজনে তোমার উপর সকল ভার দিয়া শীঘ্রই

আমাকে তাণ্ডায় যাইতে হইতেছে। বিবিসাহেবা আজ পিত্রালয়ে যাইবেন। তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে খাঁপুরে পঁহুছা সংবাদ পাইলেই আমি রওনা হইব। আমার অনুপস্থিতিকালে লাঠিয়ালগণের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ভার তোমার উপর রহিল। মধ্যে মধ্যে খাঁপুরে বিবিসাহেবার সংবাদ লইও এবং সযত্নে তাঁহার আদেশ পালন করিও।"

রহিমের মন বলিল, "সর্দ্দার, তোমার নসিব বড় ভাল। খোদা তোমার আমীনা লাভের প্রথম সোপান বাঁধিয়া দিলেন। এখন আর ভাবনা কি?"—স্পন্দিত বক্ষ বলিল, "ধীরে, রহিম, ধীরে।"

আভূমি সেলাম ও শিরে তরবারিস্পর্শ করিয়া রহিম বলিল, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। বান্দা কখনও কর্ত্তব্যপালনে বিরত হইবে না।"

ইস্‌মাইল সর্দ্দারের সৌজন্যে ও আনুগত্যে মুগ্ধ হইলেন। সর্দ্দার প্রভুর দীর্ঘকাল প্রবাসে অবস্থানের আশায় উৎফুল্লহৃদয়। বিরহিনী প্রভুপত্নীর তত্ত্বতদ্বিরের ভার তাহার উপর। এমন নবীন বয়স, এমন তাহার রূপ, ক্রমাগত আমীনার মনস্তুষ্টিবিধান, সময়ে অসময়ে শত অছিলায় পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ। একটা রমণীর মনোমোহন কি নিতান্তই অসাধ্যসাধন? রহিমের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। বড় কষ্টে, বড় চেষ্টায় সে আত্মসংযমে সক্ষম হইল।

দেওয়ানকে ডাকাইয়া ইস্‌মাইল তাঁহার প্রতি বিষয়সম্পত্তি রক্ষার ভার দিলেন। দেওয়ানজি জানাইলেন, জমিদারির অবস্থা ভাল নহে, আদায় তহশিল একরূপ বন্ধ, খাঁসাহেবের অনুপস্থিতিতে প্রজাদের আস্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া উঠিবে। ইস্‌মাইল তাঁহাকে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনের ভরসা দিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

যথাসময়ে আমীনার খাঁপুরে পঁহুছার সংবাদ পাইয়া ইস্‌মাইল তাণ্ডা যাত্রার আয়োজন করিলেন। সর্দ্দার বলিল, "আপনাকে বহুদূরে যাইতে হইতেছে। একজন বিশ্বাসী শরীররক্ষী সঙ্গে থাকা আবশ্যক। কালাচাঁদ উপযুক্ত ব্যক্তি। তাহাকে সঙ্গে লইলে ভাল হয়।"

ইস্‌মাইল রহিমের সৎপরামর্শে সায় দিয়া কহিলেন, "সর্দ্দার রহিম! তোমার সকল কার্য্যেই আমি প্রভুভক্তির বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে প্রচুর পুরস্কৃত করিব।"

রহিম বিনয়াবনতশিরে মৃদুবচনে জানাইল, "আমি পুরস্কারপ্রত্যাশী নহি, শুধু আপনার অনুগ্রহের ভিখারী। উহাতে যেন কখনও বঞ্চিত না হই। বান্দার ইহাই একমাত্র আর্‌জি।"

ইস্‌মাইল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এতদিনে কুতুবের অভাব পূর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণব করিম।

নসিরউল্লার ভাই করিম বাখিলপুরের নিকট চাচার বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি পরম বৈষ্ণব, হরিনামকীর্ত্তনে অত্যন্ত অনুরক্ত। দাদার সংসর্গ তাঁহার ভাল লাগিত না। দিন রাত্রি যুদ্ধের কথা, রক্তারক্তির কথা, বিষয়াসক্তির পরিচয়। উহা হইতে চাচা সলিমের গোঁড়ামিও সহ্য হয়। হউন না তিনি ধর্ম্মান্ধ, তবু তাঁহার বাটীতে ভগবানের কথা ও সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা হয়। তাই করিম চাচার কাছেই রহিলেন। নসির ভাবিলেন, চাচা গোঁড়া মুসলমান। তাঁহার সংসর্গে যদি ভাইএর মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয় ত মন্দ কি ?

সলিম প্রথম প্রথম অপ্রত্যক্ষভাবে জানাইলেন, করিম ভাল কাজ করিতেছে না। মুসলমান সন্তান হইয়া এ সব কি কাণ্ড কারখানা ? পরে প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইলেন, ইস্‌লামধর্ম্মই একমাত্র সার ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্ম প্রতারণামাত্র। অতএব করিমের জাতীয় ধর্ম্মে মতি রাখাই যুক্তিসঙ্গত। সলিমবন্ধু বহু প্রবীণ মৌলভি মোল্লারা তাঁহাদের বিশাল শ্মশ্রু আন্দোলিত করিতে করিতে সময়ে অসময়ে এই সব কথাই বলিতেন। কিন্তু করিম কিছুতেই বুঝ মানিলেন না। প্রশ্নের পর প্রশ্নে রক্ত হইলে করিম বলিতেন, "চাচা ধর্ম্ম কোনটাই মন্দ নহে। যাহার

যে বিশ্বাস সে সেই বিশ্বাসেই ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবে। অসীম সমুদ্রে সকল নদীরই চরম গতি, তা' ভিন্ন পথে যতই ঘুরিয়া যাক্ না কেন।"

করিম কোনও উত্তর না দিয়া ভজন পূজন সঙ্কীর্ত্তনে মন দিতেন। কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না। তিনি 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' বলিয়া পাগল। সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দেন, নৈরাশ্যে জলে ঝাঁপ দিতে যান। সলিম যতই প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন করিমের ধর্ম্মান্তরাসক্তি ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। বাধা পাইলে স্রোতের গতি বাড়িয়াই চলে। ক্রমে আত্মীয়স্বজনের বাক্যজ্বালায় অস্থির হইয়া সলিম নির্য্যাতনের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। তিনি এখন হইতে করিমকে কক্ষে অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিতেন,—উদ্দেশ্য, সে গোঁসাইজির কীর্ত্তনের দলে যোগ দিতে না পারে; কখনও দুই দিন তিন দিন অভুক্ত অবস্থায় রাখিতেন,—উদ্দেশ্য অনশনক্লেশ সহিতে না পারিয়া করিম 'কৃষ্ণ' না ভজিয়া 'রহিম' ভজিবে। কিন্তু এ সকল পীড়নে তাঁহার কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কখনও আর্ত্তনাদ ও ভূম্যবলুণ্ঠন করিতেন, কখনও প্রেমানুরাগিনী রাধা ভাবে 'হা নাথ' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন; কখনও অঙ্গ প্রেমে কণ্টকিত, কখনও নেত্রে অনাবিল ভক্তিধারা। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, দিবস রজনীর জ্ঞান নাই, সহস্র নিপীড়নেও যন্ত্রণাবোধ নাই।

করিমের সকল নির্য্যাতনের ভিতর একমাত্র সান্ত্বনা, সলিমকন্যা মেহের। মূর্ত্তিমতী করুণা মেহের লুকাইয়া তাঁহাকে খাবার যোগাইত, অর্গল খুলিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিত, তাঁহার পূজা উপাসনায় সহায়তা

করিত। পিতার সহস্র ভর্ৎসনা, সহস্র শাস্তি সে করিমের জন্য বুক পাতিয়া লইত।

সলিম দেখিলেন, করিমটা একেবারেই দেওয়ানা হইয়া গেল! বিদ্যুদ্দীপ্ত নবজলধরমালাকে বনমালাগলে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া করিম অশ্রুজলে ভাসিত। সে স্থলকমলদলে প্রভুর রাতুল চরণ, বিমল জ্যোৎস্নায় তাঁহার অনিন্দ্যজ্যোতিঃ; নবকিশলয়মণ্ডিতা কুসুমিতবল্লরী-জড়িতা বিটপী হইতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিত। বায়ুস্বননে, দ্রুমমর্ম্মরে, বিহগবিহগীর সুললিত সঙ্গীতে, সে হরিনাম শ্রবণ করিত। তাহাকে এমন করিয়া যাদু করিল কে? সলিম কিছুতেই ইহা ভাবিয়া পাইতেন না। আর ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা, করুণক্রন্দন দেখিয়া মেহেরের বেদনাবিধুর বক্ষ যেন ফাটিয়া যাইত, নয়নযুগল এক অব্যক্ত যাতনায় ছল ছল করিত।

কেবল গোঁসাই ঠাকুর ছিলেন করিমের ব্যথার ব্যথী, "মরমের মরমী।" করিমের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, অপরিসীম ভালবাসা। তিনি জানিতেন, হরিভক্তির কষ্টিপাথরেই সকলের পরীক্ষা। যে ভক্ত তাহার জাতি নাই,—সে যবন হইলেও সকলের পূজ্য। জাতিকুলমানে জলাঞ্জলি না দিয়া কে কবে প্রেমময়ের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছে?

ঊর্দ্ধবাহু করিম গোস্বামীর আঙ্গিনায় নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেন,

"আমার হৃদয়-নদের হ'য়ে উদয়
হরিবোল বলাও হে।"

এই দৃশ্য দেখিয়া চাচা আরও ক্ষেপিয়া উঠিতেন। তিনি জোর

করিয়া করিমকে ধরিয়া আনিতেন। কিন্তু ইহা পণ্ডশ্রম মাত্র। সলিম যাহাকে শাস্তিদানে উদ্যত সে যে বদ্ধপাগল।

করিম কখনও "প্রেম দাও", "প্রেম দাও" বলিয়া চীৎকার করিতেন, কখনও দূরাগত কৃষ্ণনাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেন। কখনও তাঁহার স্বর গদগদ, অশ্রুধারায় বসনসিক্ত, কখনও তিনি 'হরি' 'হরি' বলিয়া মূৰ্চ্ছিত। একদিন করিমের মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সলিম তাঁহাকে কহিলেন, "দেখিতেছি, তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি করিতেছ। দিন দিন তোমার ব্যবহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। এস, এবার হইতে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া তোমায় ঘরে বন্দ করিয়া রাখি।"

সলিমের ঘরণী পতিকে কহিলেন, "কর কি? তুমিও যে পাগল হইলে! ইহাকে কোথায় শুশ্রূষা করিবে না প্রাণে মারিবে? এখন কি সাজা দিবার সময়?"

দুই দিন করিম বাহ্যজগতের বাহিরে রহিলেন। আহার নাই,—নাম সুধাপানে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গিয়াছে। নিদ্রা নাই,—শ্রীকৃষ্ণের স্মরণানন্দে ও ভজনানন্দে তাঁহার সুপ্তি দূর হইয়াছে। আছে, মুখে হরিনাম, হৃদয়ে রাধাশ্যাম।

করিম প্রকৃতিস্থ হইলে পর একদিন সলিম তাঁহাকে কহিলেন, "আল্লার নাম না লওয়াই বুঝি তোমার পণ?"

করিম। তোমার আল্লা, আমার হরি, সবই এক, একই সব। মিছে ভেদ ভেবে মরি।

সলিম। তবে বল আল্লা, বল রহিম।

করিম। আল্লা হরি একই নাম, রাধে কৃষ্ণ রাধে শ্যাম! চাচা, মি একবার 'রাম রাম' বল শুনি। যে রাম সেই রহিম।

গাও, "গৌর নিতাই, রাধে শ্যাম,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম!"

বল, "হরে কৃষ্ণ হরে রাম!"

সলিম। তোবা, তোবা! তুই ছিলি মুসলমান, হ'লি কাফের বৈষ্ণব। বৃদ্ধ বয়সে আমার এই গঞ্জনা অদৃষ্টে ছিল?

করিম। "জাতিকুলশীল, সকলি ডুবিল,
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা।"

চাচা, আমার কি আর গর্ব্ব অভিমানের উপায় আছে? লজ্জাসরম সকলি শ্রীকৃষ্ণের পায় অর্পণ করিয়াছি।

করিম গাহিতে লাগিলেন,

"পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো॥
খাইতে যদি বসি খাইতে কেন নারি গো।
কেশপানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসনপানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে জাগে গো॥
ঘরে মোর সাধ নাই, কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো॥"

সলিম কহিলেন, "পাগল পাগল!!"

করিম পুনঃ পুনঃ গাহিতেছেন,

"ঘরে মোর সাধ নাই কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো॥"

সলিম ভাবিলেন, এ পাগলকে আর বুঝাইয়া ফল নাই।

শুধু করিম নন, গোঁসাই ঠাকুরও একজন মহা পাগল। তিনি যাহাকে সম্মুখে দেখেন তাহাকেই হরিনাম বিলান। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, তিলী, তাঁতি, [illegible], সাউ, পোদ, জেলে, ধোপা, চণ্ডাল বর্ণনির্বিশেষে সকলকেই প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলেন, "একবার হরি বল ভাই!" গোস্বামীর ব্রাহ্মণত্বের অভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান কিছুই নাই। নামের গুণে তিনি শিশুসুলভ সরলতা লাভ করিয়াছেন। তিনি কখনও আপনি গাহিতেছেন, কখনও লোকশিক্ষা দিতেছেন। বুঝাইতেছেন, "ওঙ্কারের মধ্যে যেমন তিন লোক, তিন বেদ, তিন জ্যোতিঃ আছে, বিন্দুর মধ্যে জীবের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, বীজের মধ্যে বৃক্ষের কাণ্ড শাখাপ্রশাখা সমুদায় আছে, তেমনি সকল দেবদেবী, সকল সিদ্ধি, সকল ঐশ্বর্য্য, ইহকাল পরকাল এক হরিনামে আছে।" চারিদিক হইতে অহরহ নিনাদিত হইতেছে,—"হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ভাইরে!"

কেহ গোঁসাই ঠাকুরের পদধূলি লইতে গেলে তিনি সরিয়া যাইতেন। বলিতেন "কর কি, সমুদায় জীবেই যে আমার কৃষ্ণ বিরাজ করেন।" এইরূপে এক পাগল গোঁসাই, আর এক পাগল করিম। দুই পাগলে মিলিল ভাল। তাঁহারা নিজেও মাতিলেন, দেশটাও মাতাইলেন। যে দেশে এমন পাগল জন্মে সে দেশের সৌভাগ্য অসামান্য।

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙ্গালার ভাবসমুদ্রে এক অভিনব উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল। তাঁহার অনন্ত প্রেম, উদার সার্ব্বভৌম ধর্ম্মমত, তদধিক

তাঁহার আদর্শজীবন বাঙ্গালার নগরে নগরে নবজাগরণের বীজ বপন করিয়াছিল। গোস্বামী ও করিম তাহারই ছায়াসম্পাত, তাহারই অভিব্যক্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——:o:——

পথিক।

কে যায় ঐ? রাইশিমূলের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতেছে। দৃষ্টি চকিত, দেহ ক্লান্ত। পান্থের হাবে ভাবে মনে হইতেছে সে এদেশে যেন নূতন আসিয়াছে। তরুণ বয়স, সুন্দর মুখশ্রী, কিন্তু বড় ম্লান।

দূর হইতে অলক্ষিতে মাধব দত্ত এই অপরিচিত পথিকের অনুসরণ করিতেছিলেন। কারণ, তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, এই ব্যক্তি পুরুষ নয়, পুরুষবেশে কোন রমণী। এ ভাবে এ প্রদেশে পর্য্যটনের উদ্দেশ্য কি?

কিয়দ্দূর পথিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া মাধব জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুমি?" সহসা এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পান্থ চমকিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তকাল অবনতমুখে মৌন হইয়া রহিলেন।

প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া মাধব পুনরপি কহিলেন, "সত্য বল কে তুমি? কথা কও। নহিলে ফাঁড়িতে লইয়া যাইব।" কথা না কহিয়া উপায় নাই। বিকৃতস্বরে পান্থ কহিলেন, "আমি পথিক। পথ ভুলিয়া এদিকে আসিয়াছি।"

মাধব। কিন্তু এ ছদ্মবেশ কেন?

লোকটা ত বড় চতুর। এমন ভাবে পুরুষের কণ্ঠ অনুকরণ করা হইল। ছদ্মবেশে এত-দূর আসা গেল। এ পর্য্যন্ত কোন গোল হয়

নাই। বড় জ্বালা দেখিতেছি। কি বলিয়া ইহাকে বুঝান যায়? রমণী সবিস্ময়ে কহিলেন, "ছদ্মবেশ?—"

মাধব। হাঁ, পুরুষবেশে এদেশে একাকিনী বেড়াইবার উদ্দেশ্য কি?

রমণী। আমি নারী বলিয়া আপনার ধারণা হইল কেন?

মাধব। এটা বুঝিব না ত বৃথাই এতদিন রাজকার্য্য করিলাম। যাক্, এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। এ ছদ্মবেশ ধারণের উদ্দেশ্য কি?

রমণী অপরিচিত পুরুষের সহিত অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে অনিচ্ছুক হইয়া কহিলেন, "আপনাকে সংক্ষেপে বলিতেছি, আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই। বিশেষ কোন কারণে আমাকে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। আমি পুরাঙ্গনা।"

মাধব। আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করিবেন। ছদ্মবেশের প্রয়োজন না জানিলে আপনার উদ্দেশ্য বুঝিব কিরূপে? ছদ্মবেশ কেন মা? মহারাজ দেবীদাসের রাজত্বে পুরাঙ্গনার আশঙ্কা কি?

রমণী। সে প্রয়োজনে পরের প্রয়োজন নাই। উহাতে কেবল আমার নিজের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে।

মাধব। দয়া করিয়া আমার সঙ্গে চলুন। সব কথা শুনিয়া আপনার সত্বর মুক্তির ব্যবস্থা করিব।

রমণী। তবে কি বিনা দোষে বন্দিনী হইতে হইবে?

মাধব। নিশ্চয় নয়, রাজা দেবীদাসের রাজ্যে নিরপরাধী কবে দণ্ড পাইয়াছে? চলুন আমার বাড়ীতে। সেখানে আমার স্ত্রী আছেন, যথাসাধ্য অতিথিসৎকারের ত্রুটি হইবে না।

রমণী। আমি কোথাও যাইব না। আমায় যাইতে দিন।

মাধব। অনুসন্ধান ও সত্যনির্দ্ধারণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার বাটীতে থাকুন। তাহার পূর্ব্বে আপনাকে যাইতে দিবার আমার ক্ষমতা নাই, মা! রাজাদেশ এমনি কঠোর।

ছদ্মবেশিনী দেখিলেন মহা বিপদ। না গিয়া উপায় নাই। অগত্যা তাঁহাকে অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষের সহিত অপরিচিত আলয়ে যাইতে হইল।

যথাসময়ে মাধব সেই অঙ্গনার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎপর পত্নী তারাকে কহিলেন, "এই রমণীর নাম, ধাম, গন্তব্যস্থান ও ছদ্মবেশধারণের কারণ কৌশলে জানিতে হইবে। বোধ হইতেছে, ললনা চতুরা। কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি বিনা ক্লেশে সকল রহস্য জানিতে পারিবে।"

তারা। বিষয়টা বড় সহজ নয়। যাহোক্, চেষ্টা করিয়া দেখিব কি করিতে পারি।

মাধব। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জানিতে চেষ্টা করিবে রমণী ইস্‌মাইল খাঁর প্রেরিত চর কি না, অথবা অন্য কোন স্থান হইতে মন্দ অভিসন্ধিতে আসিয়াছে কিনা, সিন্দূরী ও শাখিনীর রাজার শত্রু কিনা,—হয়ত রমণী বৈষ্ণবী, ভদ্রমহিলা বলিয়া পরিচয় দিতেছে, উহার আকার প্রকার ব্যবহার কথাবার্ত্তা পুরাঙ্গনার মত কিনা দেখিবে।

তারা হাসিয়া কহিলেন, "এক কথায়, আমাকে গোয়েন্দাগিরি করিতে বলিতেছ? এবার পুরুষগোয়েন্দা বাতিল করিয়া মেয়েগোয়েন্দা বাহাল করিবে নাকি?"

মাধব। শুধু সওয়ালজব করিতে বলিতেছি, তারা!

তারা। যাক্,—ঘরে অতিথি। আমি জানিয়া সব কথা বলিতেছি। তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম কর। চাকরি তো সবাই করে। তুমিই কি খাটিয়া খাটিয়া শরীরটা মাটি করিবে? দেখ দেখি, ক্রমাগত পরিশ্রমে তোমার চেহারাখানা কি হইয়াছে? আপনার শরীরপানেও তো চাহিতে হয়!

মাধব। বিশ্রাম?—ঈশ্বর করুন, আমি যেন এমনি ভাবে রাজার জন্য খাটিতে পারি, খাটিতে খাটিতেই মরিতে পারি।

তারা আয়তির চিহ্ন হাতের নোয়া স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "ওকি কথা? কি বল তার ঠিক্ নেই। আমি কি তোমাকে খাটিতে মানা করিতেছি? প্রভুর জন্য খাটিবে না তো কিসের শরীর? তবে মাঝে মাঝে বিশ্রামও দরকার।"

মাধব হাসিয়া কহিলেন, "সে বিশ্রামসুখে আমি কবে বঞ্চিত তারা? তোমার কাছে দুই দণ্ড থাকিলেই আমি নবজীবন, নবশক্তি লাভ করি। তুমি যে মূর্ত্তিমতী শান্তি।"

তারা। যাও, যাও, আর ঠাট্টায় কাজ নাই। বলি, এঁকে জুটাইলে কোথায়?

মাধব। মাঠে।

তারা। সন্দেহক্রমে ধরিয়া আনিয়াছ?

মাধব। নিশ্চয়।

তারা। নিজে কিছু জানিতে পারিয়াছ?

মাধব। তা হ'লে তোমায় কষ্ট দি?

তারা পতির চরণ ধোয়াইয়া অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন। পরে তাঁহার জলযোগের জন্য কিঞ্চিৎ আহার্য্য তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মাধব মনোযোগের সহিত তাহার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তারা "এটি খাও," "উটি রাখিলে চলিবে না" ইত্যাদি কহিতে কহিতে তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। পতির জলযোগ শেষ হইলে তারা কহিলেন, "এইবার নবীন পুরুষটির সংবাদ লইগে, কি বল ?"

মাধব। আচ্ছা।

পান চিবাইতে চিবাইতে মাধব তাঁহার বিশ্রামকক্ষে গেলেন। তারা ছদ্মবেশিনীর অভিমুখে রওনা হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

ছদ্মবেশিনীর পরিচয়।

অপরিচিতাকে দেখিয়াই তারার মনে হইল, ইনি সামান্যা নারী নহেন। ইঁহার আকৃতি স্থির, গম্ভীর, সরলতা ও তেজোদীপ্তিমণ্ডিত। ইঁহাতে শাঠ্য কপটতা অসম্ভব।

তারা ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, "তোমার বড় কষ্ট হয়েছে, দিদি! ব'স, হাত পা ধোও।"

অপরিচিতা সংক্ষেপে কহিলেন, "কাজ নাই।"

তারা। আছে বৈ কি? আমায় আতিথ্যের সুখে বঞ্চিত করিও না। এই তোমার জল।

নূতন একখানা গামছা বাহির করিয়া তারা কহিলেন, "এই গামছা।"

অপরিচিতা। আমি এখানে বেশীক্ষণ থাকিব না। আমার জন্য বৃথা কেন কষ্ট লইতেছ?

তারা। কিছুক্ষণ ব'স, দিদি! আমরা অপরিচিত লোক বলিয়া কিছু মনে করিও না। তোমাকে দেখিয়া আমার সন্দেহ দূরের কথা, আনন্দের সীমা নাই। তোমার আকৃতি দেখিয়া মনে হইতেছে, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, কিন্তু বড় অভাগিনী।

অপরিচিতার নয়নপ্রান্ত হইতে, তাঁহার আত্মপ্রকাশের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু গণ্ডযুগ বহিয়া পড়িল। তাহা তারার সূক্ষ্মদৃষ্টি

এড়াইতে পারিল না। তারা বুঝিলেন তাঁহার বাক্য ছদ্মবেশিনীর মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে।

অবিলম্বে আত্মসম্বরণ করিয়া সেই রমণী কহিলেন, "সত্যি ভাই! আমি বড় দুঃখিনী। এ গ্রামের নাম কি?"

তারা। কাবারিখোলা। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার নাম কি?

অপরিচিতা ইহার সোজাসুজি উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমার বাড়ী গোবিন্দপুর। হতভাগিনী আমি। আমার নাম জানিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

তারা। যাইবে কোথায়?

অপরিচিতা। বাঘিলপুর।

তারা। তোমার বাড়ী গোবিন্দপুর, যাইবে বাঘিলপুর। বরাবর ভুল পথ ধরিয়া আসিয়াছ। অনেক ঘুরিতে হইয়াছে, দেখিতেছি।

অপরিচিতা। অজানা পথ। তায় স্ত্রীলোক। ভুল না হওয়াই আশ্চর্য্য।

তারা। তবে আজ এখানে থাক না কেন দিদি? কাল প্রাতে কাহাকেও সঙ্গে দিব। সে ঠিক্ পথ দেখাইয়া দিবে। রমণী তুমি। একাকিনী রাত্রিকালে কোথায় যাইবে?

অপরিচিতা। আমি নিতান্ত একাকিনী নহি।

তারা। তবে তোমার সঙ্গে কেহ আছে?

অপরিচিতা গাত্রবস্ত্রের অন্তরাল হইলে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইলেন। বলিলেন, "আছে। এই ছুরিকাই আমার চিরসঙ্গিনী।"

তারা। ভাল। একটা রাত্রি আমার সঙ্গে থাকিতে তোমার এত আপত্তি দিদি!

অপরিচিতা ভাবিলেন, রাত্রিকাল। পথ ঘাট জানা নাই। কাল প্রাতে ইহাদের একটি লোক সঙ্গে যাইবে। মন্দ কি? পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, "আচ্ছা আজ তোমার আতিথ্য স্বীকার করিলাম, বোন!"

তারা। এত অনিচ্ছায়, দিদি!

অজ্ঞাতনামা মহিলা ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসি প্রশান্তপয়োধির শুভ্রফেণহাস্যের ন্যায় মধুর।

তারা নানা কথায় অপরিচিতাকে যতই কেন ব্যাপৃতা রাখুন না তাঁহার মনে কেবল দুইটি কথা জাগিতেছিল,—গোবিন্দপুর ও বাঘিলপুর। তিনি উক্ত মহিলার প্রসন্নতার বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত উপেক্ষা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় দেখিয়া অবধি আমার বড় আনন্দ হইয়াছে। যদি পাইয়াছি ত আর তোমায় ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। মনে হইতেছে, তুমি সত্যই আমার আর জন্মের দিদি, আমি তোমার ছোট বোন। আমায় তোমার নাম বলিবে না?"

অপরিচিতা কহিলেন, "আমার নাম উমা দেবী।"

সবিস্ময়ে তারা কহিলেন, "তুমি উমা? তোমার বাড়ী গোবিন্দপুর, যাইবে বাঘিলপুর। তোমার স্বামী বি-ধ-র্ম্মী—?"

তাঁহার জিহ্বাগ্রে যে নাম আসিতেছিল ঘৃণায় তাহা উচ্চারিত হইবার স্থান পাইতেছিল না।

উমার আনতদৃষ্টি ভূসন্নদ্ধ হইয়া রহিল। তারা তাঁহার মুখের প্রতি কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি স্থির,—উহাতে শ্রদ্ধা প্রীতি ক্ষোভ

বিস্ময় বিজড়িত। উমা অনুচ্চস্বরে "হাঁ ভগিনী, আমিই সেই অভাগিনী" বলিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

তারা কহিলেন, "দিদি, তোমার অদৃষ্টে এতও ছিল—" তারার নীলোৎপলসদৃশ আঁখিযুগল জলে ভরিয়া উঠিল।

মাধবের পত্নী পতির প্রমুখাৎ ইতিপূর্ব্বেই উমার ইতিবৃত্ত শুনিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মানসনেত্রে স্বতঃ প্রতিভাত হইয়াছিল, এই উমা মহম্মদ ইস্মাইলের উপেক্ষিতা স্ত্রী।

এদিকে, তারার ব্যবহারে বিস্মিতা উমা ভাবিতেছিলেন, এ রমণী আমার জীবনকাহিনীর এতটা তথ্য কিরূপে জানিতে পারিল? আতিথেয়ী কে? কৌতূহলবৃত্তিসহকারে উমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোন, তোমার নামটি জানিতে পারি না?"

তারা। আমার নাম তারা দাসী।

বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে উমা কহিলেন, "তারা! কোন্ তারা তুমি? তোমার স্বামী মাধব দত্ত?"

সহাস্যে তারা কহিলেন, "তাঁহারই সহিত তুমি এখানে আসিয়াছ।"

উমার চক্ষে অতীত ও বর্ত্তমান যুগপৎ উদ্ভাসিত হইল। দস্যুদ্বয়ের মুখে তাহাদের অজ্ঞাতে তিনি যে সকল কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন সে সবই তাঁহার মনে পড়িল। তিনি তারার প্রতি নির্নিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, অরুণের মত উজ্জ্বল, বহ্নির ন্যায় পবিত্র, এই সেই তারা?

তারা প্রকৃতই অলোকসামান্যা সুন্দরী। তাঁহার রূপে একাধারে শিশুর সরলতা, জ্যোৎস্নার মধুরতা, উষার পবিত্রতা, কুসুমের কমনীয়তা

বর্ত্তমান। এই সৌন্দর্য্য ও অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের অন্তরালে হিমানীতে যেমন উত্তাপ, মনোমধ্যে যেমন প্রতিভা, জলদের ভিতর যেমন বিদ্যুৎ, তেমনি কি এক অসামান্য জ্যোতিঃ ছিল। তাহা বর্ণনা করিবার নহে।

তারার অপহরণকালে ইস্মাইল খাঁ ইহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, একবার এই সুন্দরীকে করায়ত্ত করিতে পারিলে তাহার হৃদয় জয় করা কঠিন হইবে না। হায়, ভ্রান্ত!

তারা ইস্মাইলের প্রতি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও উমার সেবায় শিথিল প্রযত্না ছিলেন না। বরং অভাগিনীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরস্পর কথোপকথনের পরই উভয়ের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। তাঁহারা যেন কতকালের আপনার, কত পরিচিত। দণ্ডের পর দণ্ড রজনী অতিবাহিত হইতে লাগিল তবু কথা ফুরায় না। উমা তারার অপেক্ষা বড়। তিনি নবযৌবন সবে অতিক্রম করিয়াছেন। তারা তাহাতে পা দিয়াছেন। জীবনের সেই মধুময়, সুধাময়, সরলতাময় নববসন্তে তারা প্রাণ ভরিয়া উমার সহিত কত কথা বলিলেন। তাহা সংসারে চির পুরাতন, অতি সাধারণ। উহার অনেকগুলিই নিরর্থক, কতকগুলি সার্থক। তবু উহা সরলে মধুরে সমুজ্জ্বল,—সুধাবর্ষী। দুইটি যুবতীতে যতই কেন ভেদবৈষম্য থাকুক না, একের প্রীতি ও সহানুভূতি সহজে অপরের হৃদয় আকর্ষণ করিবেই করিবে।

কথায় কথায় তারা কহিলেন, "ভাই, ধরিত্রীর ন্যায় তোমার সহিষ্ণুতা, স্রোতস্বতীর ন্যায় তোমার ভালবাসা। ভগবান্ করুন তোমার সকল শ্রম সফল হউক, তুমি তাঁহার প্রেম আবার ফিরিয়া পাও,—সুখী হও।"

উমা। মিছে আশা। সে ভাবনায় আমি বাঘিলপুরে যাইতেছি না।

তারা। তবে স্মৃতি লইয়া থাক না কেন? সঙ্গের প্রয়োজন?

উমা। আমার জন্য তাঁহাকে চাই না, তাঁহারই জন্য আমার প্রয়োজন।

তারা। তাই বুঝি ছদ্মবেশ?

উমা হাসিলেন। তারা বুঝিলেন, আপনাকে ধরা না দিবার জন্যই উমার এই অভিনব উদ্যম।

মাধব পত্নীর নিকট সকল রহস্য জানিতে পারিয়া তুষ্ট হইলেন ও যথাসাধ্য উমার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

প্রভাত হইলে উমা তারার নিকট বিদায় লইলেন। তারা তাঁহাকে নবীন যোদ্ধৃবেশে সাজাইয়া কহিলেন, "একবার আরসীতে মুখ দেখ, দিদি! কে বলে তুমি অবলা?" উমা মুকুরে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিস্ময়পূর্ণবচনে কহিলেন, "তোমার যোগ্যতা আছে, বোন্! কুলবালাকে এমন সাজাইতে পারা বাহাদুরির কথা বটে।" তারা হাসিয়া কহিলেন, "একাজ আমায় প্রায়ই করিতে হয়। অভ্যাসের ফলে হয়ত কিছু দক্ষতা জন্মিয়া থাকিতে পারে। এদেশে মেয়েরাও হাতিয়ার খেলিতে পারে,—সময় অসময় সকলেরই আছে বোন!"

অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া ভৈরবের নাম লইয়া উমা বাঘিলপুরে যাত্রা করিলেন। মাধব দত্তের বিশ্বাসী অনুচর প্রচুর ফলমূলাদি লইয়া তাঁহার সঙ্গে গেল।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, উমা দয়ানন্দ স্বামীর মঠ ত্যাগ করিলেন কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। প্রধান কারণ, মন বসিল না। যাঁহাকে না

দেখিলে দেখিতে সাধ হয়, দেখিলে দেখিবার সাধ মিটে না, পুনঃ পুনঃ দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হয়, শত নির্য্যাতনে, শত উপেক্ষায়, শত অপমানে যাঁহাকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসন করিতে পারা যায় না, দূর দূরান্তরে রহিলেও যাঁহার মুখচ্ছবি জাগ্রতে স্বপ্নে চক্ষুর সমক্ষে ভাসিতে থাকে, উমা তাঁহারই নিমিত্ত, তাঁহারই সন্ধানে, সঙ্গোপনে স্বামীজির আশ্রম ছাড়িয়া ছদ্মবেশে একাকিনী পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় মন একটা প্রধান ব্রতে লিপ্ত ছিল। যখন সে কর্ত্তব্যের আর প্রয়োজন রহিল না তখন প্রাণের তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। উমা স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিলেন।

উমার ভালবাসা কুমুদিনীর মত। ব্যবধানেও কমিবার নহে! তুমি যত দূরে থাক, যেথানে ইচ্ছা থাক, কাছে এস বা না এস, আমি শুধু তোমায় দেখিয়া সুখী। তুমি ভালবাস না বাস আমি তোমারই। প্রতিদান চাহি না, ভালবাসা চাহি না, ভালবাসা জানাইতে চাহি না। এ ভালবাসা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার নিস্তরঙ্গ স্রোত,—অনাবিল, অচঞ্চল, কিন্তু বড় গভীর, বড় প্রবল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——:o:——

যাত্রা।

কয়েকদিন হইল করিমের ভাবান্তর হইয়াছে। তাঁহার মন প্রাণ বৃন্দাবনে যাইবার জন্য আকুল। যেদেশে কৃষ্ণনাম অবিরাম লোকমুখে ধ্বনিত, যাহার মৃত্তিকায়, সলিলে, পাদপে, কাননে রাধাশ্যামের শত স্মৃতি বিজড়িত করিম সেদেশ দর্শনের নিমিত্ত পাগল। এ পোড়াদেশে তাঁহার আর মন বসিতেছে না। তিনি গোস্বামীকে কহিলেন "ঠাকুর, এই বেলা চল সময় থাকিতে যাই। নহিলে প্রাণনাথকে আর পাইব না। আমাদের দোষে কালা মান করিয়া চলিয়া যাইবে।"

গোস্বামী কহিলেন, "কালা যাইবে কোথায়? সে যে তোমার অন্তরে।"

করিম। ভয় হয়, পাছে একদণ্ডও কালা অন্তরের অন্তর হইয়া যায়। আমার আজ কয়েকদিন হইতে শুধু হারাই হারাই সর্ব্বদা ভয় হইতেছে। পাছে সে আমায় বাউরী করিয়া চলিয়া যায়। এ জনমের মত তাহাকে যদি না পাই? আমার উপায় কি হবে ঠাকুর?

তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা অঝোরে ঝরিতেছিল।

গোস্বামী তাঁহাকে বহু সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু করিম কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। করিমের মুখে শুধু একই কথা, "আমার উপায় কি হবে ঠাকুর?"

তিনি ভক্তিবিহ্বলকণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি,
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে,
দহন দ্বিগুণ হয়॥

সই কে বলে পিরীতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া, হিয়ায় করিতে,
দুঃখ উপজিল ফিরা।"

গোস্বামী কহিলেন, "তবে আর এ দেশে থাকিয়া কাজ নাই। চল, কালার সন্ধানে ঘরের বাহির হইয়া পড়ি। আমরা দেশে দেশে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইব, 'নাথ', 'নাথ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিব, জীবনসর্ব্বস্ব লুকাইয়া থাকিবে কতদিন?"

ভাবাবেশ সংক্রামক। উপদেষ্টা এখন নিজেই কানুর জন্য পাগল। তিনি প্রেমোন্মত্তচিত্তে গাহিতে লাগিলেন,—

"মাধব বহুত মিনতি কর তোয়।
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগ বাহির নহ মোঞে ছার॥

কিএ মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয়
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগত পুন পুন
মতি রহু তুয় পর সঙ্গ॥"

ভক্তির গৈরিকস্রাব বৈষ্ণবপদাবলীর ললিতোজ্জ্বল হিরণ্ময়ীধারায়। উহা চূর্ণ মুক্তার ন্যায় মনোহর, স্বর্ণরেণুর ন্যায় সুন্দর!

আমরা যে কালের কথা বলিতেছি সে সময়ের বৈষ্ণবগণ নবভাবে উন্মত্ত, শ্রীচৈতন্যের প্রেমধারায় অভিষিক্ত। সেই ভক্তিরসের প্রবল বন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের ভস্মাবশেষ,—শুষ্ক কঠোর নাস্তিকতা,—প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডের বৃথা আড়ম্বর ভাসিয়া গেল। নব অমৃতধারায় দেশ সঞ্জীবিত ও সরস হইয়া উঠিল। বৈষ্ণব উচ্ছ্বাসে হৃদয়দেবতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রেমময়, ভক্তবৎসল, জীবনসখা, প্রাণনাথ!" শাক্ত মাতৃ সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা জগদম্বে অম্বিকে, কালি কৈবল্যদায়িনি!"

যাহা হউক, গোস্বামীর সহিত করিমের বৃন্দাবনযাত্রা স্থির হইয়া গেল। তিনি বাটীতে ফিরিয়া মেহেরকে কহিলেন, "আমি আর এদেশে থাকিতে পারিতেছি না। যেখানে আমার প্রাণের হরি বিরাজ করিয়াছেন সেই লীলার পীঠে আমায় শীঘ্রই যাইতে হইবে।"

বেদনাবিজড়িত করুণকণ্ঠে মেহের জিজ্ঞাসিল, "কোথায়?"

করিম। বৃন্দাবনে।

মেহের। এখানে থাকিয়া ভজনা কর না কেন? আমরা তোমার সাধনার পথে কণ্টক হইব না। তুমি কোনদিন বিদেশে বাহির হও নাই। সেই সুদূরে কে তোমায় দেখিবে, কে তোমার যত্ন লইবে?

করিম। গোঁসাই ঠাকুর সঙ্গে যাইবেন। আমার জন্য কিছু ভাবিও না, মেহের!

মেহের। নিতান্তই তুমি যাইবে?

করিম। কি করি? প্রাণের দেবতা আমাকে ডাকিতেছেন, আর যে ঘরে থাকিতে পারি না।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মেহের বলিল, "তবে, যাও, পার ত আবার আসিও!"

দরবিগলিতধারায় মেহেরের গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের রুদ্ধবেদনা আজ এমনি ভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। বালিকা এতদিন আপনাকে আপনি বুঝিতে পারে নাই। আজ তাহার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রবল আলোড়ন তাহাকে জানাইয়া দিল, সে কোন্ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

মেহের জানিত না, এ বনের পাখী, সঙ্কীর্ণ সংসারপিঞ্জরে পোষ মানিবার নহে, অবসর পাইলেই উধাও হইয়া অনন্তের দিকে ছুটিবে।

সেদিন অসুখ করিয়াছে বলিয়া মেহের কিছু খাইল না। কক্ষে অর্গল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুঠাইতে লাগিল। সলিমের ঘরণী করিমের কাছে তাঁহার বৃন্দাবনযাত্রার কথা শুনিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু বাধা দিলেন না। একদিকে পতির অসন্তোষ, অপর-দিকে মেহেরের সম্বন্ধে চিন্তা, এই দুইটি কারণে তিনি করিমকে নিকটে রাখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন না।

এদিকে উমা বাঘিলপুরে আসিয়া শুনিলেন, ইস্‌মাইল খাঁ সেখানে নাই। কেহ তাঁহার ঠিক্ ঠিকানা দিতে পারিল না। কেহ কহিল, "খুব

সম্ভবতঃ তিনি তাণ্ডায় গিয়াছেন।" উমা মহাশঙ্কটে পড়িলেন। তিনি এখন কি করিবেন?

এই সময়ে গোস্বামী ঠাকুর ও করিমের জলপথে বৃন্দাবনযাত্রার কথা শুনিয়া উমা স্থির করিলেন তাঁহাদের সহিত একত্র রওনা হইবেন, পরে যথাসময়ে তাণ্ডায় নামিয়া যাইবেন।

গোস্বামী, করিম ও ছদ্মবেশিনী উমা নৌকায় উঠিলেন। প্রেমিক-যুগল গান ধরিলেন—

"ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দরে।"

নৌকা ক্রমে দূর হইতে দূরতর হইতে লাগিল। সঙ্গীতধ্বনিও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল। গোস্বামী ও করিমের মিলিতকণ্ঠে নিঃসৃত স্বর-তরঙ্গ পবনপথে মেহেরের শ্রবণে পঁহুছিল,—

"এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদলজল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিত রে॥"

বড় দুঃখে, বড় কষ্টে মেহেরের দিন কাটিতে লাগিল। এই বালিকার প্রাণের ভিতর যে করুণবেদনা তাহা কয়জনে বুঝিতে পারিল? ইহার মধ্যে তাহার ময়ূর কোন্ সুযোগে উড়িয়া গেল। ময়ূরীটা তাহার শোকে ও যত্নের অভাবে মরিয়া গেল। সংসার যেমন চলে তেমনি চলিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

চক্রান্ত।

ইস্‌মাইল খাঁ তাণ্ডায় আসিয়া হোসেন আলির বাটীতে উঠিয়াছেন। হোসেন আমীনার পত্রে উহার পূর্ব্বেই বাঘিলপুরের দুরবস্থা ও ভাগিনেয়ীর লাঞ্ছনার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইস্‌মাইল অবসর মত সেই কথা পাড়িলে তিনি বিষয়টি বিশেষ বিশদরূপে বুঝিতে পারিলেন।

সকল অবস্থা জ্ঞাপনের পর ইস্‌মাইল আলি সাহেবকে কহিলেন, "দেবীদাসের অত্যাচারে আমরা কিরূপ জর্জ্জরিত তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি উহার প্রতিকার না করিলে আমাদের বাঘিলপুরে বাস অসম্ভব।"

ধীর গম্ভীর স্বরে হোসেন কহিলেন, "সকলি বুঝি। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি? দেবীদাসকে দমন করা তোমাদের পক্ষে সহজ হইবে না।"

ইস্‌মাইল। কিন্তু আপনার মেহেরবাণী থাকিলে সংসারে কোন্ জিনিষ দুর্ল্লভ?

হোসেন। তোমরা আমার পরম স্নেহাস্পদ। তোমাদের নির্য্যাতনে আমি দুঃখিত। কিন্তু কিরূপে যে ইহার প্রতিকার করা যায় তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না।

তিনি মুদিতনেত্রে স্বর্ণখচিত আলবোলায় সুবাসিত ধূমপান করিতে-ছিলেন। হোসেন এখন বাদশাহের রাজস্বসচিব।

ইস্‌মাইল। দেবীদাস ক্ষুদ্র কীটমাত্র। তাহাকে পদতলে পিষ্ট করিতে আপনাকে বিশেষ চিন্তান্বিত হইতে হইবে না।

হোসেন। বল ইস্‌মাইল, কি করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়?

ইস্‌মাইল মুহূর্ত্তকাল চিন্তার ভাণ করিয়া ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "বাদশাহের দরবারে আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। চেষ্টা করিলে কি একদল সৈন্য ছাতকে প্রেরণ করা যায় না? মনে হইতেছে, আমাদের উহাই একমাত্র অবলম্বনীয় পথ।

হোসেন। ব্যক্তিবিশেষের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য বাদ-শাহী সৈন্য প্রেরণের আবেদন অসঙ্গত ও অশোভন নয় কি?—ভাল, পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান জমিদারগণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া একযোগে দেবীদাসকে আক্রমণ কর না কেন? তুমি ইচ্ছা করিলে আমি কয়েকজন রাইস্‌কে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করিতে পারি।

ইস্‌মাইল। সকল উপায় ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই তাণ্ডায় আসিয়াছি। আপনার বোধ হয় স্মরণ নাই, আমাদের মিলিত শক্তিপুঞ্জ দেবীদাসের তিলার্দ্ধ ক্ষতি করিতে পারে নাই। বরং আমরাই পরাভূত ও নিগৃহীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

হোসেন। হাঁ, মনে পড়িয়াছে। তাই ত, এতদূর শক্তি!

হোসেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার আকারে তিনটি কথা চিত্রিত,—"কি করা যায়?"

ইস্‌মাইল বলিলেন, "এই শক্তির গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে হইবে। আপনারা থাকিতে আমরা এমনি ভাবে লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা সহিব ?"

হোসেন তাঁহার দীর্ঘবিলম্বিত শ্মশ্রুজালে অঙ্গুলীচালনা করিতে করিতে কহিলেন, "বড় আপশোষের কথা! কাফেরকে কেমন করিয়া সায়েস্তা করা যায় ভাবিয়া পাইতেছি না।"

ইস্‌মাইল। উপায় আছে। দেবীদাস মুসলমানদ্রোহী রাজা। তাঁহার এলেকায় সম্ভ্রান্ত মোস্‌লেমগণের ধন প্রাণ রক্ষা হওয়া দুষ্কর।

হোসেন। প্রমাণ ?

ইস্‌মাইল। কাশিম আলির প্রাণদণ্ড, অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলমান প্রজার প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন।

হোসেন। হেতু ?

ইস্‌মাইল। কালাপাহাড়ের প্রস্তাবিত বরেন্দ্র আক্রমণের সংবাদে তাহারা দেবীদাসের সপক্ষতা না করিয়া বাদশাহের পক্ষে লড়াই করা স্থির করিয়াছিল।

হোসেন। প্রমাণ হইবে কি, দেবীদাস গৌড় বাদশাহের প্রতিকূলে শস্ত্র ও সৈন্যসংগ্রহ করিয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, আর কাশিম প্রভৃতি তাহাই ব্যর্থ করিতে গিয়া কঠোররূপে দণ্ডিত হইয়াছে ?

ইস্‌মাইল। প্রমাণের জন্য কিছু ভাবিবেন না।

হোসেন। আর কোন অভিযোগ আছে ?

ইস্‌মাইল। দেবীদাস তিন বৎসর কাল মালগুজারি দেন নাই। এ বিষয় আপনার অগোচর নয়। উহাও বিদ্রোহের জন্য।

হোসেন। বেশ মনে আছে। দেবীদাস দুর্ভিক্ষনিবন্ধন সময়মত রাজস্ব দিতে পারেন নাই। তজ্জন্য সরকারে আরজিও করিয়াছেন।

ইস্‌মাইল। সে সব আরজি নথি প্রভৃতি তো আপনারই হাতে। উহা ধ্বংস করিতে কতক্ষণ? বিনা এতেলায় মালগুজারি বন্ধ করা দেবীদাসের অন্যতম অপরাধ।

জামাতাকে এইরূপ অকুণ্ঠিতভাবে ভীষণ মন্ত্রণা দিতে দেখিয়া হোসেন ক্ষণমাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার নৈতিক আদর্শ অনুচ্চ হইলেও তিনি সবিস্ময়ে কহিলেন, "বল কি? সরকারি কাগজ পত্র সব পোড়াইয়া ফেলিব?" অবশেষে শুধু "থয়র্‌" শব্দ উচ্চারণ করিয়া নীরব রহিলেন।

ইস্‌মাইল স্থিরচিত্তে বলিলেন, "ইহা বিনা অন্য উপায় নাই। শত্রুকে যে উপায়েই হউক পিষ্ট করাই নিরাপদ।"

হোসেন। কিন্তু—

ইস্‌মাইল। আপনার ভাগিনেয়ী সর্ব্বস্বান্তা, লাঞ্ছিতা, শত্রুভয়ে বাঘিলপুর হইতে নির্ব্বাসিতা! পাঠান বাদশাহের রাজস্বসচিব দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আমীর উল্‌ওমরা হোসেন আলি সাহেবের পক্ষে তাহা গৌরব-জনক নহে। যদি নিতান্তই দেবীদাসকে দমন করিতে না পারি তবে এ প্রাণ আর রাখিব না, এ মুখ আর দেখাইব না।

হোসেন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আজ থাক্‌। সবিশেষ পরে বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

সেদিনকার মত প্রস্তাব এই পর্য্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত রহিল।

এদিকে ইস্‌মাইল হোসেন আলির পত্নীর নিকটও সালঙ্কারে এই

সব কাহিনী বলিলেন এবং তাঁহার করুণা উদ্রেকের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হোসেন-ঘরণী পতির প্রমুখাৎ আমীনার দুর্গতির কথা কতক কতক শুনিয়াছিলেন। তারপর ইস্‌মাইলের নিকট আদ্যোপান্ত বিবরণ জানিতে পারিয়া ক্ষোভে ম্রিয়মান হইলেন। আমীনাকে বিবি সাহেবা যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সেই স্নেহের পাত্রী আজ একটি হিন্দু জমিদারের অত্যাচারে হৃতসর্ব্বস্ব ?

হোসেন-গৃহিনী অশ্রুছলছলচক্ষে পতিকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন, অচিরে ইহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য, নহিলে তাঁহার শূন্য-গর্ভ সচিবত্বে ধিক্। তাঁহার দ্বারা না হইলে, বিবি সাহেবা অগত্যা তাঁহার ভ্রাতা মকসুদাবাদের ফৌজদারের শরণাপন্ন হইবেন, ইহাও শাসাইয়া দিলেন। বহু তর্কবিতর্কের পর হোসেন আলিকে প্রতি-শ্রুত হইতে হইল যে, তিনি সত্বর ইহার প্রতিবিধান করিবেন। গৃহিনীর মনস্তুষ্টির জন্য একটা ক্ষুদ্র জমিদার দমন করা কোন্ ছার! হোসেনের দ্বিধা, বিবেক ভাসিয়া গেল। পত্নীর অশ্রুস্নাত চক্ষু ও ভৎ'সনা কোন্ কাম্যফলপ্রসবে অক্ষম ?

যাহা হউক, এইরূপে আলি সাহেব ও খাঁ সাহেবের চক্রান্তে একটি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ক্রমে রাজদ্রোহে পরিণত হইল। ইহাতে অন্যান্য কতিপয় বিশ্বস্ত অমাত্য ও বাদশাহের প্রিয়বয়স্তের সহানুভূতি আকর্ষণ আবশ্যক হইল। আলি সাহেবের বন্ধু বলিয়া যতটা না হউক, বিবিধো-পচারে তাঁহাদের অনুকম্পালাভের ও তুষ্টিবিধানের ক্রটি হইল না। হায়, উপঢৌকন! তুমি আজিও বহুরূপে বিরাজ করিয়া বশীকরণ বিদ্যার বিশাল পরিধির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছ!

যথাকালে দেবীদাসের বিরুদ্ধে বিরাট্ অভিযোগ উত্থাপিত হইল। সম্যক্ অনুসন্ধান ও সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তির প্রতি ভার অর্পিত হইল। নিযুক্ত কর্ম্মচারী হোসেনের বন্ধু। তথ্যনির্ণয় কিরূপ হইবে তাহা সহজানুমেয়। ফলবিবৃতি কেবল কালসাপেক্ষ মাত্র।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নভঙ্গ।

এক মাসের উপর হইল ইস্‌মাইল তাণ্ডায় রওনা হইয়াছেন। ইহার মধ্যে রহিম কয়েকবার আমীনার সহিত খাঁপুরে সাক্ষাৎ করিয়াছে। দেখা হইলে আমীনা কখনও দুইটা নূতন চিড়িয়া চাহিতেন, কখনও বাখিলপুরের প্রজাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, কখনও দেবীদাসের বিরুদ্ধে পুনরায় লড়াই করিতে সর্দ্দারকে উত্তেজিত করিতেন। রহিম সর্ব্বপ্রকারে আমীনার মন যোগাইতে চেষ্টা করিত। মুখে চোখে, আকারে ইঙ্গিতে, তাহার গভীর প্রেমলালসার নীরব ভাষা ফুটিয়া উঠিত। চতুরা আমীনা মনে মনে হাসিতেন ও ভাবিতেন, "থাক্‌ নরকুক্কুর, ডাকাইতের সর্দ্দার আমীনার প্রেমভিখারী! ইয়া খোদা, দুনিয়াটা হইল কি? একদিন দুলাইয়ের নবাব এমন করিলে বরং মার্জ্জনীয় হইত। আহা, বেচারা রহিমের দোষ কি? হয়ত, এ পোড়া রূপ যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়!" আমীনা দর্পণের পানে চাহিলেন। দর্পণের প্রাণ কেমন হইল কে জানে?—কিন্তু আমীনা আপন রূপে আপনি মুগ্ধ হইলেন। ভাবিলেন, "থাক বেইমান! দুই একটা কটাক্ষে, একটুকু মৃদুহাস্যে তোমাকে চরকা ঘুরাইব! তারপর নৈরাশ্য অনলে দগ্ধ করিয়া তোমাকে শূলে চড়াইব। এত বড় স্পর্দ্ধা!" কোনদিন আমীনা হাসিমুখে রহিমকে বলিতেন, "এমন জ্যোৎস্না রাত্রি কি সুন্দর, সর্দ্দার!" কুসুমাভরণা

রত্নবেদিকায় প্রতিষ্ঠিতা যুবতীর প্রতি রহিম যুক্তকরে, কুক্কুরের মত লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত,—চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিত। নয়নবাণ বর্ষণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া আমীনা বলিতেন, "সেদিন তুমি যে দুইটি চিড়িয়া দিয়াছিলে তাহারা এখন বুলি শিখিয়াছে। বেশ সে দু'টি। আমার ইচ্ছা হয়, চিড়িয়ার মত এই বসন্তের সুরভি হাওয়ায় দেশদেশান্তরে উড়িয়া যাই। তোমার ইচ্ছা হয় না?"

রহিমের আবেগরুদ্ধকণ্ঠ হইতে কোনরূপে উচ্চারিত হইত, "হয় বৈকি, বেগম সাহেবা!"

একদিন আমীনা বলিলেন, "আচ্ছা সর্দ্দার, আমাদের পক্ষ বারম্বার কেন পরাজিত হইতেছে বলিতে পার?"

রহিম কহিল, "দেবীদাসের যোদ্ধারা সংখ্যাবহুল।"

আমীনা। অন্য কারণ?

রহিম। উহারা শিক্ষায়ও উন্নত।

আমীনা। শুধু তাই কি? আমার মনে হয়, পরাজয়ের প্রধান কারণ, প্রেমচর্চ্চায় যতটা মনোযোগ দেখা যায় অস্ত্রচর্চ্চায় ততটা নহে। কি বল?

ভাবী সুখস্বপ্নে বিভোর রহিম তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জ্জরিত। তবু সে সন্দেহদোলায় দুলিতে লাগিল, লালসার ঘূর্ণিপাকে ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে হৃদয়ের রুদ্ধবেদনা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "হুজুরের মুখে একটু হাসি দেখিতে পাইলে গোলার মুখে বান্দা জান্ কবুল করিতে পারে।"

আমীনা। বল কি? একটু হাসির জন্য?

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীর অধরপ্রান্তে হাসিরেখা চমকিল। তাহা দামিনীর মত উজ্জ্বল,—দাহিকাশক্তিও উহারই মত।

আমীনা গর্জ্জিয়া কহিলেন, "সর্দ্দার, জাননা তুমি প্রভুপত্নীর সহিত কথা কহিতেছ? ইহা অপেক্ষা উচ্চদরের আত্মসম্মান তোমার নিকট প্রত্যাশা করিতাম। কিন্তু,—ছিঃ, তুমি এমন!"

রহিমের কল্পনার সৌধ তবু ভাঙ্গিয়া পড়িল না। সে তো জানিতই আমীনা সহজে বশীভূতা হইবার নহে।

যাহা হউক, এখনকার দৃশ্যে কোনরূপে শীঘ্র যবনিকা পতন করিয়া রহিম সেদিনের মত বিদায় লইল। সে মনে মনে শপথ করিল, "আমার যদি পাঠানের ঔরসে জন্ম হয় তবে দেখিব আমীনা, তুমি কতকাল আমায় অবজ্ঞা করিয়া থাকিতে পার। তোমার এ দর্প চূর্ণ করিব। আজ না হোক্ কাল তোমাকে আমার হইতে হইবে,—তা' বেগমের হালেই থাকিতে চাও বা বাঁদী হও। যেরূপ প্রণয় সেইরূপ প্রতিদান।"

দশম পরিচ্ছেদ।

বাদশাহী আমন্ত্রণ।

রাজদ্রোহের সম্যক্ অনুসন্ধানকল্পে নিযুক্ত ইয়াকুব পাবনা রওনা হইবার পূর্ব্বে ইস্মাইলের একশত সুবর্ণমুদ্রা অবলীলাক্রমে পরিপাক করিয়াছিলেন। অতএব সত্যাসত্য নির্ণয় করা কথার কথা। তবু ফকিরের বেশে তিনি দেবীদাসের রাজ্যে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশে কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াইলেন। ফিরিয়া আসিয়া সদরে জানাইলেন, দেবীদাস জনাবআলীর রাজ্যের বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এবং অবিলম্বে ইহা দমন না করিলেই নহে। সত্যই একটা বিরাট্ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে।

বাদশাহের কতিপয় প্রধান অমাত্য পূর্ব্ব হইতেই ইস্মাইলের অনুকূলে ছিলেন। দেবীদাসের কৈফিয়ৎ তলপের কথা উঠিলে তাঁহারা কহিলেন, "পরোয়ানা পাঠাইলে দেবীদাস যে আসিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? শেষে একটা লড়াই হইবে, মিছামিছি সৈন্যপ্রেরণ ও যুদ্ধের ব্যয় বহন করিতে হইবে। একটা ক্ষুদ্র রাজাকে শাসন করিতে এতটা আড়ম্বর না করিয়া তাহাকে দরবারে নিমন্ত্রণের অছিলায় আনিতে পারিলেই ল্যাঠা মিটিয়া যায়। বাদশাহের সনির্ব্বন্ধ আহ্বানে দেবীদাস অবশ্যই আসিবে।" অতএব ছাতকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানই স্থির হইল।

দেবীদাস এই বাদশাহী আমন্ত্রণে কোন ছল বা চাতুরী দেখিতে পাইলেন না। তিনি সরলচিত্ত, সরলভাবে গৌড় বাদশাহের পত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অনেক দিন দরবারে যান নাই। এবার না গেলে ভাল দেখায় না। তাই দেবীদাস তিনটি অল্পবয়স্ক পুত্রসহ তাণ্ডায় রওনা হইলেন। বাড়ীতে রহিলেন, বড় ঠাকুর কার্ত্তিক, কালিদাস, চণ্ডীদাস ও নরোত্তম ছোট ঠাকুর।

মাধবের মন মানিল না বলিয়া তিনিও দেবীদাসের সঙ্গে চলিলেন। তারা রাজান্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন।

তাণ্ডায় পঁহুছিয়া দেবীদাস উপযুক্ত অভ্যর্থনার ত্রুটি লক্ষ্য করিলেন। তাহা মাধবের মনেও নানা সন্দেহের সূচনা করিল। তবে কি এই আমন্ত্রণ দেবীদাসের অবমাননার জন্য? ইহার মূলে কি কোন গভীর চক্রান্ত আছে?

যদি সত্যই দেবীদাসকে অতর্কিতে জালে ফেলিবার মন্ত্রণা হইয়া থাকে, তবে উপায়? সঙ্গে লোক মুষ্টিমেয়। তাণ্ডায় বাদশাহী সৈন্য অগণিত। গুহাশায়ী শার্দ্দূলকে কোন্ সাহসে উত্তেজিত করা যায়?

ইহার পর রাজার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে আরও ইচ্ছাকৃত ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল। মাধব শঙ্কিত হইয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার প্রভুকে বাদশাহ কিরূপ অভ্যর্থনা করেন জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিলেন।

যথাকালে দেবীদাস বঙ্গাধিপের সমক্ষে নীত হইলেন। গৌড় বাদশাহ সুলেমান করাণী বিচিত্র রত্নখচিতসিংহাসনে সমাসীন। দরবারকক্ষ নানা কারুকার্য্যে সুরঞ্জিত, অপূর্ব্ব মণিমাণিক্যে সমুজ্জ্বল,—

কোথাও বিদ্যুদ্বৎভাস্বরদীপ্তি, কোথাও জ্যোৎস্নাসন্নিভস্নিগ্ধজ্যোতিঃ, কোথাও বহ্ন্যৎকীর্ণপ্রোজ্জ্বলশিখা, কোথাও তপনবিকীর্ণহেমচ্ছটা, কোথাও নীলকান্তের নীলোৎপলবিভ্রমভাতি, কোথাও প্রবাললোহিত রত্নরাজির রক্তরাগ। সভাস্থল গায়ক বাদক স্তাবক যাচকে মুখরিত, শাস্ত্রী যন্ত্রী মল্ল ভল্ল শূরবর্গে সুশোভিত, উজীর ওমরাহ কাজি উলামায় অলঙ্কৃত,—মূর্ত্ত বিলাসিতা ও দৃপ্ত শক্তির আস্ফালনে আলোড়িত।

দেবীদাস বাদশাহকে কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার উপবেশনের উপযোগী স্থান না দেখিয়া তিনি পরক্ষণেই গমনোন্মত হইলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, "যাও কোথা, সিন্দুরী-রাজ? আজ তোমাকে কিছুক্ষণ এই ভাবে আমাদের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে হইবে।"

সুলেমান করাণী কিয়ৎকাল মনোভিনিবেশ সহকারে সরকারি কাগজ পত্র দেখিতে লাগিলেন এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সচিবের সহিত বিষয়ান্তরে কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রচ্ছন্নরোষ ও বিরক্তি সহকারে দেবীদাস কহিলেন, "আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবার উদ্দেশ্য কি, গৌড়েশ্বর?"

সুলেমান। বিদ্রোহীকে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক সম্মান দেখাইতে হইবে, দেবীদাস?

বিস্ময়ে উত্তেজিত বৃদ্ধ নরপতি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "আমি বিদ্রোহী? —জীবনে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। আর, আজ এই জীবনের অপরাহ্নে অবিশ্বাসী হইব?"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সুলেমান বলিলেন, "নির্দ্দোষিতার ভাণ নিষ্প্রয়োজন।"

দেবীদাস। আমার অপরাধ?

সুলেমান। কালাপাহাড়ের প্রস্তাবিত বরেন্দ্র আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলে?

দেবীদাস। কালাপাহাড়ের অভিযান ও হিন্দুর জাতিধর্ম্মকুলমানে বলিদান একই কথা। তাহার প্রস্তাবিত অত্যাচারনিবারণের প্রয়াস বিদ্রোহ নহে।

সচিব। তবে তুমি স্বীকার করিতেছ, কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে সমরের আয়োজন করিয়াছিলে?

দেবীদাস। কালাপাহাড়ের উৎপীড়ন বাদশাহের অভিপ্রেত হইতে পারে না। তজ্জন্য যে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহা রাজদ্রোহ নয়।

সচিব। বাদশাহের সেনাপতি বাদশাহেরই সামরিক প্রতিনিধি।

দেবীদাস। সে হিসাবে একজন ফাঁড়িদার চৌকিদারও গৌড় বাদশাহের প্রতিনিধি। তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত অন্যায় কার্য্যের প্রতিরোধ রাজদ্রোহিতা কিরূপে?

দ্বিতীয় অমাত্য। কালাপাহাড়ের অত্যাচার স্বতঃসিদ্ধ কিসে?

দেবীদাস। বিচূর্ণ দেবমন্দির, লাঞ্ছিত ধর্ম্মচ্যুত সহস্র হিন্দুসন্তান, ভস্মাবশিষ্ট অজস্র ধর্ম্মগ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য। বৈশাখে পশ্চিমাকাশে কালমেঘ দেখিলে কালবৈশাখীরই আশঙ্কা হয়।

সচিব। হিন্দুরাজ, আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার ক্ষেত্র ভুল করিয়াছেন, আমরা আপনার রাজভক্তির নিদর্শন চাই।

সুলেমান। যাহারা আমাদের পক্ষে লড়িবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিয়াছ ?

দেবীদাস। সে কাহারা ?

সুলেমান। তোমারই পরগণার সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ। তাহাদের নেতা কাশিম আলির প্রাণদণ্ডের কথা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হও নাই ?

দেবীদাস। এতক্ষণে বুঝিলাম, এ সকলই আমার কোন গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত। নহিলে আমার বিদ্রোহী সেনাপতি ও তাহার অন্যান্য সহযোগীর ষড়যন্ত্র ভিন্নবর্ণে চিত্রিত হইবে কেন ? গৌড়েশ্বর, আমি নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও ন্যায়বিচার চাই। স্থির বলিতে পারি, সত্যের আলোকে অলীক অভিযোগ একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পারিবে না।

সুলেমান। পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানজমিদারগণ তোমার অত্যাচারে সন্ত্রস্ত ?

দেবীদাস। অসম্ভব। পাষণ্ড ইস্মাইল খাঁ ব্যতীত আর কেহ এ অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারে না। বুঝিয়াছি, সেই আমার সকল বিড়ম্বনার মূলে। দুর্ব্বৃত্ত তাহার পাপের প্রতিফল ভোগ করিয়াছে মাত্র। উহাও কি গৌড় বাদশাহের বিরুদ্ধে অপরাধ ?

সুলেমান। তিন বৎসর মালগুজারি বাকি। ইহার কারণ ?

দেবীদাস। দুর্ভিক্ষ। প্রজারা অনাহারে মৃতপ্রায়, কঙ্কালসার, সর্ব্বস্বান্ত। রাজস্ব দিব কিরূপে ? হায় বাদশাহ ! সে দৃশ্য যদি আপনি দেখিতেন !—গৌড়েশ্বর, বাঙ্গালী মিথ্যাকে ঘৃণা করে। দুর্ভিক্ষের কথা সত্য কিনা তাহা অনুসন্ধানে সহজেই জানা যাইতে পারে। রাজস্ব দিবার অক্ষমতানিবন্ধন প্রতিবারে যথাবিহিত আরজি হুজুরে পেশ করিয়াছি।

হোসেন। হুজুরে এরূপ কোন আরজি এতকও পেশ হয় নাই।

এমন সময় একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মিথ্যা কথা। আমি সপ্রমাণ করিব, রাজা দেবীদাসের আর্জি সদরে পেশ হইয়াছে। বর্ত্তমান অভিযোগ হোসেন আলি, ইস্মাইল ও ইয়াকুবের চক্রান্তের ফল।"

সহসা সভাস্থল এক বিষম কোলাহলে আলোড়িত হইল। "পাক্ড়ো," "পাক্ড়ো," "মার্ মার্" শব্দে দরবারের মর্য্যাদা বিলুপ্ত হইল। সচিব সেই পুরুষকে গ্রেপ্তার করিতে সান্ত্রীদিগকে আদেশ দিলেন।

দেবীদাস চাহিয়া দেখিলেন, তিনি দয়ানন্দ স্বামী।

বাদশাহের আদেশক্রমে দেবীদাসকে সপুত্রক হাজতে পাঠান হইল। দয়ানন্দও কারাধ্যক্ষের আতিথ্যগ্রহণে বাধ্য হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

উমার কথা।

গোস্বামী ঠাকুর ও করিম বৃন্দাবন যাইবার পথে তাণ্ডার নিকটে মহেশপুরের ঘাটে উমাকে নামাইয়া দেন। অদূরে এক নিবিড় অরণ্য, মনুষ্য সমাগম মাত্র নাই। গাছে গাছে ঠেসাঠেসি মেশামেশি; যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু অনন্ত তরঙ্গায়িত হরিৎসৌন্দর্য্যের মেলা!

উমা শুনিয়াছিলেন অদূরে দয়ানন্দ স্বামীর এক শিষ্য কালিকানন্দ ঠাকুরের মঠ আছে। তিনি তাহারই অন্বেষণে চলিলেন। যবনীবেশ ত্যাগ করিয়া ভাগীরথী নীরে স্নান করিলেন। সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিতে আর এক প্রহর অতীত হইল। প্রায় অপরাহ্ন হইয়া আসিল, সন্ধ্যা সম্মুখে। উমার অল্প অল্প ভয় করিতে লাগিল। যাহা হউক, সাহসে ভর করিয়া তিনি বহু পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় মঠে পঁহুছিলেন।

তখন সবে মাত্র সান্ধ্য আরতি আরম্ভ হইয়াছে। অরণ্যমধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির। তাহাতে প্রতিষ্ঠিতা কালিকা মূর্ত্তি, ধূপাদি সুরভিত কক্ষ, বহু দীপালোক বিচ্ছুরিত রশ্মিতে সেই মূর্ত্তি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। সম্মুখে ঠাকুর কালিকানন্দ রুদ্রাক্ষমালা জপ করিতেছিলেন। একতানে চণ্ডীপাঠও চলিতেছিল। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিস্ময়ে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উমা যুক্তকরে দণ্ডায়মানা রহিলেন।

আরতি শেষ হইলে সকল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী একে একে কালিকানন্দের পদধূলি লইলেন। তিনিও প্রসন্নমুখে তাঁহাদিগের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সর্ব্বশেষে উমাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "তুমি কে মা?" উমা কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। কালিকানন্দ সকলকে বিদায় দিয়া উমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল শ্রবণ করিলেন। তৎপর প্রকাশ্যে কহিলেন, "মা, মন স্থির করা বড় কঠিন। আজ বিশ বৎসর কাল ঠাকুরের নিকট দীক্ষা পাইয়াছি। তবু এখনও মন স্থির করিতে পারিলাম না। তোমার বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছি। তুমি তাওয়ায় আসিতেছ সে সংবাদও ঠাকুর আমাকে জানাইয়াছেন। ঠাকুর অন্তর্যামী, সর্ব্বদর্শী।—মা, রাত্রি হইয়াছে। অদূরে সন্ন্যাসিনী আশ্রম। আহারাদি করিয়া সেখানে বিশ্রাম কর,—কোনও কষ্ট হইবে না। চল, আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।"

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে আশ্রমের বেদগান শুনিতে শুনিতে উমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আহা, কি সুন্দর স্থান! ইহা যেন জনকোলাহলমুখরিত বাসনাজর্জ্জরিত সংসারের ভিতর ভূস্বর্গ!

একে একে সন্ন্যাসিনীদের সহিত উমার পরিচয় হইল। তাহাদের মধ্যে বহু ভ্রষ্টচরিত্রা সেবাদাসী, বৌদ্ধভিক্ষুণী ও বৈষ্ণবী নবজীবন লাভ করিতেছিল। ঠাকুর বলিতেন, "সংযমী হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মে রত হইলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। চিত্তশুদ্ধি না হইলে সকলই বৃথা।" দুর্ভিক্ষে, রোগে, শোকে, সংগ্রামে জাতিনির্ব্বিশেষে আর্ত্ত আহতের সেবা কর। কর্ম্মের ভিতর দিয়া মাকে তুষ্ট কর। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" দয়ানন্দ

নিষ্কাম কর্ম্মের নিরলস সাধক। তিনি ধীরে ধীরে একদল কর্ম্মী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

সেই দিন সায়াহ্নে উমা কালিকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দীর্ঘকাল কথাবার্ত্তার পর উমার চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া কালিকানন্দ বলিলেন, "মা, তাণ্ডায় গিয়া তোমার স্বামী সন্দর্শন করিয়া আসিও। একজন সন্ন্যাসী ও দুই জন সন্ন্যাসিনী তোমার সঙ্গে যাইবেন। সেখানে থাকিবার কোন কষ্ট হইবে না। পরম বৈষ্ণব সর্ব্বানন্দ আমাদের বিশেষ পরিচিত। তাঁহারই আশ্রমে কিছুদিন থাকিও।"

উমা যাত্রার বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি যখন সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের আশ্রমে পঁহুছিলেন তখন অল্প বেলা হইয়াছে। চরাচর রবিকরোদ্ভাসিত। স্থলে স্থলপদ্ম শেফালিকা, জলে কুমুদ কহ্লার,—বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র শ্যাম সৌন্দর্য্যে উচ্ছ্বসিত। অদূরে কুসুমিত মাধবীকুঞ্জ হইতে কলকণ্ঠের কুহুরব উথলিয়া উঠিতেছে। উর্দ্ধে আকাশতলে পাপিয়ার ললিতঝঙ্কার শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিতেছে। তখন সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের মন্দিরপ্রাঙ্গনে কীর্ত্তনীয়ারা গাহিতেছিল,—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

তাণ্ডায় পদার্পণের পর উমার হৃদয় কত আশা, কত শঙ্কা, কত সংশয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্বামী, বিধর্ম্মী, যবনীপতি, পরস্ত্রীপ্রেমানুরাগী, চরিত্রহীন, অধার্ম্মিক, উমা সব জানিতেন। কিন্তু তবু স্বামী! উমা পুনর্ম্মিলনের প্রত্যাশা রাখিতেন না, কিন্তু হৃদয়েশ্বরকে দেখিয়াও সুখ। তাই তিনি কোথায় কেমন করিয়া দেখা হইবে সেই সুযোগ

অন্বেষণ করিয়া তাণ্ডায় ঘুরিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের আশ্রমে পূজা সঙ্কীর্ত্তনে ধ্যান ধারণায় কাটিত। রাত্রে যবনের বেশে তাণ্ডার পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এমনি করিয়া কত দিন কাটিত।

উমার নিকটে ক্ষুধায় অমৃত, তৃষ্ণায় বারি। নানা ভাবের সংক্ষোভে তাঁহার হৃদয় ওতপ্রোত। এখন তিনি আর নবীন যোদ্ধৃবেশধারী যবন নহেন, হর্ষ বিষাদের ক্রীড়াপুত্তলি সুখদুঃখে যুগপৎপীড়িতা রমণী মাত্র। কত অতীত স্মৃতি, পুরাতন প্রীতি তরুণ হইয়া তরুণীর হৃদয় আলোড়িত করিত। দুঃখের নিবিড়কৃষ্ণ অন্তরাল হইতে সুখসৌদামিনী ক্ষণে হাসিত, ক্ষণে মিলাইত। নৈরাশ্যের আবর্ত্তে পড়িয়াও উমা আশার তৃণটুকু ধরিয়া রহিতেন। সে আশা আপনার সুখের জন্য নহে, পতির কল্যাণ চিন্তায় সঞ্জীবিত।

উমার প্রেম স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, নির্ঝরের ন্যায় নির্ম্মল, সুধাংশুর ন্যায় শীতল, চন্দনের ন্যায় পবিত্র, বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, সিন্ধুর ন্যায় অতলস্পর্শ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——fo:——

কে এই যুবক?

সন্ধ্যার অন্ধকার জনাকীর্ণ তাণ্ডানগরীর নরনারীকোলাহলমুখরিত বর্ত্মের উপর ধীরে ধীরে আপনার ছায়া বিস্তার করিতেছিল। জন-মানবের শব্দ ক্রমে মন্দীভূত। এমন সময় ইস্‌মাইল খাঁ একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। বিশেষ প্রয়োজন, তাই দ্রুতপদে চলিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত কে যেন তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছে। একবার, দুইবার, তিনবার তিনি সেই মূর্ত্তিকে দেখিতে পাইলেন। ক্রমে উহা নিতান্ত সমীপস্থ হইল। তার পর, কাহার আর্ত্তস্বর সহসা বায়ুমণ্ডলে আবর্ত্ত খেলিয়া মিলাইয়া গেল। কণ্ঠধ্বনি ইস্‌মাইল খাঁর।

সবেগে আর একব্যক্তি তাঁহার দিকে ছুটিয়া গেল। আততায়ী ইস্‌মাইলকে ভূপাতিত করিয়া পুনরাক্রমণে উদ্যত হইবামাত্র তিনি সেই পাপিষ্ঠের গলদেশে অলক্ষিতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বসাইয়া দিলেন। দুর্ব্বৃত্ত আর্ত্তনাদ করিয়া ধরাশায়ী হইল।

ইস্‌মাইল ভয়ে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। আততায়ী তাঁহারই শরীররক্ষী কালাচাঁদ। সে আজ এই অসমসাহসিক নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল কেন?

খাঁ সাহেব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "একি ! কালাচাঁদ, তুমিই আমার হত্যাকারী ?"

ধীরে ধীরে বেদনাজড়িত অস্পষ্টস্বরে কালাচাঁদ কহিল, "আমি—শত্রু,—বধ করিতে—উঃ, চলিলাম"—

ইস্‌মাইল। এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার কেন হইল, কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদ। জ্বলে গেল !—সর্দ্দার,—তোমার জন্য—বিদেশে—প্রাণ গেল ।—উঃ ! ওঃ !—নবাব সাহেব,—আঃ !

বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় কালাচাঁদ দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিল।

রজনীর ক্ষীণালোকেও ইস্‌মাইল বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা একজন নবীন যুবক, তাঁহারই নিকটে দাঁড়াইয়া। খাঁ সাহেব কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিলেন, "কে তুমি আমায় হত্যাকারীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিলে ? বিদেশে আমার জান্ বাঁচাইলে ?"

যুবক সবিনয়ে বলিলেন, "আমিও বিদেশী। যদি আপনার কিছু সাহায্য করিতে পারিয়া থাকি সে তো মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। তাহাতে পৌরুষ কি ?"

ইস্‌মাইল। তোমার নাম ?

যুবক। ওমায়েদ খাঁ।

ইস্‌মাইল বিদেশী যুবককে বলিলেন, "ওমায়েদ, তোমার ঋণ ইহকালে পরিশোধ হইবার নহে। তবু আমি তোমার কোন উপকারে আসিতে পারিলে ধন্য হইব। বল, আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি ?"

ওমায়েদ। কিছুই করিতে হইবে না। আপনার বিপদোদ্ধারেই আমার তৃপ্তি ও আনন্দ।

তথাপি ইস্‌মাইল তাঁহাকে নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বলিলেন, "যুবক, তোমার উর্দ্দু পার্শিতে যদি কিছু অধিকার থাকে, তবে সরকারের রাজস্ববিভাগে তোমার একটি চাকরি জুটাইয়া দিতে পারি। সৈন্যবিভাগে ইচ্ছা কর, সেখানেও তোমার সুবিধা করাইয়া দিতে পারি। আমার নাম, মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁ। আমীর উল্ ওমরাহ হোসেন আলি আমার মামা শ্বশুর।"

ওমায়েদ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "শুনিয়া বাধিত হইলাম। কিন্তু চাকরি করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। তবে আপনি নিতান্তই যদি আমার কোন উপকার করিতে ইচ্ছুক হন, মাঝে মাঝে আপনার সাক্ষাৎ পাইলেই সুখী হইব। আপনি সম্ভ্রান্ত লোক। গরীবকে স্মরণ রাখিবেন। ইহার অধিক অনুগ্রহ আমি চাহি না।"

ইস্‌মাইল। বল কি! তোমার প্রার্থনার কিছুই নাই?

তিনি মনে মনে ভাবিলেন, লোকটা হয় দেওয়ানা, নয় হতাশ প্রেমিক। পরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভাল, তুমি থাক কোথায়? কি জন্য এখানে আসিয়াছ জানিতে পারি কি?"

ওমায়েদ। কিছু দূরে থাকি। আপাততঃ একা আছি। সাক্ষাতের জন্য আপনাকে কোন কষ্ট করিতে হইবে না। আমিই আপনার নিকট আসিব।

ইস্‌মাইল। এখানে আত্মীয়স্বজন কেহ নাই?

ওমায়েদকে নিরুত্তর দেখিয়া ইস্‌মাইল বুঝিতে পারিলেন যুবক বাটী হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া তাণ্ডায় আসিয়াছে, কাজেই আত্মপরিচয়প্রকাশে অনিচ্ছুক।

সহসা ওমায়েদের দৃষ্টি ইস্‌মাইলের হস্তের উপরিভাগে পতিত হইল। তিনি ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "একি, আপনার হাত দিয়া যে রক্ত পড়িতেছে! দেখি, কোথাও আঘাত লাগিয়াছে নাকি ?"

আঘাত স্কন্ধের নীচে। গুরুতর নয়। তবু ওমায়েদের দুশ্চিন্তা বেশী। জলাশয় নিকটে। আপনার বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া যুবক উহা জলসিক্ত করিলেন। তাহা দিয়া আহত ইস্‌মাইলের হাত বাঁধিয়া দিলেন।

ইস্‌মাইল বলিলেন, "আঘাত সামান্য। তুমি মিছামিছি অত ব্যস্ত হইও না।"

ওমায়েদ। বেদনা কেমন ?

ইস্‌মাইল। বেশী নয়। একবার অন্যত্র যাইবার দরকার ছিল।

ওমায়েদ। রাত্রি অধিক হইয়াছে। আপনাকে পঁহুছাইয়া দিয়া তবে আমি বাড়ী যাইব। এমন দুর্ব্বল শরীরে আপনাকে একা ছাড়িয়া দিতে সাহস হয় না।

ইস্‌মাইল ও ওমায়েদ হোসেন আলির বাটীতে পঁহুছিলেন। ওমায়েদ পরক্ষণেই সেই ঘনান্ধকারে অদৃশ্য হইলেন।

আলি সাহেব ও তাঁহার পত্নী কালাচাঁদের কাণ্ডে স্তম্ভিত হইলেন। হাকিম আবদুল লতিফ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া বলিয়া গেলেন, "খাঁ সাহেবর জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই।"

সেই রাত্রে ইস্‌মাইলের হৃদয় শত যন্ত্রণায় মথিত হইতে লাগিল। গভীর রাত্রি। তবু ইস্‌মাইল বিগতনিদ্র। কত অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের চিন্তা, সংসারের জটিল রহস্য তাঁহাকে অবসন্ন করিতেছিল।

তিনি ভাবিতেছিলেন, এই সুখ, এই শান্তি, এই জীবন! কেবল স্বার্থ ও অর্থ লইয়া সংসার! সর্দ্দার রহিমের নিযুক্ত হত্যাকারী কালাচাঁদ! আমায় বধ করিবার জন্য কি বিরাট্ ষড়যন্ত্র! রহিম কি আমার বিষয়াকাঙ্ক্ষী? আমীনার প্রণয়ী?—এই সংসার! এই ঐশ্বর্য্যসুখ! সর্ব্বস্ব বিনিময়ে আমি যে লালসার অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছি! ইহা বুঝি তাহার প্রায়শ্চিত্তের সূচনা!”

ইস্মাইল আর ভাবিতে পারিলেন না। সমস্ত সংসার যেন তাঁহার সম্মুখে ঘুরিতেছিল, পদতল হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছিল

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

———:o:———

দুইটি প্রাণের কথা।

বসন্তের প্রভাত বড় সুন্দর। শ্যামাঞ্চলা কুসুমিতা প্রকৃতি বিচিত্র বর্ণে, শব্দে, ছন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। নীল সরোবরে অমলধবল কুবলয়-পুঞ্জ,—নীলাকাশে চন্দ্রসনাথ নক্ষত্রমণ্ডল, জ্যোৎস্নাগর্ব্বিতা যামিনীর উজ্জ্বল অলকাভরণ। প্রকৃতির এই অনন্ত সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতের ভিতর ক্ষুদ্র মনুষ্যহৃদয়ও এক বিচিত্র সুরে তরঙ্গিত হইতেছিল।

কিন্তু আজ ইস্‌মাইলের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বন্ধুবর্গের সহিত রসালাপ, নর্ত্তকীদিগের নৃত্যগীত, দূরাগত নহবৎ ও রসানচৌকির ললিতরাগিণী, উড্ডীয়মান পারাবতের বিচিত্র ভঙ্গী, বুলবুলের লড়াই, মর্ম্মরউৎসনিঃসৃত গোলাপজলে স্নান, কিছুই প্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ করিতে পারিতেছিল না। ইস্‌মাইল ধীরে ধীরে উদ্যানপথে বিচরণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, আমীনা অবিশ্বাসিনী? ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু রহিম তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করিল কেন? শুধু কি বিষয়লালসায়?

এমন সময়ে ওমায়েদ ধীরে ধীরে ইস্‌মাইলের পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব, আজ এত বিমর্ষ? এমন সুন্দর ধরা, এমন সুন্দর গগন, এমন সুন্দর উপবন"—যুবকের মুখে চোখে হর্ষ ফুটিয়া উঠিতেছিল।

ইস্‌মাইল বান্দাকে বলিলেন, "আন সিরাজি, ডাক নর্ত্তকীদের!" কিন্তু পরক্ষণেই কহিলেন, "না থাক্, আজ কিছুই ভাল লাগিতেছে না।"

তারপর খাঁ সাহেব ওমায়েদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক, তুমি কি কথনও কাহাকে ভাল বাসিয়াছ?"

নতমুখে ওমায়েদ বলিলেন, "বাসিয়াছি। প্রাণের অন্তস্তল হইতে আজিও তাহাকে ভালবাসি।"

ইস্‌মাইল। প্রতিদান পাইয়াছ?

ওমায়েদ। তাহার আশা রাখি না।

ইস্‌মাইল। তবু ভালবাস?

ওমায়েদ। বাসি।

ইস্‌মাইল। লাভ?

ওমায়েদ। ভালবাসিয়াই লাভ। ফুলের ফুটিয়াই সুখ।

যুবকের মুখে ম্লানহাস্য। নয়ন হইতে এক ফোঁটা অশ্রুও বুঝি পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভালবাসিয়া সব সময়ই কি প্রতিদান পাওয়া যায়? তাহা হইলে এই বয়সে সংসার ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইব কেন? হৃদয়ে দাবানল লইয়া বর্গচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইব কেন? কে জানিত, আমার প্রাণের অধিক প্রাণ, জীবনের অধিক জীবন এমনভাবে আমায় প্রত্যাখ্যান করিবে?"

ইস্‌মাইল। ওমায়েদ, আমার দুঃখ তোমা হইতেও দুঃসহ।

ওমায়েদ। আপনার ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান্ ভাগ্যবান্ সুপুরুষকে বেহিস্তের পরীও যে হৃদয় সমর্পণ করিবে। আপনার দুঃখ কি, খাঁ সাহেব?

ইস্‌মাইল। শুন ওমায়েদ, তুমি যেমন এক রমণীকে সমস্ত হৃদয় দিয়া

ভালবাসিয়াছিলে, ভালবাসিয়া চিরদিনের মত মরমে মরিয়া আছ, আমাকেও এক রমণী তেমনি আকুলভাবে ভালবাসিত, ভালবাসিয়া বুঝি অকালে শেফালিকার মত সংসারের তাপে ঝরিয়া গিয়াছে। আমি তাহার অতুল প্রেমের সামান্য প্রতিদানও দিই নাই, একটা পোষা ময়নার প্রতি লোকে যে স্নেহটুকু দেখায় আমি তাহাকে সে স্নেহও কখন দেখাই নাই। সে যতই আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া জড়িতলতার মত বেড়িয়া রহিতে চাহিয়াছে আমি ততই তাহাকে দুই হাতে ঠেলিয়াছি। সে আমার হয়ত আর বাঁচিয়া নাই!

ওমায়েদ। যে একবার ভালবাসিয়াছে মরা তাহার পক্ষে তত সহজ নহে।

ইস্‌মাইল। শুনিয়াছি, প্রত্যাখ্যানের পর সে কিছুদিন গৃহে ছিল। তারপর কোথায় গিয়াছে, কি হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। হায়, একবার যদি তাহাকে দেখিতাম, একবার পাইতাম!—আমার হৃদয় আকাশের অন্ধকারে সে উজ্জল ছায়াপথ, সকল দুঃখের মাঝখানে একমাত্র সুখ। তবু ভ্রান্ত আমি, মূঢ় আমি, তাহাকে ত্যাগ করিলাম। হায়, তাহার স্থানে যাহাকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইলাম কে জানিত এমন অবিশ্বাসিনী সে,—আমার জীবন চিরদিনের মত শ্মশান করিয়া দিবে?

ওমায়েদ। অবিশ্বাসিনী? এও কি সম্ভব?

ইস্‌মাইল। তুমি যাহাকে হত্যা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ সে কে জান? আমার শরীররক্ষী কালাচাঁদ, আমারই সর্দ্দার রহিম কর্ত্তৃক আমারই জীবনসংহারে নিযুক্ত! বিশ্বাসী রহিম প্রভুর বিষয়ের সঙ্গে আজীবন প্রভুপত্নীর হৃদয়ের অধীশ্বর হইবার ষড়যন্ত্র করিয়া ভাব

দেখি কি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে! বিনা উৎসাহে, বিনা ভরসায় সে কখনও এমন অসীম সাহসে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

ওমায়েদ। এত অল্প কারণে আপনার স্ত্রীর সতীত্বের উপর এরূপ নিষ্ঠুর ধারণা করিবেন না। হইতে পারে, বিবি সাহেবা রহিমের কাণ্ডের কিছুই জানেন না, আপনি কেবল মিথ্যা সন্দেহে কষ্ট পাইতেছেন।

ইস্‌মাইল। সরল যুবক, এখনও সংসার চিনিলে না। এই হত্যার অন্তরালে কত গুপ্ত অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? তুমি কি বুঝিবে যুবক, আমি প্রেমের আকুল আহ্বান তুচ্ছ করিয়া লালসার কি ভীষণ বহ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলাম! স্নেহময়ী মাতার আঁখিজল, প্রেমময়ী পত্নীর প্রগাঢ় প্রেম, কোন দিকে দৃক্‌পাত করিলাম না।—হায় হায়, কুটীরের? মরকত ফেলিয়া বিলাসবিভবদীপ্ত প্রাসাদের কাচের ঔজ্জ্বল্যে কেন মুগ্ধ হইলাম? মন্দার ফেলিয়া পলাশের সৌরভহীন রক্তরাগে কেন মোহিত হইলাম? হিরণ্ময়ীলতাভ্রমে বিষবল্লরী কেন আলিঙ্গন করিলাম? কেন ভুলিলাম, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম না?

ওমায়েদ। বিষাদে অধীর হইবেন না। দুরাশামত্ত সর্দ্দার হয়ত বিবি সাহেবার অজ্ঞাতে দুরন্ত বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছে। তাহাকে শাসন করা কঠিন নহে।

এইরূপে ইস্‌মাইল ও ওমায়েদ মাঝে মাঝে নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত পরস্পরের নিকট হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিতেন। ওমায়েদের অতি সাধারণ কথায়ও অনন্য সাধারণ মাধুরী, স্বরে কড়ি ও কোমলের লহরী, সান্ত্বনায় শান্তির নির্ঝরবারি। তাহাতে ইস্‌মাইলের দুঃখম্লান অবসন্ন হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্য জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া যাইত। ওমায়েদ উচ্ছ্বাসে

কোন কথা বলিলে যখন তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর লজ্জারুণগণ্ড ও প্রশান্ত করুণ নয়নযুগল দীপ্ত হইয়া উঠিত তখন ইস্‌মাইল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে যেন কোন অতীত স্মৃতির ছায়া দেখিতে পাইতেন। যেন কোন চিরপরিচিত দূরাগত কণ্ঠস্বর, যেন কাহার প্রণয়সিক্ত কোমল হৃদয় সহসা মনে পড়িত। ইস্‌মাইল ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পাইতেন না। স্বার্থের ঝঞ্ঝা, ষড়যন্ত্রের বিভীষিকায় তিনি ওমায়েদকে যেন কোন দেবদূত মনে করিতেন। এমন সঙ্গে ইস্‌মাইল বহুকাল বঞ্চিত ছিলেন। ওমায়েদও বুঝি এমন ঘনিষ্ঠভাবে আর কাহার সহিত কখনও মেশেন নাই। ইস্‌মাইলকে দেখিলেই তাঁহার বদনমণ্ডল অপূর্ব্বভাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, আবেশে তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ ও করুণবেদনায় হৃদয় বিগলিত হইত। ধরি ধরি, ধরা দেয় না,—কাছে, এত কাছে, তবু যেন বহুদূরে,—এ কোন্ রহস্যজাল, এ কোন্ তিরস্করিণী মায়া? শুধু বুঝি দূর হইতে দেখিবার, শুধু মুগ্ধ হইবার, অথচ পাইবার নহে,—কে এই যুবক?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

———:o:———

বাদশাহের আদেশ।

দয়ানন্দ স্বামীর সাক্ষ্যে নানা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। তিনি যে সকল অকাট্য প্রমাণ উত্থাপিত করিলেন তাহাতে রাজা দেবীদাসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ টিকিতে পারিল না। হোসেন আলি ও ইস্‌মাইলের চক্রান্ত কতকটা যে ধরা না পড়িল এমন নহে। কিন্তু সিন্দুরীরাজের উপর বাদশাহের ক্রোধ প্রশমিত হইল না। তিনি বন্দী রাজাকে বলিলেন, "দেবীদাস! তোমার বিরুদ্ধে প্রায় সকল অভিযোগই প্রত্যাহৃত হইয়াছে। কেবল একটি বিষয়ে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে অপরাধমুক্ত মনে করিতে পারিতেছি না। তোমারই স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ যে, তুমি কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলে, অর্থাৎ বাদশাহী সৈন্যের ভাবী আক্রমণ নিবারণের জন্য শস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলে। শুধু অত্যাচারভয়ে কেহ এতদূর অগ্রসর হয় না। ইহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ চাই।"

প্রধান অমাত্য। বাদশাহ ঠিক্ বলিয়াছেন। এ বিষয়ে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে ছাতকরাজকে মুক্তি দেওয়া যায় না।

দেবীদাস বলিলেন, "জনাব আলি, আমার বক্তব্য পূর্ব্বেই আপনাকে নিবেদন করিয়াছি। উহার অধিক কিছু বলিবার নাই।"

সুলেমান করাণী। সামন্ত রাজ, দেখিতেছি, তুমি নিজের ও প্রজা-দিগের ধর্ম্মরক্ষার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলে। কেমন নয়?

দেবীদাস। বাদশাহের অনুমান সত্য।

সুলেমান। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তোমার ধর্ম্ম তোমার রাজভক্তির একমাত্র অন্তরায়। কেবল এই অন্তরায় দূর হইলে তুমি আমার পরমপ্রিয় করদরাজ হইতে পার।

সবিস্ময়ে দেবীদাস কহিলেন, "বাদশাহের অভিপ্রায় কি?"

সুলেমান। সহজ কথায়, যে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তুমি উদ্‌গ্রীব হইয়া-ছিলে তাহা তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে ও তোমার গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

উত্তেজিতস্বরে দেবীদাস গর্জ্জিয়া কহিলেন, "অসম্ভব। বাদশাহকে আমার মস্তক দিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্ম দিতে পারি না।"

রুক্ষকণ্ঠে সুলেমান বলিলেন, "বটে, এত দর্প, এত আস্ফালন? বাদশাহের আদেশলঙ্ঘনের স্পর্দ্ধা কাহার?"

সভাস্থল নিশীথিনীর ন্যায় নীরব। সমবেত জনমণ্ডলী দেখিতে পাইলেন, মৃত্যুর করাল ছায়া ছাতকাধিপতিকে বেষ্টন করিয়াছে।

দেবীদাস গৌড়েশ্বরকে বলিলেন, "বাদশাহের সম্মুখে স্পর্দ্ধা করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মের নিকট জীবনও অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি।"

ক্রোধে স্পন্দিতকায় সুলেমান করাণী কারাধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বক্তিয়ার, কাল অপরাহ্নে ছাতকের রাজকুমারগণকে এই উদ্ধত জমিদারের সম্মুখে প্রকাশ্যস্থলে ফাঁসি দিবে।"

নিকটে বজ্রপাত হইলে লোকে যেরূপ চমকিত হয় দেবীদাস ততো-ধিক চমকিয়া বলিলেন, "জনাব আলি, আমার পুত্রগণ শিশু ও নিরপরাধ। তাহাদের প্রাণ না লইয়া আমায় বধ করুন। আমি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। দেবতা ব্যতীত আর কাহারও নিকট কখনও করুণা ভিক্ষা করি নাই। বাদশাহের নিকট আমার এই একমাত্র প্রার্থনা।"

প্রধান অমাত্য। হুজুরের আদেশ লঙ্ঘন হইবার নহে।

দেবীদাস। (বাদশাহের প্রতি) আমার প্রাণ গ্রহণ করিয়া, বিষয় সম্পত্তি, ধনরত্ন সমস্ত বাজেয়াপ্ত করিয়াও আমার পুত্রদিগকে অব্যা-হতি দিন!

সুলেমান। কখনই না।—কিন্তু, যদি তুমি সপুত্রক মুসলমান হইতে সম্মত হও, তবে তোমার পুত্রগণ এখনও বাঁচিতে পারে।

দেবীদাস। অসম্ভব।

তাঁহার মূর্ত্তি স্থির, নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, বদনে অপূর্ব্বজ্যোতিঃ।

সুলেমান বলিলেন, "তবে আমার পূর্ব্ব আদেশই বাহাল রহিল। কোতোয়াল, বক্তিয়ার, তোমরা এই কাফেরদের এস্থান হইতে এখনই লইয়া যাও।"

সিন্ধুর উচ্ছ্বাস যেমন কখনও কূল ছাপিয়া পড়ে না, দারুণ ঘৃণা এবং রোষেও দেবীদাস তেমনি স্বপ্রতিষ্ঠ।

সম্রাটের আদেশ লোকমুখে সহরময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। উমার কর্ণেও এই নির্ম্মম অত্যাচার কাহিনী না পঁহুছিল এমন নহে। তিনি পতির চক্রান্ত স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

———:o:———

গুরুশিষ্যসংবাদ।

প্রভাত বলিতে হয় বল, কিন্তু তখনও ঝোপেঝাপে অন্ধকার ছিল। বিহগবিহগীর অস্ফুট কাকলীতে কানন মুখরিত; শশধর অস্তাচলে, ম্লান, শ্রীহীন; বালারুণের ক্ষীণরেখায় পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ রঞ্জিত। সেই হিমানীসিক্ত প্রত্যূষে মহেশপুরের বনমধ্যস্থ মঠের সম্মুখে গম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল, "কালিকানন্দ!"

মঠের দ্বার তৎক্ষণাৎ খুলিয়া গেল। কৌষেয়বস্ত্রপরিহিত কালিকানন্দ অদূরে পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। সসম্ভ্রমে দ্রুতগতি আসিয়া সেই জটাজুটবিলম্বিত সন্ন্যাসীর পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, অসময়ে সেবকের নিকট আগমন কেন?"

দয়ানন্দ কালিকানন্দের সহিত ধীরে ধীরে একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "শুনিয়াছ কালিকানন্দ, গৌড় বাদশাহ রাজা দেবীদাসকে তাঁহার তিন পুত্রসহ বন্দী করিয়াছেন। তাঁহারা নিরপরাধ ইহা বলা বাহুল্য। পাপিষ্ঠ ইসমাইলের ষড়যন্ত্রে এই সব ব্যাপার ঘটিয়াছে। বাদশাহ দেবীদাসের তিন পুত্রের ফাঁসির আদেশ দিয়াছেন। আজ অপরাহ্নে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। যেরূপেই হউক তাহাদিগকে যবন ফৌজ ও জল্লাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতেই হইবে।"

কালিকানন্দ। প্রভুর কৃপায় আমরা সর্ব্বত্যাগী। যেমত আদেশ করিবেন তাহাই পালন করিব।

দয়ানন্দ। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন। ধর্ম্মকে তোমরা না রাখিলে কে রাখিবে, বৎস?

কালিকানন্দ চিন্তাম্লান মুখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন, "গুরুদেব, আর কতকাল হিন্দুদিগকে এইভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইবে? মা কবে প্রসন্ন হইবেন?"

দয়ানন্দ। সবাই যেদিন একমনে মাকে ডাকিবে, হৃদয়ে হৃদয়ে দেবতার বাণী ধ্বনিত হইবে, মনুষ্যত্বে দেশ ভরিয়া উঠিবে, সমগ্র জাতি স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে, সেইদিন মা আবার প্রসন্নমুখে চাহিবেন, বাঙ্গালীর ভাগ্য আবার ফিরিয়া আসিবে।—যাক্ সে কথা। অবিলম্বে রাজকুমারদিগের উদ্ধারের উপায় স্থির কর।

কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেদিন গুরুশিষ্যে বহুক্ষণ আলোচনা হইল। তারপর একে একে সমুদায় সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দয়ানন্দ স্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। দেখিতে দেখিতে বেদগান, চণ্ডীপাঠ ও স্তব-স্তোত্রের ললিত ধ্বনিতে সমগ্র মঠ ভরিয়া গেল। আজ সকলে মিলিয়া বড় আনন্দে, বড় উৎসাহে শক্তির পূজা করিলেন। সেদিন যেন দেবীমূর্ত্তি অপরূপ প্রভায় উজ্জ্বল হইল, অসিখর্পরধারিণী মা বুঝি ভক্তের দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিলেন, নভোমণ্ডলস্পর্শী হোমানলশিখার ভিতর হোত্রিগণ মার বরাভয় করযুগ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন।

সেদিন এক প্রবল চাঞ্চল্যে শাক্তমঠের সাধকসম্প্রদায় মাতিয়া উঠিলেন। এমন দৃশ্য সে অঞ্চলে বহুকাল দেখা যায় নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

উদ্ধার।

অপরাহ্নকাল। আজ ছাতকের রাজকুমারগণের প্রাণদণ্ডের দিন। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। গগন বিদীর্ণ করিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুল্লতা ঝলসিতেছিল। বজ্রের ভীমনির্ঘোষে চরাচর কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আজ বড় দুর্দ্দিন। তবু লোকে লোকারণ্য। জল্লাদ ও সান্ত্রীগণ সপুত্রক দেবীদাসকে বধ্যভূমির দিকে লইয়া যাইতেছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ বালকগণ পথ চলিতে পারিতেছে না। পাষণ্ডেরা তাহাদিগকে জোর করিয়া লইয়া চলিয়াছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকল রমণীই তাঁহাদের সজল নয়ন অঞ্চলে আবৃত করিলেন। কনিষ্ঠ কুমারের বয়ঃক্রম সাত বৎসর মাত্র। সে পথক্লেশ সহিতে না পারিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "বাবা, আর যে চলিতে পারি না!" শিশু ক্ষণমাত্র দাঁড়াইল। অমনি নৃশংস কোতোয়াল তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সুকুমার শিশু আবার পথ চলিতে লাগিল।

দেবীদাস নীরব, নির্ব্বিকার।

এক পার্শ্বে বক্তিয়ার, কোতোয়াল ও জল্লাদ, অপর পার্শ্বে প্রহরীবেষ্টিত বন্দীবর্গ। তাহার চতুর্দ্দিকে নিবিড় জনতা। বৃক্ষে বৃক্ষে মৃত্যুরজ্জু

তুলিয়া উঠিল। বালকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "এতগুলি দড়ি দিয়া কি হ'বে, বাবা!"

জল্লাদ নির্ম্মম হৃদয়ে বলিল, "উহা তোদেরই গলায় পরাইয়া দিব।"

কুমারগণ। বাবা, বাবা, ইহারা আমাদিগকে বধ করিবে। রক্ষা কর, বাবা!— আমাদের বড় ভয় করিতেছে।

অন্তরপ্লাবী উচ্ছ্বাসসত্ত্বেও দেবীদাস আত্মস্থিত। তাই নির্ব্বাক ছিলেন। এবার পুত্রদিগকে আশ্বাস দিয়া শুধু বলিলেন, "দুর্গতিহারিণী দুর্গাকে ডাক। মা বিপদ নিবারণ করিবেন।"

কুমারগণ সমস্বরে করজোড়ে দুর্গাষ্টক আবৃত্তি করিতে লাগিল। বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতেছিল,—

"নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।"

এমন সময়ে কৃতান্তকিঙ্করগণ হতভাগ্য বালকদিগকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিল। জল্লাদ দৃঢ়করে তাহাদিগের গলদেশে মৃত্যুরজ্জু পরাইয়া দিল। দেবীদাস সৌম্যমূর্ত্তি, আনতদৃষ্টি। রাজপুত্রগণ তখনও বলিতেছিল,

"নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।"

জল্লাদের হস্তে রজ্জু। সে উহা আকর্ষণ করিতে না করিতে একদল জটাজুটভূষিত ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী আচম্বিতে জনতাভেদ করিয়া সেই সৈন্যদের মণ্ডলীমধ্যে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্ত্তেই কুমারদিগকে লইয়া অদৃশ্য হইল। বিরাটসজ্ঘ স্তব্ধ, আড়ষ্ট, হতবুদ্ধি। কোতোয়াল, বক্তিয়ার, জল্লাদ ও প্রহরিগণ নিস্পন্দ, নিশ্চল। কোতোয়ালের আহ্বানে সান্ত্রিগণ যখন উদ্বুদ্ধ হইল তখন বহু অন্বেষণেও কেহই সেই উদ্ধারকারী সন্ন্যাসীদিগকে দেখিতে পাইল

না। সাধারণে স্থির করিল, দেবীদাস নিশ্চয়ই সিদ্ধপুরুষ ও ইহারা দেবদূত।

দেবীদাসের সংজ্ঞা থাকিয়াও নাই। তিনি বহু পরে জানিতে পারিলেন তাঁহার পুত্রগণ রক্ষা পাইয়াছে। তখন বৃদ্ধ রাজা যোড়করে উর্দ্ধে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবান! ভগবান!" তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছিল।

সন্ন্যাসীদের নেতা কে, উহারা কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে, কেহই তাহা বলিতে পারিল না। তাণ্ডা তোলপাড়, চারিদিকে হুলস্থূল। কোতোয়াল সাহেব দক্ষতা সপ্রমাণ করিবার জন্য কয়েকজন ভস্মমাখা, ভাঙ্গ ধুতুরায় সিদ্ধ, গাঁটা গোটা 'সাধু'কে ধরিয়া শূলে চড়াইলেন। অন্যান্য সাধুরা বেগে পলায়ন করিল। যাহারা রহিল তাহারা বেশ পরিবর্ত্তন করিল, জটা কাটিয়া বাবড়ি রাখিল, গায়ে আচ্‌কান, মাথায় জরীর টুপি ও চোখে সুর্ম্মা দিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

মুক্তি।

বাদশাহ স্থলেমান করাণী ছাতকের রাজকুমারদিগের অপ্রত্যাশিত উদ্ধারসাধনে রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তিনি আদেশ দিলেন, পরদিন প্রত্যূষেই যেন দেবীদাসকে কতল্ করিয়া তাহার মুণ্ড দরবারে হাজির করা হয়। এত আস্পর্দ্ধা, নরকের কুক্কুর!

সকল সংবাদই উমার কর্ণে পঁহুছিয়াছিল। তিনি পতির চক্রান্তে ও বাদশাহের কাণ্ডে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছিলেন।

একদিন সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের মঠে উমা সবিস্ময়ে দেখিলেন, মাধব প্রাঙ্গন পার্শ্বে একজন যুবতী বৈষ্ণবীর সহিত গোপনে কি পরামর্শ করিতেছেন। দত্ত মহাশয়ের হস্তে হরিনামের মালা যদিও ঘন ঘন আবর্ত্তিত হইতেছিল, তবু তাঁহার মন যে সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে তাহাতে সন্দেহমাত্র ছিল না। তিনি উমাকে দেখিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবীকে বিদায় দিলেন ও তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইয়া নিভৃতে কহিলেন, "মা, সন্তানকে চিনিতে পারিয়াছেন কি ?"

উমা অবনতমস্তকে করুণস্বরে বলিলেন, "সব শুনিয়াছি। কি উপায়ে রাজা দেবীদাসের প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে বলুন। আমার প্রাণ দিয়াও যদি তাঁহাকে বাঁচান যায় তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি।"

মাধব তীব্রদৃষ্টিতে একবার উমার প্রতি চাহিলেন। সে দৃষ্টি অন্তর্দ্দর্শী। তিনি শুধু বলিলেন, "উপায় ভগবান্।"

উমার চক্ষু অশ্রুছলছল। মাধব ভাবিলেন, পাপিষ্ঠ ইস্মাইলের স্ত্রী মানবী নহেন, দেবী।

* * * * * *

প্রহরাতীত রাত্রি। বৈষ্ণবী মাধবের প্রতীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া। দত্তজা বাব্‌ড়ি ও জুল্‌পি পরিয়া চকিতে চারিদিক দেখিয়া লইলেন। কেহ কোথাও নাই। তিমিরাবগুণ্ঠনবতী যামিনীতে সেই জনহীন বর্ত্মে কেবল বৈষ্ণবী ও মাধব।

মাধব সঙ্গিনীকে সংক্ষেপে বলিলেন, "বেশ পরিবর্ত্তন কর। রাত্রি অধিক হইল। আর বিলম্ব করিও না।"

বৈষ্ণবী। বেশ কোথায়?

মাধব তাহাকে মুসলমানীর বেশ প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে বৈষ্ণবী জরীর জুতাপায়ে গোলাপি পেশোয়াজমণ্ডিতা অপরূপ সুন্দরীতে পরিণতা হইল। কারাগৃহের অভিমুখে যাইতে যাইতে সে মাধবকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তা' তোমার সঙ্গে যখন আমার মনের মিলই হইল না তখন আমাকে যাইতে দাও।"

মাধব। তা'ও কি হয়, পিয়ারি! তোমা বিনা আমার জান্ যে বরবাদ হ'য়ে যাবে।

বৈষ্ণবী। কত আমীর ওমরাহ এখানে। যেখানে যাব সেখানেই আমাদের আদর। একজনের কাছেই বা চিরদিন থাকি কেন?

এইরূপে বচসা করিতে করিতে বৈষ্ণবী মাধব দত্তের সহিত কারা-

ধ্যক্ষের কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। নিশীথে রাজপথে গোলযোগ শুনিয়া বক্তিয়ারের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি তখন কোরাণের ও কয়েদখানার অনুশাসন অমান্য করিয়া সুরা-পান করিতেছিলেন ও গোলাপি নেশায় ভরপুর হইয়া ঝিম্‌কিনি মারিয়া গাহিতেছিলেন,

"পিয়ালা মুঝে ভর্‌ দেরে !"

যুবতীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া কারাধ্যক্ষ তাড়াতাড়ি সরাবের পেয়ালা হাত হইতে নামাইয়া বাহিরে গেলেন।

রমণীর যৌবনশ্রী অনুপম। মুখে চোখে লাবণ্য উছলিয়া পড়িতেছে। কটাক্ষশরে সে শোভা আরও অপরূপ দেখাইতেছে। বক্তিয়ার তাহাতে মোহিত হইয়া বলিলেন, "কে তুমি সুন্দরি? আমার গরীব-খানা অল্পকালের জন্যও আলো করিবে এস!"

যুবতী। আপনাদের মত আমীর ওমরাহই তো আমি চাই। কিন্তু দেখুন দেখি, একটা বেয়াদব কাফের আমার কেমন পিছু লাগিয়াছে!

বক্তিয়ার। কই সে? কোথায় সে বেতমিজ?

যুবতী। আসুন সকলে মিলিয়া সে কাফেরকে সমুচিত শিক্ষা দিই। আমি অসহায়া। একাকিনী বলিয়া পাপিষ্ঠ আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইতে চায়!

বক্তিয়ার। বটে? গোলাম, গোলাম!

সিপাহী গোলাম ডাকিবা মাত্র হাজির হইল। তাহাকে একদিকে খুঁজিতে পাঠাইয়া বক্তিয়ার স্বয়ং অন্যদিকে গেলেন। আসবের ক্রিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পাইতেছিল। কাজেই অগ্রপশ্চাৎ

না ভাবিয়া তিনি যৌবনোৎফুল্লসুকুমারতন্বঙ্গী অনিন্দ্যগৌরবর্ণা চকিত-মৃগীনয়না রমণীর নির্দ্দেশমত কল্পিত স্মরশরাহত যুবকের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। লম্পট ও সুরাদাস চিরদিনই সুরদাস।

মাধব অল্পে অল্পে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। অসন্দিগ্ধচিত্ত বক্তিয়ার এইভাবে কারাগৃহ হইতে কিয়দ্দূরবর্ত্তী হইলে মাধব সহসা লাঠির আঘাতে তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিয়া কহিলেন, "তবে রে যবন?"

পুনরাক্রমনের আবশ্যকতা হইল না। বক্তিয়ার হতচেতন। মাধব অবিলম্বে কারাধ্যক্ষের পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া আপনার উত্তরীয়ে তাঁহার দেহ আবৃত করিলেন ও শীঘ্র কারাগার অভিমুখে রওনা হইলেন।

মাধব অবিলম্বে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়া যে প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রভু আবদ্ধ ছিলেন সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ ও কৃত্রিম গুম্ফশ্মশ্রু কারাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশে সহায়তা করিল। সিদ্ধি খাইয়া একটি প্রহরী বারান্দায় ঝিমাইতেছিল। মাধব নিঃশব্দে দেবীদাসের কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রভুকে বিগতনিদ্র দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "দেবতা, আপনার অন্যায় অবরোধের অবসান হইয়াছে।"

বিস্মিত দেবীদাস বিশ্বস্ত মাধবকে ছদ্মবেশে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে, এ বেশে? এখনও পালাও, ধরা পড়িলে তোমার প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা।"

মাধব। সে ভয় থাকিলে আসিতাম না প্রভু! এখানে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা অনুচিত। চলুন, আমরা এখনই এই স্থান ত্যাগ করি।

দেবীদাস। কাপুরুষের ন্যায় পলাইয়া যাইব?

মাধব। উপায় নাই।

দেবীদাস। মাধব, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও, আমি যাইব না।

মাধব। আপনি না গেলে কি সর্ব্বনাশ হইবে ভাবুন দেখি। আপনার পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, সব ধ্বংস হইবে, সোনার ছাতক চিরদিনের মত ধূলিসাৎ হইবে।

মাধবের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "তবে আমিই বা পালাই কেন? আমিও ধরা দিই। জীবনে বহু সুখ ভোগ করিয়াছি। মরণের দিন আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন হই কেন, প্রভু?"

দেবীদাস। ভাবিয়া দেখ, বাদশাহের ক্রোধ শুধু আমার উপর। আমার প্রাণবিসর্জ্জনে সে যদি শান্ত হয় তবে ঝড়টা ছাতক পর্য্যন্ত পঁহুছিবে না। যাহারা দেশে আছে তাহারা রক্ষা পাইবে। আমি জলবুদ্বুদ, কালসমুদ্রে মিলাইব। এক দেবীদাস যাইবে, শত দেবীদাস হইবে।

মাধব। যে পিতার কল্পিত দোষের জন্য নিরপরাধ শিশু পুত্রগণের প্রতি হত্যার আদেশ দিতে পারে সে কি সহজে নিরস্ত হইবে? পিতা মুসলমান না হইয়া প্রাণ দিলে ছাতকের রাজবাটীর সকলকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিতে কতক্ষণ? তখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এমন কি তাহার পূর্ব্বেও আগুন জ্বলিতে পারে।

দেবীদাস কিছুক্ষণ চিন্তাবিষ্ট রহিলেন। পরে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয় বলিলেন, "তবে চল, এই মুহূর্ত্তেই কারাগার ত্যাগ করি। মরিতেই যদি হয়, বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিব।"

দেবীদাস বীর,—অকপট, অবাধ, সঙ্কোচহীন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি মাধব কূটনীতিজ্ঞ।

কারাগারের অনতিদূরে অশ্বথতলায় দুইটি অশ্ব বাঁধা ছিল। রাজা দেবীদাস ও মাধব তাহাতে আরোহণ করিয়া ছাতক অভিমুখে রওনা হইলেন।

পরদিন প্রত্যূষে সমস্ত সহরময় রাষ্ট্র হইল, দেবীদাস কারাগার হইতে পলাইয়াছেন। কেহ বলিল, ইহা দৈববল।—আনন্দময়ীর রক্ষাকবচ সর্ব্বদা ধারণ করিতেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারে না। কাহারও মতে, ইহা তন্ত্রমন্ত্র ইন্দ্রজালের ফল। উমা ঈশ্বরকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ভাবিলেন, ইহা সেই দেবদূত মাধব দত্ত ভিন্ন আর কাহারও কাজ নয়।

শুনা যায়, কিছুকাল পরে পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবী বহু ধূমধামের সহিত মহোৎসব দিয়াছিল ও সোনার অনন্ত বালা হাতে পরিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া বেড়াইত, "কিশোরীর প্রেম নিবি তো আয়!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আদাবরস্ !

দারুল্ মোনাজরায় গৌড় বাদশাহ আমীর, ওমরাহ, মোল্লা, উলামা সহ সমাসীন। সিয়া ও সুন্নিতে বিষম দ্বন্দ্ব। সিয়া মোল্লা উত্তেজনার সহিত বলিতেছেন, পয়গম্বরের পরই আলিকে খলিফা বলিয়া মানিতে হইবে। সুন্নি মোল্লা সবিস্ময়ে বলিতেছেন, সে কি? পয়গম্বরের পর আবুবকর, তারপর ওমর, তারপর ওস্মান, তবে তো আলি? দুই পক্ষের কেহই সহজে নিরস্ত হইবার নহে। তর্কবিতর্কের মাত্রা ক্রমে চড়িতে লাগিল। আর এক বিষয়েও গোল বাধিয়া গিয়াছে। ফজর্ নমাজ সম্বন্ধে কোন পক্ষেরই মতদ্বৈধ না থাকিলেও অন্য চারিটি লইয়া বিষম বৈষম্য উপস্থিত। সিয়ারা বলিতেছেন, জোহর্ ও আসির্ এই দুই নমাজ একসঙ্গে পড়া যায়; অফ্তাব ডুবার সময়কার মগ্‌রিভ্ এবং তৎপরবর্ত্তী এসাও একই কালে করা যাইতে পারে। সুন্নিরা ধৈর্য্য হারাইয়া বলিতেছেন, অসম্ভব। যে সময়ের যে নমাজ তখনই তাহা পড়া উচিত। পাঁচবার নমাজ না পড়িয়া তিনবার পড়িবে? বাঃ!

বাদসাহ সুলেমান করাণী এই সকল আলোচনায় উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন। কোনরূপেই সুমীমাংসা হইতেছে না দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া কহিল, "জনাব

আলি, কারাধ্যক্ষ আহত, রাজা দেবীদাস পলাতক।" ক্রোধে বিঘূর্ণিত আরক্তনেত্রে সুলেমান বলিলেন, "এত দূর!" আদেশমাত্রে সভা ভঙ্গ হইল। বহু মন্ত্রনার পর সুদক্ষ গোয়েন্দা বাহাদুর আলি দেবীদাসকে গ্রেপ্তার করিতে প্রেরিত হইলেন। তাহার কয়েকদিন পর সেনাপতি উমরু ছাতক ধ্বংস ও রাজপরিবারের সকলকে মুসলমান করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ইস্‌মাইল খাঁ তাঁহার সহিত পথপ্রদর্শকরূপে চলিলেন। ওমায়েদও সেই সঙ্গে গেলেন।

এদিকে দয়ানন্দ স্বামী ছাতকের রাজকুমারগণের উদ্ধারের অব্যবহিত পরেই বড় ঠাকুর কার্ত্তিক রায়কে সকল অবস্থা জানাইলেন এবং অনতি বিলম্বে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন। কার্ত্তিক রায় সেনানায়কদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে দুই দল রাজসৈন্য কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন দিকে সঙ্গোপনে অবস্থান করিলে ভাল হয়। ক্রমাগত অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বাদশাহী সৈন্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে। বিপুল সেনার বিরুদ্ধে অল্পশক্তি লইয়া সম্মুখযুদ্ধে কোন সুফল ফলিবে না, কার্ত্তিক নসির উল্লা ও অর্জ্জুনকে ঘাঁটি আগলাইতে আদেশ দিলেন। সহরময় উত্তেজনা, প্রাণে প্রাণে বীরত্বের বৈদ্যুতিকপ্রবাহ। নবীন আবেগে নরনারী মাতিয়া উঠিল। রাজা দেবীদাস যখন তাঁহার জমিদারি হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে আসিয়া বিজয়নগরে জনৈক হিন্দু ভূম্যধিকারিণীর বাটীতে রাত্রিবাস করিতেছিলেন তখন সেই সংবাদ নসির গুপ্তচরমুখে জানিতে পারিলেন। কুড়ি জন সশস্ত্র সঙ্গী লইয়া ও অবশিষ্ট সৈন্যগণকে সহকারীর অধীনে ছাউনিতে রাখিয়া তিনি প্রভুর

সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। রাত্রে কেবল মাধবের সহিত দেখা হইল। তাঁহার নিকট রাজা দেবীদাসের কুশল সংবাদ অবগত হইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

রাত্রিশেষে একটি সাঙ্কেতিক শব্দে নসিরের ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি দুই বার একটি ছায়াকে সেই বাটী পরিক্রমণ করিতে দেখিলেন। দুই বারই তাহাকে অনুসরণ করিলেন। কোথাও কাহাকে দেখিতে না পাইয়া আবার নিদ্রার চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু তন্দ্রাও আসিল না। প্রভাত হইতে না হইতে নসির সৈনিকের কঠোরশয্যা ত্যাগ করিলেন। প্রদোষের মৃদু আলোকে জগৎ হাসিতে না হাসিতে একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইয়া লম্বা সেলাম করিয়া বলিলেন, "আদা-বরস্!" নসির তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "জনাবের প্রয়োজন?" তাঁহার মন পূর্ব্বদৃষ্ট ছায়ার সহিত আগন্তুকের একটা সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলিল।

নবাগত ব্যক্তি বলিলেন, "ছাতকের মহারাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন।"

নসির। তাহা কি, জানিতে পারি কি?

আগন্তুক। অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। মহারাজের সহিত দেখা হইলে তাঁহারই নিকট নিবেদন করিব। অপর কাহাকেও তাঁহার বিনানুমতিতে বলা নিষেধ।

নসির। মহাশয়ের নাম?

আগন্তুক। করম হোসেন। জনাবের নাম?

নসির। নসির উল্লা।

আগন্তুক। আপনি বোধ হয় গৃহকর্ত্রীর সর্দ্দার ?

নসির। না, আমিও আপনারই মত নবাগত।

বলা বাহুল্য, করম হোসেন গোয়েন্দা বাহাদুর আলি। তিনি নসির কে ঠিক্ বুঝিতে পারিলেন না। তবে রাজা দেবীদাস যে নিশ্চয় ঐ বাটীতেই আছেন তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

মাধব শয্যাত্যাগ করিলে নসির তাঁহাকে করম হোসেনের সংবাদ দিলেন। দত্তজা তাহা শুনিয়া বলিলেন, "ছাতকের রাজার সহিত করম হোসেনের প্রয়োজন ? এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন গোয়েন্দা। চল দেখি লোকটা কে ?"

করমকে দেখিয়াই মাধবের সন্দেহ হইল, ইহার মতলব ভাল নহে। আগন্তুক নসিরের ন্যায় মাধবকেও অতিশয় সৌজন্যসহকারে সেলাম করিয়া কহিলেন, "আদাবরস্!"

মাধব। আদাব!

তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "শুনিলাম, আপনি আমার সহিত মোলাকাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমার বড় সৌভাগ্য। অভিপ্রায় জানাইলে সুখী হইব।"

বাহাদুর আলি হাসিয়া বলিলেন, "যাঁহার সহিত মোলাকাৎ করিব তাঁহাকে চিনি না ? আমার সহিত এরূপ রহস্যের কারণ কি ? বেয়াকুব মনে করিবেন না।"

মাধব। আপনিই যে করম হোসেন তাহারইবা প্রমাণ কি ?

বাহাদুর আলি। প্রমাণ দিতে হয়, মহারাজের নিকট দিব। তাঁহার সহিত আমার কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখন দেখা হইবে কি ?

মাধব। এখন তো নয়ই, কারণ, রাজা আহ্নিককৃত্যে ব্যাপৃত,—পরেও না হইবার সমূহ সম্ভাবনা।

বাহাদুর। বেতমিজ কাফের, জান আমিকে?

মাধব। তাইতেই এত স্পর্দ্ধা! এমন রত্নকে হাত ছাড়া করা হইবে না।

বাহাদুর সরোষে বলিয়া উঠিলেন "সাবধান! আমার ইঙ্গিতমাত্রে এখনই তোমাকে জাহান্নমে যাইতে হইবে।"

নসির। বটে?

নসির তখনই এক সাঙ্কেতিকধ্বনি করিলেন। উহা শ্রবণমাত্রে বিংশতি সংখ্যক সশস্ত্র যোদ্ধা তাহাদের গুপ্ত স্থান হইতে সহসা নির্গত হইল। বাহাদুর আলিও নসিরের সমসময়েই বংশীধ্বনি করিলেন। তাঁহার সঙ্গীয় ও ফাঁড়ি হইতে আনীত পঞ্চাশৎ সশস্ত্র সিপাহী বৃত্তাকারে কেন্দ্রাভিমুখী হইতে লাগিল।

গোলযোগ শুনিয়া গৃহস্বামিনীও অনুচরদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার ষোড়শবর্ষীয় পুত্র রণেন্দ্রকে সেই শক্তির নেতৃত্বে বরণ করিলেন। বালক সোৎসাহে রণসাজ পরিতে গেল।

বাহাদুর আলি গৃহকর্ত্রীকে জানাইলেন, গৌড় বাদশাহের শত্রু রাজা দেবীদাসকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলে বিনা রক্তপাতে তিনি তাণ্ডায় ফিরিয়া যাইতে পারেন।

বিস্ময়ে ও দর্পে গৃহস্বামিনী কহিলেন, "রাজা দেবীদাস আমার অতিথি! ইহা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আজ ছাতকরাজের

পরিবর্ত্তে যদি একজন সামান্য ব্যক্তিও অতিথিরূপে আমার গৃহে অবস্থান করিত তাহাকে শত্রুর হাতে সঁপিয়া দিতাম না। রণেন্দ্র অগ্রসর হও,—পিতৃপিতামহের উপযুক্ত বংশধরের মত কার্য্য করিও,—মা ভগবতী তোমার সহায় হউন !"

বালক। সামান্য কয়জন সৈন্যের সহিত লড়িতে হইবে—তাহাতে আর ভয় কি ? মা, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

দেবীদাস গোলযোগ শুনিয়া শীঘ্র প্রাতঃসন্ধ্যা সারিয়া লইয়াছিলেন। তিনি রণেন্দ্রের মুখে বীরোচিত বাক্যশ্রবণে পুলকিত হইয়া তাহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, চিরায়ু হও !"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পূর্ব্বেই লড়াই বাধিয়া গিয়াছিল। বাহাদুর আলির পক্ষে দ্বিগুণ লোক থাকিলেও তাহারা নসিরের অল্পসংখ্যক যোদ্ধার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। নসির প্রথমে বিশ্বাসঘাতকের কাজ করিয়াছিলেন। তারপর ইস্মাইলকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত, উপদ্রুত ও লাঞ্ছিত করিয়া পাপস্খালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবার প্রভুর সমক্ষে কৃতিত্বের ও ভক্তির নিদর্শন দেখাইতে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। অদম্য উৎসাহে অরাতিবিনাশে কি ঐকান্তিক উদ্যম, অবিশ্রান্ত শ্রম! বিপক্ষদল পলায়নোন্মুখ, বাহাদুর আলি মৃতপ্রায় আহত। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে দেবীদাসকে লক্ষ্য করিয়া নিষঙ্গ হইতে শরনিক্ষেপ করিলেন। ছাতকরাজ তখন বিপুলবিক্রমে আতিথেয়ীর বীরপুত্রের প্রাণরক্ষায় নিরত, অনন্যমনা, আত্মরক্ষায় অনবহিত। নিমেষমধ্যে নসির প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই মৃত্যুবাণ বক্ষ পাতিয়া লইলেন। বিস্ময়ে দেবীদাস চাহিয়া দেখিলেন, নসির

তাঁহারই পুরোভাগে মুমূর্ষু প্রায়! তিনি আবেগে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ডাকিলেন, "নসির! নসির!!"

নসির উল্লা ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনের শেষ কয়টি কথা বলিয়া গেলেন,—"মহারাজ, দেবতা, আজ বড় সুখে, বড় আনন্দে মরিতে পারিলাম!—ইয়া খোদা!"

দেবীদাস শর তুলিতে গিয়া দেখিলেন, নসির বিগতপ্রাণ, তাহার আত্মা অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। তিনি ব্যথিতপ্রাণে কাতরস্বরে বলিলেন, "নসির, তুমি ধন্য! আমি বড় হতভাগ্য, এমন অমূল্য রত্ন অকালে হারাইলাম!"

বিজয়ের মধ্যেও দেবীদাস শান্তিহীন। নসিরের বিয়োগে তিনি পুত্রশোকে মুহ্যমান হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

ছাতকের পুরুষমহলের কথা।

রাজা দেবীদাস তাণ্ডায় পঁহুছিবার পর হইতে যাহা যাহা ঘটে তাহার অতিরঞ্জিত চিত্র ছাতকে ব্যাপ্ত হইতে বিলম্ব হইল না। মহামায়া ঘাটে স্নান করিতে করিতে রামগোপাল খুড়ো, অম্বিকাচরণ মল্লিক ও ভোলানাথ দাস প্রভৃতি একদিন নিম্নলিখিতরূপে কথোপকথন করিতে-ছিলেন।

ভোলানাথ। খুড়া মশায়, শুনেছেন, পাঠানেরা এদিকে শীঘ্রই শুভাগমন করিতেছে? একটা নয়, দুটো নয়, দশ হাজার পাঠান!

রাম গোপাল। (অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া) হ্যাঃ!

স্থূলোদর মল্লিক মহাশয় দাড়ি নাড়িয়া চোখ মিট্ মিট্ করিতে করিতে বলিলেন, "বুঝেছেন ভট্চায্যি মশায়, কথাটা সত্যি।"

চক্ষুতারকা স্থির করিয়া রামগোপাল খুড়ো বলিলেন, "অ্যাঁ— তবে উপায়?"

ভোলানাথ। বড় ঠাকুর কার্ত্তিক রায় ও আপনারা।

অম্বিকাচরণ। আপনার কি খুড়ো? মোল্লা হইলেও যজমান, ভট্চায্যি হইলেও যজমান। করিতেন সন্ধ্যাহ্নিক, না হয় করিবেন নমাজ।

রামগোপাল। এ রহস্যের সময় নয়, বেল্লিক!—বলি ও ভোলানাথ, উপায়?

ভোলানাথ। আমার কথা ছাড়িয়া দিন, খুড়া মশায়! আমি মনে করিতেছি, বড় ছেলেটাকে সঙ্গে লইয়া সৈন্যের খাতায় নাম লেখাইব। আপনারা দপ্তরখানা দেখেন নি?—লোকে লোকারণ্য, দলে দলে লোকে সৈন্যের খাতায় নাম লেখাইতেছে। এমন দেশই বা কাদের, এমন রাজ্যই বা কাদের!

শ্যেনদৃষ্টিতে সকলের প্রতি চাহিয়া অম্বিকাচরণ বলিলেন, "নাপিতের পো বলে কি?"

অপর এক ব্যক্তি। একি দাড়িকামান ভোলা দাদা?

ভোলানাথ। চলুন, আর বিলম্ব না ক'রে সকলে সৈন্যের খাতায় নাম লেখাই। বেটারা কবে আসে ঠিক নেই! আজ থেকে ছাতকের সৈন্যদল কুচ কাওয়াজ আরম্ভ করিবে।

এমন সময়ে হরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ঠিক বলেছ ভোলাদা, সকলেরই এ যুদ্ধে যোগদান করা উচিত। দেখদেখি, নবশাখ জাতীয় সমস্ত যুবকেরা কি উৎসাহে যোগদান করেছে! আমরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ,—দেশরক্ষা, জাতিরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা আমাদের কর্ত্তব্য। এ সুযোগ মানুষের জীবনে ক'বার আসে? এ গৌরবের মৃত্যু কে না স্বেচ্ছায় বরণ করিবে? ছাতকে এও কি একটা ভাবিবার কথা?"

অম্বিকাচরণ। ঠিকই বলেছ হে, কিন্তু যুদ্ধ হ'বার কিছুদিন আগে আমাদের খবর দেওয়া উচিত ছিল। একেবারে কে তলোয়ার শানিয়ে বসেছিল বাপু?

ভোলানাথ। আপনি যখন বহুকাল থেকে দাড়ি কামান বন্ধ করেছেন তখনই বুঝেছি এর একটা তাৎপর্য্য আছে। সময়মত গোঁফ-জোড়া তাড়াতাড়ি সাফ্ করিয়া ফেলিতে কষ্ট হইবে না। আর কেন, এবার ধুতি ছেড়ে পায়জামা ও মাথায় একটা টুপি পরুন। কোন রকমে গোলেমালে প্রাণটা যদি বাঁচে!

এমন সময় গুটিকতক গোয়ালা লাঠি হাতে সেই দিকে আসিতে-ছিল। তাহারা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজবাড়ী কোথায় গা? আমরা গয়লার দল গরু বাছুর বেচে লড়াই কর্ত্তে এসেছি। আমাদের রাজা বেঁচে থাকুন, তাঁহার জয় হোক, আবার সব হ'বে।"

হরিপ্রসন্ন। সাবাস্—সাবাস্! গেল বার যে রাজা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে তোদের দুর্ভিক্ষ মড়ক থেকে বাঁচিয়েছেন, স্ত্রীপুত্র সবাই আজো যাঁর অনুগ্রহে বেঁচে আছে, তাঁর রাজ্য রক্ষার জন্য তোরা যুদ্ধ কর্‌বি, এর চেয়ে পুণ্যের কাজ আর কি আছে?

ভোলানাথ। দেখেছেন খুড়ো, ব্যাপারখানা কি?

রামগোপাল। তা বটে, তবে কিছু দেনা পাওনা ছিল। ছেলেটাও মানুষ হয় নি, ধানের মরাই, বিষয়পত্র,—আমি যে নানাবিষয়ে জড়িয়ে পড়েছি, ভোলানাথ!

হরিপ্রসন্ন। আর, 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'—সহমরণে কি দুটি একটি যাবে? খুড়োর আমার দ্বাদশটি ভার্য্যা—

রামগোপাল। সময় নেই, অসময় নেই, সকল বিষয়েই রহস্য! এ তোমাদের ভারি অন্যায়।

অম্বিকাচরণ। (স্বগতঃ) দেখে যাই দেশের অবস্থা, তারপর যা করিবার, তা'ত জানাই আছে।

এমন সময়ে একদল যুবক ও বালক মহামায়া ঘাটের সংলগ্ন পথ দিয়া গাহিতে গাহিতে গেল,—

ঘন ঘন ভেরী বাজে, চল সবে রণসাজে!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

ছাতকের রমণীসমাজের কথা।

রাজা দেবীদাস ও রাজকুমারগণের আকস্মিক বিপদের সংবাদে রাজান্তঃপুর শোকে ম্রিয়মান। মহিষী বিপদ্ নিবারণের জন্য মঙ্গলচণ্ডীর নিকট মানত করিয়াছেন। আজ তিনি বড় ব্যথিতা,—কিন্তু ভীতা নহেন। অন্তঃপুরের অঙ্গনাদিগকে সর্ব্বদা আশা ও আশ্বাস দিতেছেন। কিন্তু আপনার দুঃখ বক্ষে রুদ্ধ করিয়া আপনি বিনিদ্র।

এই সকল ঘটনায় রমণীদিগের কাজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাদের রসনার আর বিরাম নাই। বহু সত্য অসত্য, সম্ভব অসম্ভব, অতিরঞ্জিত কাহিনী ও গল্প পল্লীতে পল্লীতে বিবৃত হইতে লাগিল। একদিন একজন ঠানদিদি বলিতেছিলেন, "গৌড় বাদশাহের হুকুমে নাকি বিশহাজার পাঠান ছাতকে আসিতেছে। তা'রা তাণ্ডা থেকে সুরু ক'রে ছাতক পর্য্যন্ত সোমত্ত মেয়ে যাকে পাবে তাকেই নাকি ধ'রে নিয়ে যাবে, আর কল্‌মা পড়াইয়া সাদি করিবে। অনেককে ত'ারা ধ'রে নিয়েছে, আরও অনেককে নেবে।"

কতিপয় বালিকা ও নবযুবতী শঙ্কিতহৃদয়ে কহিল, "ওমা কি হবে গো? ও ঠানদিদি, মুসলমানদের সঙ্গে আবার নূতন ক'রে ঘর কর্‌বে কি ক'রে? ঠাকুর্দ্দার দশা কি হবে গো?"

ঠানদিদি। তোরা রূপসী সুন্দরী, তোদেরই ভয়। কামিনী বাম্‌নীকে ধ'রে নিয়ে যেতে পারে এত বড় বাদশাহী ফৌজ আজও হয়নি।

এমন সময়ে তারা দ্রুতগতি সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভয় নেই মা, ভয় নেই। পোড়ামুখোদের যমের সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা ভাই বাঙ্গালীর মেয়ে, ধর্ম্মের জন্য আগুনে পুড়ে মরি। আমাদের যুদ্ধে ভয় কি? এমনি মলেও মরা, অমনি মলেও মরা। তা' অম্‌নি পুড়ে মরি কেন? দু'টো মেরেই না হয় মরি। কিছু না থাক্, ছুরীটা, আঁশ বটিটা, দা কুড়ুলটা সবারি বাড়ী আছে। কি বল, ঠান দিদি?"

সহাস্যে ঠানদিদি বলিলেন, "কে, তারা?—দিনের বেলায় তারা ফুট্‌ল, কি ভাগ্যি! শাস্ত্রের বচন, শুন সভাজন,

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥"

অনেক বালিকা। হেঁ মাসি, তবে কোন ভয় নেই?

একটি অল্পস্থ বালক বলিয়া উঠিল, "ভয় ক'রো না, বুড়ি! যে আস্‌বে আমি তাকে কেটে ফেল্‌বো।"

তারা বালকের চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাক বাছা!" পরে সমবেত মহিলামণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, তোমাদের কোন ভয় নেই বল্‌ছি। দেবীদাস যাহাদের রাজা, বড় ঠাকুর কার্ত্তিক রায়, অর্জ্জুন মণ্ডল, নসির উল্লা যে দেশের সেনানায়ক সে দেশের মান সম্ভ্রম দেবতারা রক্ষা করেন।"

ঠানদিদি। তাই ব'লে কি চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বি? চল্, সবে মিলে মা চণ্ডীর পূজা দিই। আমি তো ভাই মানত করেছি, রাজা জিত্‌লে আমার বুক চিরে রক্ত দেব।

তারা। ধন্যি তুমি ঠানদিদি!

জনৈক মহিলা। চিতায় বাসর জাগ্‌ব সেও ভাল, কিন্তু মরার আগে একবার দেখে নেব। আমরাও ভাই বাঙ্গালীর মেয়ে।

সকলে। নিশ্চয়ই। এও কি একটা কথা? আমরাও দেখে নেব।

তারা। এ ছাড়া তোমাদের আরো কাজ আছে। যুদ্ধে যারা আহত হবে তাদের শুশ্রূষার ভার তোমাদের উপর। বুঝ্‌লে?

সকলে। তা' আর পারিব না?

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

বিহারে।

রাজকুমারদিগের উদ্ধারের পর দয়ানন্দস্বামী কালক্ষেপ না করিয়া নিরাপদ স্থান জ্ঞানে তাহাদিগকে বিশ্রামশীলার বিহারে লইয়া আসিলেন। বৌদ্ধবিহার বিশ্রামশীলা তখনও বাণীর মহাপীঠ, বিবিধ বিদ্যাশিক্ষাদানের জন্য দিগন্তবিশ্রুত।

বিহারের অধ্যক্ষ কেশবশাস্ত্রী স্বামীজির পরম বন্ধু। একদিন দয়ানন্দ তাঁহাকে বলিতেছিলেন, "নিরন্তর নির্য্যাতনে এই ধর্ম্মপ্রাণ নির্দ্বন্দ্ব নিস্পৃহ জাতিরও আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইবে। মোহাচ্ছন্ন জাতির সংস্কার জন্য কঠোর কশাঘাতই প্রয়োজন। এ রাজ্য থাকিবে না নিশ্চিত। স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালার দিকে লুব্ধ মোগলের শ্যেনদৃষ্টি বহুদিন হইতে নিবদ্ধ। কে জানে পাঠানের পর এ রাজ্য হিন্দু ফিরিয়া পাইবে কি না?—কেশব, শুধু জ্ঞানে হইবে না। কর্ম্মের অনুষ্ঠান চাই। সেই শিক্ষা দাও, কেশব! যাহাতে সমস্ত জাতি অল্পে অল্পে কর্ম্মী হইয়া উঠে, দেশের জন্য, জাতির জন্য, রাজার জন্য, ঈশ্বরের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আত্মত্যাগে, একাগ্রতায়, সাধনায় বলীয়ান্ হয়, কেশব, হৃদয়ে হৃদয়ে সেই মন্ত্রের বীজ বপন কর।"

কেশব। দয়ানন্দ, এতদিন ছিলাম শুধু জ্ঞান লইয়া। মূর্খ পাঠান, চতুর মোগল, বাঙ্গালার সিংহাসনে যেই বসুক তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করি

নাই। মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই কেবল জ্ঞানে এ জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে না। আজ তোমার মুখে যেন দেবতার বাণী শুনিতে পাইতেছি।

দয়ানন্দ। ভাব দেখি, দেশের কি অবস্থা হইয়াছে! পাঠানদের উৎপাতে জীবন সম্ভ্রম সব গেল। ইহারা মাতার বক্ষ হইতে কন্যা, ভ্রাতার আশ্রয় হইতে ভগ্নী, পতির ক্রোড় হইতে পত্নী কাড়িয়া লইতেছে। সুন্দরীগণ কোমল অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া কুৎসিতা সাজিয়া সতীত্বরক্ষা করিতেছে। ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ভাবনায় করিবার উপায় নাই। পাষণ্ডেরা বলপ্রয়োগে ব্রাহ্মণের মুখে গোমাংস দিতেছে, হিন্দুর মন্দিরে গবাস্থি নিক্ষেপ করিতেছে, প্রাণভয়ে অনেক নরাধম মুসলমান হইতেছে। অধর্ম্মে, কলঙ্কে দেশ ডুবিয়া গেল। এই আমাদের বঙ্গ, এই সে অমরা? জনকতক যাহারা এই কালনিশীথে এখনও উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জাগিয়া, যাহারা মহাশক্তির ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ, মহাসাগরের বক্ষে উর্ম্মি মাত্র, দেবীদাস তাহাদের মধ্যে একজন। এই পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বিন্দু যদি একবার মিলিত, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মিলিয়া যদি একবার বজ্রানলে পরিণত হইত, তাহা হইলে যবন আজ সিন্ধুর কোন্ পরপারে! আমি তাই ভাবি কেশব, এই বাঙ্গালী, যাহারা হিমালয় পার হইয়া ভারতের উত্তরে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছে, যাহারা ভীষণ মহাসাগরে অর্ণবপোতে দেশদেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, রাজ্য জয় করিয়াছে, ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, স্থাপত্যে, কারুকার্য্যে, ভাস্কর্য্যে, পাণ্ডিত্যে, চরিত্রে, বীর্য্যে যাহারা পৃথিবীর উন্নতিপথে বহু চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা কেন এক হইল না? তাহারা কেন সব ভুলিয়া একবার মা বলিয়া ডাকিল না?

সুপণ্ডিত কেশবশাস্ত্রীর নয়ন দিয়া জলধারা ঝরিতেছিল। তিনি অশ্রুসিক্তলোচনে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ কর দয়ানন্দ, যেন বাঁচিয়া থাকিতে ইহা দেখিয়া যাই।"

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

রাজা দেবীদাস নানা কর্ম্মভোগের পর ছাতকে ফিরিলেন। সপুত্রক তাণ্ডায় যাত্রা করিয়া তিনি আজ একা আসিলেন একষ্ট কাহাকেও বলিবার নহে, বুঝাইবার নহে। তবু তিনি যে প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া আসিয়াছেন ইহাই পরম সৌভাগ্য।

আজ রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর লোকে লোকারণ্য। আবাল বৃদ্ধবনিতা অনেকেই বহুদুর হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে "জয় মহারাজ দেবীদাসের জয়!" এই মহারবে দশদিক বিকম্পিত হইতেছিল। সকলেরই চোখে মুখে অপূর্ব্ব আনন্দভাতি। কিন্তু পাঠান সম্রাটের বিশ্বাসঘাতকতা, হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ, রাজপুত্রদিগের এবং রাজা দেবীদাসের প্রাণবধচেষ্টা স্মরণ করিয়া রোষে ক্ষোভে তাহাদের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিতেছিল। নীচতা, ভীরুতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা দূরে চলিয়া গেল। প্রজাদিগের সকলেই তীব্র প্রতিশোধস্পৃহায়, রাজার ও ছাতকের জন্য মনে মনে জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিল।

এদিকে কর্ম্মকারশালা ও অস্ত্রশালায় লক্ষ লক্ষ অস্ত্র নির্ম্মাণ ও সংস্কার চলিতেছিল। কোথাও ঢালাই, কোথাও পালিশের কাজ। মশাল জ্বালিয়া নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত কুচ কাওয়াজ, আত্রেয়ীবক্ষে রণতরণী

সমূহের কৃত্রিমযুদ্ধ। ছাতকে আজ কাহারও মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম নাই। সকলেরই নয়নে আননে কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা! কি অনুরাগ!

দেখিয়া শুনিয়া রাজা দেবীদাস উদ্দেশে ছাতকেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! মা! বৃদ্ধ বয়সে একি দৃশ্য দেখাইলে মা!" আনন্দে গর্ব্বে তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিতেছিল।

রাজসভা লোকে পরিপূর্ণ। মণিমুক্তাখচিত চন্দ্রাতপতলে স্বর্ণসিংহাসনে চিন্তামগ্ন দেবীদাস ও কার্ত্তিক রায়, পার্শ্বে সভাসদ, জমিদার, তালুকদার, জায়গীরদার, সেনাপতি, নৌসেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি,—আর সম্মুখে যতদূর দৃষ্টিচলে, কেবলই অগণ্য মনুষ্যের সুনিবিড় জনতা।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধতার পর রাজা দেবীদাস সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সব শুনিয়াছ? বাদশাহের ষড়যন্ত্র, আমাকে সপুত্রক নিধন চেষ্টা, অপমান, নির্য্যাতন,—" ক্ষোভে লজ্জায় তাঁহার নয়নযুগল অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছিল। কিছুকাল পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন তোমাদের মত কি?"

সকলে সমস্বরে গর্জ্জিয়া কহিল, "আমরা যুদ্ধ চাই, মহারাজ, যুদ্ধ চাই!" সহসা শত শত অসি ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। চঞ্চল জনমণ্ডলী বলিয়া উঠিল, "কোনও বিবেচনা মন্ত্রণার সময় আর নাই। আমরা যুদ্ধ চাই মহারাজ!"

দেবীদাস ধীরে অথচ স্পষ্টস্বরে বলিলেন, "কিন্তু যুদ্ধের পরিণামও ভাবিয়া দেখ। গৌড় বাদশাহের ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ২০,০০০ কামান, ৩,৬০০ হস্তী ও বহু সহস্র রণতরী। তাঁহার ফৌজের সহিত তোমরা কতক্ষণ লড়িবে? ফলে সোনার ছাতক ও

সন্তানাধিক প্রিয় প্রজাগণ এককালে বিনষ্ট হইবে। ইহা অপেক্ষা আমার সপুত্রক আত্মসমর্পণ করাও শ্রেয়ঃ। বাদশাহের সমস্ত রোষ আমাদের উপর দিয়াই যাইবে, ছাতকের কোনও অনিষ্ট হইবে না। কত কষ্টে, কত শোণিতপাতে এই ছাতক তোমরা গড়িয়া তুলিয়াছ!"

মাধব নতজানু হইয়া বলিলেন, "এমন আদেশ করিবেন না, মহারাজ! আমরা প্রাণ চাই না, মান চাই।" সমগ্র জনসিন্ধু বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমরা প্রাণ চাই না, মান চাই।"

যুদ্ধ করাই স্থির হইল। সকলেই ছাতকের কল্যাণের জন্য আপন আপন ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য, সুখসম্পদ ও ততোধিক জীবন অযাচিতভাবে সমর্পণ করিল। একমাত্র পুত্র পিতামাতার প্রতি, নববিবাহিত যুবক পত্নীর প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। উদ্দীপনায়, উৎসাহে ছাতক মাতিয়া উঠিল।

তখন ধূসর অম্বরতলে প্রভঞ্জনের আস্ফালনে নীলবরণা আত্রেয়ী প্রবল উচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইতেছিল। চতুর্দ্দিকে প্রলয়মন্দ্রে কেবলই ধ্বনিত হইতেছিল,—"আমরা প্রাণ দিবত মান দিব না।"

বহু মন্ত্রণার পর দেবীদাস স্থির করিলেন, "যদিও কেন্দ্রীভূত শক্তি লইয়া সম্মুখযুদ্ধে আনন্দ আছে, উন্মাদনা আছে, গুপ্ত আক্রমণে তাহা নাই, তথাপি আমাদের পক্ষে শেষোক্ত রণপ্রণালীই অবলম্বনীয়। আমাদের লক্ষ্য বাদশাহী সৈন্য বিধ্বস্ত করা। অল্পশক্তি লইয়া সম্মুখ যুদ্ধে তাহা অসম্ভব। গুপ্ত অতর্কিত আক্রমণে যদি উহা সুসাধ্য হয় তবে সে উপায় ত্যাগ না করাই সঙ্গত।" অবশেষে তিনি আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আজ ছাতকময় যে নব উদ্দীপনা ও নব

জাগরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, জানিনা তাহা পারিপার্শ্বিক রাজ্যসমূহে আছে কিনা। যদি আজ ঐক্যতানবাদনের সমবেত ঝঙ্কারের ন্যায় সকল হৃদয়তন্ত্রী একযোগে বাজিয়া উঠিত—যাক্ সে কথা! কার্ত্তিক, তুমি নসিরের বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া অচিরে গমন কর। আমি ছাতকে রহিব। মাধব, তুমি অর্জ্জুনকে আমার আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকিতে বলিও। আমাদের কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছে। তবে আর কেন? চিন্তার দ্বিধার সময় নাই। তোমরা অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। বিপক্ষের রসদ আক্রমণ কর, তোপে সেতুমালা উড়াইয়া দাও, শিবির জ্বালাইয়া দাও।"

ছাতকে জগন্ময়ীর বোধন, মনুষ্যত্ব বালারুণবিকাশের ন্যায় শত ময়ূখমালায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বড় দুঃখ, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে সে শ্লাঘা, সে স্পর্দ্ধা ও সে গৌরবের অভিব্যঞ্জনা নাই, রাষ্ট্রীয়তার উদ্বোধন নাই। চারিদিকে কেবল প্রচ্ছন্ন শ্মশানস্তূপে স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা ও ভীরুতার চিতা ধূমায়িত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মৃতসঞ্জীবনী।

ভৈরবীর বেশে উমা তাণ্ডা হইতে ছাতক অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। তিন বড় শ্রান্ত।

সন্ধ্যাকাল। সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া উমা কিছুক্ষণ তরুতলে বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে পশ্চাতে সহসা আকাশসম্ভব দৈববাণীর মত ধ্বনিত হইল, "এ ভীষণ পথে একাকিনী কেন মা?" স্বর পরিচিত। বিস্মিতা উমা সচকিতে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে দয়ানন্দ স্বামী! তিনি মহাত্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "প্রভু, আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি অবলা, অভাগিনী—"

দয়ানন্দ। বৎসে! সংসারের রণে ক্ষতবিক্ষত হইলে, ভীষণ যন্ত্রণায় হৃদয় দগ্ধ হইল, আশাভরসাহীন হইয়া বিধর্ম্মী স্বামীর সহিত দেখার জন্য পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলে। সে ফিরিয়া চাহিল কি?—কি দুঃখ, আজিও তুমি মন স্থির করিতে পারিলে না! চিরদিন এমনি করিয়া কাটাইবে মা? একবার জগতের স্বামীর প্রতি চাহিবে না? তাঁর প্রেমে যে নৈরাশ্য নাই, বাসনার তপ্তশ্বাস নাই, অতৃপ্তি নাই!

উমা কিছুক্ষণ অধোবদনে রহিলেন।

স্বামী দয়ানন্দ যেন অন্তর্যামী। তিনি আবার বলিলেন, "মা, স্বামীর অবস্থা দেখিলে, আমার দেশ ও দেশবাসীর অপমান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

করিলে। নির্দোষ রাজা দেবীদাসের নির্য্যাতন দেখিলে। দেশবাসীর ক্ষুদ্রতা, নীচতার পঙ্কিল দৃশ্যও দেখিলে মা! তবু কি আপনার সুখদুঃখ লইয়াই চিরদিন মত্ত থাকিবে। তোমার দেশ, তোমার দেশবাসী, তাহারা কি তোমার কেহই নহে? দেশটা কি শুধু শব্দমাত্র? মা, কর্ম্ম ভিন্ন মুক্তি নাই। তবে কেন বৃথা কর্ম্মে আপনাকে জড়াইয়া জীবনের ভার বৃদ্ধি করিতেছ? লক্ষ কর্ম্ম, লক্ষ কর্ত্তব্য, লক্ষ্য সাধনা তোমার সম্মুখে।"

উমা। এ দৃশ্য দেখিয়া আমারও প্রাণ কাঁদে, পিতা! আমারও ইচ্ছা হয় সব ছাড়িয়া যেটুকু দেশের কাজ করিতে পারি করিয়া যাই। কিন্তু—আমি রমণী, আমার শক্তি কি, সামর্থ্য কি?

দয়ানন্দ। অনন্ত প্রকৃতির অংশরূপিণী সাধ্বী কুললনা তোমরা যদি শক্তিহীন, তবে শক্তিময়ী কে মা? এমন স্নেহ, এমন প্রেম, এমন ত্যাগ আর কোন্ জাতির ভিতর আছে? সংযমে সহিষ্ণুতায় সতীত্বে সন্তোষে তোমাদের সমতুল কে?—ভাল, এ পথে কোথায় যাইতেছিলে, মা?

উমা। (অবনতমুখে) ছাতকের পথে।

দয়ানন্দ মনে মনে ভাবিলেন, "হায়, এখনও আশা!" পরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "তবে যাও মা! আশীর্ব্বাদ করি, সাবিত্রী যেমন মৃত পতিকেও সতীত্ববলে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি যেন তোমার বিধর্ম্মী, বিপথগামী, আত্মদ্রোহী, স্বদেশদ্রোহী স্বামীকে সৎপথে ফিরাইয়া আনিতে পার। তোমার স্বামী কোন কারণে যবনীপত্নীর প্রতি সম্প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এ সুযোগ উপেক্ষা করিও না। কিন্তু তাহা

যদি না পার, জীবনকে তুচ্ছ মনে না করিয়া তলটের মঠে ফিরিয়া আসিও। দেশের অবস্থা জান ত? নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় আর নাই হতাশের প্রাণে উৎসাহ, জড়ের হৃদয়ে উদ্দীপনা, আহতের ক্ষতে শান্তির প্রলেপ দিতে হইবে। আমি যে সন্ন্যাসী, আমাকেও মাতৃভূমির আহ্বান চঞ্চল করিয়াছে। একবার দুর্ভিক্ষের সময় তোমার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, যুদ্ধক্ষেত্রে আবার যেন তোমার স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাই, মা!

উমা! প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

দয়ানন্দ। মনে রাখিও, মৃণ্ময়ী মা আমার, হৃদয়ে চিণ্ময়ী। সেই চিণ্ময়ীই আমাদের জন্মভূমি।

পরক্ষণেই দয়ানন্দ ঘনান্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার স্বর উমার চিত্তে স্পন্দিত হইতে লাগিল। একবার স্বামী, একবার দেশ অবলার হৃদয়দুর্গ অধিকার করিতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:o:—

ব্যূহপ্রাচীরে।

ছাতক নবোৎসাহে রণোন্মাদে মাতিয়া উঠিয়াছে। ঘন ঘন দুন্দুভি নিনাদে ও তূর্য্যধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত। দেশময় এক মহাচাঞ্চল্যে নবজাগরণের বিজয়ভেরী ধ্বনিত হইতেছে।

যুদ্ধের আর কালবিলম্ব নাই। বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত সেনাপতি উমরু পাঁচ হাজার সৈন্ত লইয়া ছাতকের অভিমুখে অর্দ্ধপথে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে, গোলন্দাজ, তীরন্দাজ, তুরঙ্গম। কয়েক দিন হইতে ক্রমাগত বৃষ্টির জন্য তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। ইতিমধ্যে ইস্মাইল একদিন সেনাপতি উমরুকে কহিলেন, "কাল গুপ্তচরমুখে যেরূপ সংবাদ শুনা গেল তাহাতে মনে হয়, রাজা দেবীদাসের বিরুদ্ধে কেবল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিলে চলিবে না। তাঁহার ছিপ্ অনেক। তাঁহাকে স্থল-পথে ও জলপথে উভয় দিক হইতে আক্রমণ করিতে না পারিলে ছাতক হস্তগত হইবে না। এ সময়ে আমাদিগকে বৃষ্টির জন্য যখন এখানে অপেক্ষাই করিতে হইতেছে তখন বাদশাহের নিকট তিন সহস্র যোদ্ধপূর্ণ ক্ষিপ্র রণতরী প্রার্থনা করাই সমীচীন বোধ হয়।"

উমরু। খাঁসাহেব, আপনার পরামর্শ আমি অন্যায় মনে করি না। আজই তাণ্ডায় বিশ্বস্ত দূত পাঠাইব।

বাদশাহ উমরুর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। আকাশ পরিষ্কার হইলে পাঠান রণতরী মোজাম্মল খাঁর অধীনে অবিলম্বে ছাতক অভিমুখে যাত্রা করিল। পথ ঘাট কর্দ্দমময় বলিয়া সেনাপতি উমরুকে আরও কয়েক দিন শিবিরেই থাকিতে হইল। তারপর আবার কুয়াসা ও টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি; নদীনালা পার হইতেও বিলম্ব হইতে লাগিল।

দেবীদাস যথাসময়ে সকল সংবাদ জানিতে পারিলেন। তাঁহার সমুদায় রণতরী সজ্জিত হইল। তিনি স্বয়ং আত্রেয়ীবক্ষে মোজম্মলকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে যাত্রা করিলেন।

এদিকে উমরুও পথপ্রদর্শক ইস্মাইলের সহিত ছাতকের সম্মুখীন হইলেন। এমন সময়ে কার্ত্তিক ও অর্জ্জুন সহসা তাঁহাকে যুগপৎ দুই দিক হইতে বীরবিক্রমে আক্রমণ করিলেন। সেদিনকার যুদ্ধে বাদশাহী পক্ষে অনেকে হতাহত হইল। ছাতকরাজের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল।

সেনাপতি উমরু বরাবর সম্মুখযুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। কাজেই গুপ্ত আক্রমণের আশঙ্কা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। একদিকে অর্জ্জুন, অপর দিকে কার্ত্তিক, কোন্ দিক হইতে কে কখন আক্রমণ করিবে স্থির নাই। তিনি পুনঃ পুনঃ পর্য্যুদস্ত হইতে লাগিলেন। আজ গুটিকতক কামান, কাল কতিপয় অশ্ব লইয়া শত্রুসৈন্যদল দেখিতে না দেখিতে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইত। উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও কোন লাভ নাই। বরং অজানিত দেশে অরাতি-হস্তে অনেক প্রকার লাঞ্ছনা সহিতে হইত। কয়েক দিনেই কার্ত্তিক ও অর্জ্জুন উমরুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। মধ্যে মধ্যে এমন হইত যে সারাদিন শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যখন উমরুর শ্রান্ত সেনা-

দল সুপ্তিসুখে মগ্ন হইত তখন রাজসৈন্যগণের অস্ত্রের ঝনঝনায় ও ভেরীশব্দে অকস্মাৎ তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে না হইতে হতাহতে শিবির ভরিয়া যাইত। ক্রমাগত এই ভাবে উপদ্রুত হইয়া উমরু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রাজসৈন্যগণ সম্মুখসমরে অগ্রসর হইলে তিনি তাহাদিগকে হয় ত বীরদর্পে পরাভূত করিতে পারিতেন। কিন্তু একি? সময় নাই, অসময় নাই, অজ্ঞাতে, আচম্বিতে ঝঞ্ঝার ন্যায় এ কিরূপ প্রলয় আস্ফালন? দম্ভোলিবক্ষ বারিদের ন্যায় এ কিরূপ প্রাবৃষপ্লাবন? এই কূট যুদ্ধপ্রণালীতে তাঁহার ন্যায় বীরকেও বারম্বার বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল। উমরু কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে একদিন বাদশাহী পক্ষের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। বড় ঠাকুর কার্ত্তিক রায় যখন শত্রুসৈন্যকে সুপ্তজ্ঞানে একা আক্রমণ করেন তখন উমরু সসৈন্যে সতর্ক ও সশস্ত্র ছিলেন। বারম্বার পরাভূত যবনসেনাপতি আক্রান্ত হইবামাত্র গর্জ্জিয়া উঠিলেন। উমরুর পক্ষে পাঁচ হাজার যোদ্ধা। কার্ত্তিকের পক্ষে মাত্র দুই হাজার। তবু তাহাদের অপরিমেয় সাহস, বল ও সমরকৌশল দেখিয়া বাদসাহী সৈন্য ক্ষণমাত্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। সেনাপতির ইঙ্গিতমাত্রে তাহারা রণমদে মাতিয়া উঠিল। কার্ত্তিকও সিংহবিক্রমে শত্রুমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সমরনিপুণ উমরুর সাঙ্কেতিক শব্দে তাঁহার সৈন্যের পশ্চাৎবর্ত্তী বাহিনী সহসা কার্ত্তিক রায়ের সৈনাদলকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। কার্ত্তিক সেই সংহত ব্যূহপ্রাচীরের ভিতর হইতে অভিমন্যুর ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া

বলিলেন, "বজ্র ততক্ষণই বজ্র যতক্ষণ সে তুঙ্গ গিরিচূড়া চূর্ণ করিতে পারে। সলিলে নির্ব্বাপিত হইলে তাহার রহিল কি? তোমরা যতক্ষণ পরাক্রমী ততক্ষণই বীর। পশ্চাৎপদ হইলে কাপুরুষ মাত্র। আজ তোমাদের পণ বিজয়, আহুতি জীবন। মনে রাখিও, এ জগতে কীর্ত্তি অবিনাশী। তবে আর কেন? অবিলম্বে যবনসৈন্যকে পরাভূত কর, নির্য্যাতিত কর, বিধ্বস্ত কর।" রাজসেনাগণ বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা রণকোলাহল ভেদ করিয়া ঐ কাহার জয়নাদ উত্থিত হইল?—কার্ত্তিক রায় নিহত, উনরু বিজেতা!

যবনসেনাপতি রাজসৈন্যগণকে অচিরে আত্মসর্পণ করিতে বলিলেন। প্রত্যুত্তরে শত শত অসি, শত শত বর্শা ও বল্লমের ঝন্‌ঝনা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিল। রাজপক্ষের কামান গুম্ গুম্ শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। কাহারও দেহে প্রাণ থাকিতে, শিরায় শোণিত বিন্দু থাকিতে আত্মসমর্পণ অসম্ভব।

রাজসৈন্যগণ যখন এইরূপে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিল ও পরপদানত না হইয়া একে একে শত শত বীর রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছিল তখন সহসা অর্জ্জুন ভীমরবে বাদশাহী সৈন্যমণ্ডলীকে আক্রমণ করিলেন। কার্ত্তিক রায়ের পক্ষও নববলে বলীয়ান্ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিজয়শ্রী আবার ছাতকের দিকে প্রসন্ননেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজপক্ষের জয় হইল। অনেকের বক্ষে, ললাটে ও বাহুতে বর্শা, তরবারি বা গুলির চিহ্ন, কিন্তু একজনেরও পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা নাই। কতিপয় যোদ্ধা কার্ত্তিকের শব বহন করিয়া ছাতকে আনিল। রম্য রাজপুরী সহসা তমোময় হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

সহমরণ।

আজ ছাতকে বড় গোল, বড় ভিড়, বড় চাঞ্চল্য। দলে দলে পুরনারীগণ রাজবাটী অভিমুখে গমন করিতেছেন। কাহারও হাতে নোয়া, কাহারও হাতে সিন্দূর। সকলে বলিতেছেন, আজ পূর্ব্বজন্মের পুণ্যবলে বধূরাণী চিত্রাঙ্গদা সহমৃতা হইবেন, ছাতক সতীর ভস্মে পবিত্র হইবে।

জহর রাজপুতমহিলার, সহমরণ বাঙ্গালীরমণীর চরমকীর্ত্তি। যে দেশের পুরাঙ্গনাগণ হাসিতে হাসিতে স্বামীর চিতায় প্রাণবিসর্জ্জন করিতে পারেন তাঁহারা অবলা? জগতের কোন্ তেজস্বিনী নারী হইতে তাঁহারা ক্ষুদ্র? দধীচির অস্থি, ইন্দিরার ঐশ্বর্য্য, গার্গীর বুদ্ধি, কবির কল্পনা, রতির রূপ, চন্দনের সৌরভ, কুসুমের কমনীয়তা, জ্যোৎস্নার বিমলতা, সিন্ধুর অমৃত দিয়া বিধির বিচিত্রসৃষ্টি বঙ্গললনা!

প্রাসাদের পুরোভাগে লোকে লোকারণ্য। রাজান্তঃপুরে রমণীগণ কেহ চিত্রাঙ্গদার পদধূলি লইতেছেন, কেহ শাঁখা, নোয়া, সিন্দূর, চন্দন তাঁহার চরণে স্পর্শ করাইতেছেন। চাঞ্চল্য নাই, আর্ত্তনাদ নাই,—চিত্রাঙ্গদা রমার ন্যায় সম্পদে গৌরবে ধীরতায় অতুলনীয়া। তিনি একবার শিশু পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। তার পরই শ্মশান অভিমুখে মহাযাত্রার উদ্যোগ করিলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল।

মহিষী জয়ার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছিল। পুত্রশোকে তিনি মুহ্যমান। তাঁহার অঙ্কস্থ ছয়মাসের পৌত্র সেই নয়নজলে অভিষিক্ত হইতেছিল। অভাগিনী পুত্রবধূকে বলিলেন, "আমার বুক যে ফাটিয়া যায় মা! আর যে সহিতে পারি না।"

চিত্রাঙ্গদার নয়নে অশ্রুমাত্র নাই। তিনি ধীরে ধীরে শ্বশ্রূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, আমার সময় হইয়াছে। পদধূলি দিন। আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন মরণান্তে পতির চরণপ্রান্তে স্থান পাই। মাগো, আমি বড় অভাগিনী। বেশী দিন আপনাদের সেবা করিতে পারিলাম না। বাছারও দুরদৃষ্ট। অকালে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইল।"

জয়া। যাও মা, তোমার মত সৌভাগ্যবতী কে? যেপথে আমার শাশুড়ী গিয়াছেন সেই পথে আজ তুমিও চলিলে। নারীজীবনের গৌরবই এই। বীর স্বামীর সহিত একত্র চিতায় ভস্ম হইয়া অমরত্ব লাভ কর।

তখন চিত্রাঙ্গদা যেন সহসা তাঁহার পুরোভাগে রক্তচেলিপরিহিত পরলোকপ্রস্থিত পিতৃগণপরিবেষ্টিত স্বামীকে অগ্নিশিখাহস্তে তাঁহাকে আহ্বান করিতে দেখিতে পাইলেন। সতী শ্মশানে যাইবার জন্য চঞ্চল হইলেন।

মহিষী ও অপর পুরস্ত্রীগণ ধান্যদূর্ব্বা দিয়া চিত্রাঙ্গদাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু, পরিধানে রক্তপট্টবস্ত্র, অকলঙ্কশশী বরাঙ্গনা সহমরণে যাত্রা করিলেন। কীর্ত্তনের গীতবাদ্যে দশদিক মুখরিত। পথে মণ্ডা, নাড়ু, সাঁজ, বাতাসা ও অজস্র অর্থবৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র

উত্তরীয় প্রভৃতি বিতরণ। ঘন ঘন 'হরিবোল' ও রাস্তার দুই পার্শ্ব হইতে উলুধ্বনি।

চন্দনকাষ্ঠে চিতা সজ্জিত। তাহাতে হব্য, ধুপ, গুগ্‌গুল ও কর্পূরাদি নিষিক্ত হইয়াছে। প্রজ্জ্বলিত বহ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সতী চিত্রাঙ্গদা সাত বার অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া হাসিমুখে চিতায় আরোহণ করিলেন। ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল। সহস্রশিখাবেষ্টিত দম্পতীর দেহ অচিরে ভস্মে পরিণত হইল। স্তব্ধ চরাচর। অগণ্য জনতা নীরব, নিস্পন্দ, চিত্রার্পিতবৎ।

রণসজ্জায় সজ্জিত দেবীদাস নিশ্চল পাদপের ন্যায় শ্মশানে এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দুইটি প্রাণাদপিপ্রিয়দেহ পঞ্চভূতে মিলাইল। তিনি সকলকে বিদায় দিয়া শীঘ্র জলপথে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। শোক করিবার সময় তাঁহার ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

-------:o:-------

সতী না কলঙ্কিনী ?

ছাতকের পথে উমার হৃদয় নানা চিন্তায় ভরিয়া উঠিতেছিল। তিনি ত বহুবার বহু চেষ্টা করিয়াও বিধর্ম্মী স্বামীকে মহাপাতক হইতে বিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। তবে আর চেষ্টা করিয়া ফল কি? একেবারে তলটের মঠে গেলে হয় না? উমার মন বলিল, "তা'ও কি হয়? আর একবার দেখিবে না? তোমার স্বামীর সম্মুখে এখন ভয়াবহ অন্ধকার। তিনি প্রবৃত্তি ও বাসনার পঙ্কিলহ্রদে যে চিরতরে ডুবিবেন। সহধর্ম্মিণীর নির্ম্মল প্রেমে তিনি স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। আমীনার প্রেমও ঘটনাস্রোতে আবিল। এ সময় তোমার শান্তিহীন অনুতাপদগ্ধ হৃদয়সর্ব্বস্বকে তুমি না দেখিলে কে দেখিবে?" কাজেই উমার তলটের মঠে আপাততঃ যাওয়া ঘটিল না। মনের গতি কখন কিরূপ হয় কে জানে?

আর একটি চিন্তায়ও উমার মন বহুদিন হইতে আন্দোলিত হইতেছিল। আমীনা সতী না কলঙ্কিনী? যে তাঁহার স্বামীকে একবার প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছে সে কি আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে? সম্ভবতঃ সর্দ্দারের প্রতি তিনি অনুরাগিণী নহেন। সর্দ্দারই প্রভুর হত্যা কল্পনা করিয়াছে। তবে দেখা যাইতেছে, তাঁহার পতির প্রাণনাশের জন্য একটা প্রবল ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এ তথ্যও নিরাকরণ করা প্রয়োজন। আমীনার প্রতি সন্দেহে ইস্মাইলের সকল শান্তি, সকল সুখ বিনষ্ট

হইয়াছে। খাঁপুরে গিয়া উভয়েরই সত্যাসত্য নির্ণয় করার সুবিধা হইবে। উহাতে আমীনার প্রতি পতির সংশয় দূর হইতে পারে। স্বামীকে আবার সুখী দেখিতে পাইলেই উমার সুখ। ইহার অধিক সুখের আশা তাঁহার নাই। এইরূপ নানা চিন্তার পর উমা আমীনার উদ্দেশে খাঁপুরে যাত্রা করিলেন। খাঁপুর হইতে ছাতক নৌকাযোগে তিন দিনের পথ।

*　　*　　*　　*　　*

আজ পূর্ণিমা রজনী সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী। আমীনা গৃহসংলগ্ন উপবন-বেদীর উপর বসিয়া ভাবিতেছিলেন, এই সেই বেদী যেখানে তিনি ও ইস্‌মাইল কত মিলনমধুর দীর্ঘযামিনী প্রণয়স্বপ্নে কাটাইয়াছেন। নীলাকাশ-বিহারী উজ্জ্বল শশধর বিটপীলতার শিরে রজতমুকুট পরাইয়া দিত, তাঁহাদের প্রেমদীপ্ত অরুণগণ্ডে কি লাবণ্য, কি মোহমাধুর্য্য ঢালিয়া দিত। তরুলতা ফুল-দল ভাবে স্পন্দহীন, নক্ষত্রমালা অনিমেষলোচনে তাঁহাদের সুখে বিভোর হইয়া চাহিয়া থাকিত, জ্যোতির্ম্ময়ী নিশীথিনী গুমরিয়া মরিত, তুহিন-কণায় প্রকৃতির পুলকাশ্রু ঝরিত। যে কথার অবধি নাই, যে উচ্ছ্বাস শেষ হয় না, যে ভাব প্রকাশের ভাষা নাই, যে সৌন্দর্য্যের কণামাত্র ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় ছাপাইয়া উঠে, এমনি কত কথায়, কত ভাবে, কত সৌন্দর্য্যকল্পনায় তাঁহারা আত্মহারা হইতেন। আজ কতদিন ইস্‌মাইল তাণ্ডায় গিয়াছেন, তাহার পর হইতে এপর্য্যন্ত তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আমীনা ভাবিতেছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমের কোন অকল্যাণ হয় নাই ত? ইস্‌মাইল তাঁহাকে ভুলিয়া কতদিন প্রবাসে থাকিবেন?—চারিদিকে চন্দ্রকরসিক্ত লতাবিতান কুসুমের লাজাঞ্জলি

বিরহিণীর চরণে উপহার দিতেছিল, স্নিগ্ধ সুরভিত বায়ু তাঁহার অলকাগুচ্ছ ঈষৎ আন্দোলিত করিতেছিল। অর্দ্ধশায়িতা আমীনা আবেশে চিন্তায় তন্ময়।

সহসা মনুষ্যের পদশব্দে চমকিত হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে সর্দ্দার রহিম সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া। আমীনা বিরক্তির সহিত কহিলেন, "অসময়ে এখানে কেন সর্দ্দার? এ মন্ত্রণাকক্ষ নহে, পুরস্ত্রীর অন্দরসংলগ্ন উদ্যান। বাহিরে কি কোন প্রহরী নাই?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সকরুণকণ্ঠে রহিম বলিল, "তস্লিম বেগম সাহেবা, আজ বড়ই দুঃসংবাদ।"

আমীনা। শীঘ্র বল, কি দুঃসংবাদ?

রহিম। বড় দুঃখের বিষয়, বিবি সাহেবা!—বাধ্য হইয়া জনাবার সম্মুখে আসিতে হইয়াছে। আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাতের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আমীনা। কি সংবাদ বল।

রহিম। আমাদের এমনি কপাল, এমনি দুরদৃষ্ট,---

আমীনা। সর্দ্দার, তাণ্ডার কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?

রহিম। সেই কথাই বলিতেছিলাম। (চক্ষুপ্রান্তে রুমাল দিয়া) অহো, আমাদের প্রভু মহম্মদ ইস্মাইল খাঁ আর এজগতে নাই।

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া আমীনা বলিলেন, "সত্যই নাই?" —"সর্দ্দার, কে এ সংবাদ দিল? সে সকল বিষয় ঠিক্ জানে কি?"

রহিম। প্রভুর শরীররক্ষী কালাচাঁদ একা ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বলিল, তাণ্ডার রাজপথে কে যেন খাঁ সাহেবকে গুপ্তহত্যা করিয়াছে।

আমীনা "ইয়া আল্লা!" বলিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সর্দ্দার রহিম তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "শোকে অধীর হইবেন না, বিবি সাহেবা! আপনার বান্দা রহিম যতদিন জীবিত আছে ততদিন কোন চিন্তা করিবেন না। গোলাম চিরদিন হুজুরের নিমকের মর্য্যাদা রাখিবে।"

আমীনা বলিলেন, "সর্দ্দার, আজ যাও, কাল আসিও। আমাকে এখানে দু'দণ্ড একা থাকিতে দাও।"

আমীনার চক্ষু অশ্রুপ্লুত। সে অশ্রু ধারা বহিয়া তাঁহার ঈষদারক্ত সুকোমল গণ্ডদ্বয় অভিসিঞ্চন করিল। পৌর্ণমাসীর শশাঙ্কের অংশুমালায় তাহা কমলদলমধ্যস্থ মুক্তাবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইল। সেই সৌন্দর্য্যমোহে সর্দ্দারের মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল। অনন্তের অকলঙ্কশশী তাহার সম্মুখে। সে আবেগে বলিয়া উঠিল, "এভাবে আপনাকে একা ফেলিয়া যাইব কোন্ প্রাণে? যাঁর সুখের জন্য, শান্তির জন্য, হাসিতে হাসিতে জান্ কবুল করিতে পারি তাঁহাকে নয়নজলে ভাসাইয়া আমি কোন্ মুখে এখান হইতে চলিয়া যাইব?"

আমীনা চিন্তামগ্না। সর্দ্দারের কথা মন দিয়া শুনিতেছিলেন না। রহিম যখন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"সুন্দরি, আর কতদিন আমি মনাগুনে দগ্ধ হইব? আমার সুখসৌভাগ্য, ইহকাল পরকাল সবই আমি ঐ চরণতলে বিকাইয়াছি। আমার প্রতি অকারণ নিষ্ঠুর হইবেন না। শোক করা বৃথা। আপনার ইঙ্গিতমাত্রে এক ইস্মাইল খাঁর পরিবর্ত্তে শত ইস্মাইল খাঁ আপনার পদপ্রান্তে লুঠাইয়া পড়িতে পারে।"

দলিতা ফণিনীর ন্যায় রোষে গর্জ্জন করিয়া গর্ব্বস্ফীতা আমীনা বলিলেন, "দূর হও, নরকের কুক্কুর!"

রহিম। প্রেমিক অত সহজে নিরস্ত হইবার নহে, বিবিজান! তোমাকে লাভ করিবার জন্য জান্‌ও যদি যায়, রহিম তাহাতেও কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে জানও দিতে হইবে না, তোমায়ও নিশ্চিত পাইব। একবার বল আমার হইবে, নহিলে এখনই তোমায় ধরিয়া লইয়া যাইব। আমার সঙ্গে অনুচর আছে। আমি একা এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই।

আমীনা তেজোদর্পে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিমকে সজোরে পদাঘাত করিলেন। রহিম তাঁহাকে ধরিতে যাইতেছে এমন সময়ে এক অপরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী রক্তাম্বরপরিহিতা রক্তসিন্দূরতিলকশোভিতা আলুলায়িত-কুন্তলা রুদ্রাক্ষবলয়ভূষিতা ভৈরবী সেই উপবনাভ্যন্তরে সহসা প্রবেশ করিলেন ও হস্তস্থিত ত্রিশূল ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া জীমূতমন্দ্রে কহিলেন, "সাবধান, দুরাচার!" সেই দেবীমূর্ত্তিদৃষ্টে রহিমের দম্ভ আস্ফালন নিমেষ-মধ্যে তিরোহিত হইল। ভৈরবী বলিলেন, "দূর হও, পাপিষ্ঠ! বিনা রক্তপাতে চলিয়া যাও! আমি থাকিতে কেহ বিবিসাহেবার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

রহিম তন্মুহূর্ত্তেই সকল অবস্থা বুঝিতে পারিল। তাহার অভিসন্ধি ব্যর্থ হওয়ায় সে আমীনার প্রতি রোষকষায়িতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া গেল "রমণি! আমি যদি পাঠানের সন্তান হই ত অচিরে তোমার দর্পচূর্ণ করিব।"

আমীনা ভৈরবীকে কহিলেন, "বিধর্ম্মী হইলেও আপনি খোদার প্রেরিত দূত। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

ভৈরবী। কে তুমি সুন্দরি?

আমীনা। আমি আমীনা, বাখিলপুরের ভূম্যধিকারিণী।

ভৈরবী নির্নিমেষলোচনে আমীনাকে দেখিতে লাগিলেন। হউক যবনী, যুবতী সুন্দরী বটে। তা'য় যে সাজসজ্জা, যে বিলাসচর্য্যা। পুরুষের মন মোহিত হইবারই কথা।

ভৈরবী বলিলেন, "বিবিসাহেবা, আমি তোমার সর্দ্দারের সকল কথাই শুনিয়াছি। ঐ পাপিষ্ঠের প্রেরিত লোক খাঁ সাহেবকে তাণ্ডায় হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু দৈবযোগে তিনি রক্ষা পান। হত্যাকারী স্বয়ং নিহত হয়। খাঁ সাহেব ভাল আছেন। শীঘ্রই দেশে ফিরিবেন। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই। তাই এ সংবাদ তোমায় দিতে পারিলাম।"

আমীনা। কে আপনি অযাচিতভাবে আমার প্রাণদান করিলেন? বলুন, সত্য বলুন, আমার প্রিয়তম জীবিত আছেন কি?

ভৈরবী তাঁহাকে আশ্বাস দিলে আমীনা বলিলেন, "খোদা আপনার ভাল করিবেন।"

বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ভৈরবী বুঝিলেন, আমীনার যত দোষই থাকুক, সে যে সচ্চরিত্রা ও পতির প্রতি অনুরাগিণী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "তবে আসি ভগিনি, দীর্ঘজীবিনী হইয়া পতির আনন্দদায়িনী হও।" দেখিতে না দেখিতে তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। ভৈরবী কে?—বিধাতা প্রেরিত কোন দৈবীশক্তি?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

———:0:———

সেই তুমি?

বড় দুর্দ্দিন। তবে সন্ধ্যাবেলা আকাশের অবস্থা কিছু ভাল। আর সে গর্জ্জন নাই, সে বারিবর্ষণও নাই। কিন্তু নীরদমালা এখনও গগনের কোল জুড়িয়া আছে। তাহাদের অন্তরাল হইতে মধ্যে মধ্যে দুই একটি তারাবালা মৃদু মৃদু হাসিতেছে; কিন্তু সে হাসি, দুঃখের দিনে সুখস্বপ্নের মত, বড় মলিন, বড় নিষ্প্রভ। এমন দিনে ইস্‌মাইল খাঁ নির্জ্জন শিবির কক্ষে বসিয়া অতীতের কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার দুঃখনৈরাশ্র জালসাচ্ছন্ন হৃদয়ের বহু স্মৃতিমধ্যে উমার প্রণয়মধুর করুণ মূর্ত্তিখানি বিজলীর মত ক্ষণে ক্ষণে চমকিতেছিল। এক একবার আমীনার মূর্ত্তিও মনের ভিতর না জাগিতেছিল এমন নয়।

একজন যুবক সহসা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "সেলাম, খাঁ সাহেব, আমায় চিনিতে পারেন কি?"

ইস্‌মাইল সাশ্চর্য্যে বলিলেন, "বেশ, তোমায় চিনিব না? এতদিন ছিলে কোথায়, ওমায়েদ? হঠাৎ এই ভীষণ রণক্ষেত্রে কি মনে করিয়া? এ তো প্রেমিকের রম্য উপবন নহে।"

ওমায়েদ। দেওয়ানা লোক। ঘুরে বেড়ানই পেশা। কে জানে যুদ্ধক্ষেত্র, আর কে জানে প্রমোদোদ্যান! মাঝে থেকে আপনাদের দেশটাও একবার দেখে এলেম! সুন্দর দেশ!

ইস্‌মাইল। বটে? কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?

ওমায়েদ। এই ধরুন, খাঁপুর, বাঘিলপুর, এমনি কত জায়গা, কত মুলুক!

ইস্‌মাইল। খাঁপুরে গিয়াছিলে? বল কি?

ইস্‌মাইল কিছু গম্ভীর হইলেন। ওমায়েদ বলিলেন, "নিশ্চয়। বেগম সাহেবা ভাল আছেন।"

ইস্‌মাইল। সেজন্য আমি চিন্তিত নহি। সে সুখের স্বপ্ন একদিনের একটি ঘটনায় কাটিয়া গিয়াছে। পাপীয়সীর নাম মুখে আনিও না।

ওমায়েদ। বলেন কি? সহসা এত অধীর হইবেন না। সন্দেহ আঁধার বাড়ায় মাত্র। আমীনা বিবি সতী, নিরপরাধিনী, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মানুষ মানুষের হৃদয় এমনি করিয়াই ভুল বুঝে—

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া ইস্‌মাইল বলিলেন, "অনভিজ্ঞ যুবক, রমণী-চরিত্র যদি এত সহজে বুঝা যাইত!—একদিন আমার হৃদয় তোমারই মত সরল ছিল, সংসারকে আমারও একদিন নন্দনকানন বলিয়া ভ্রম হইত। কিন্তু আজ?—যা'ক্ তুমি কি বিবি সাহেবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ?"

ওমায়েদ। হাঁ, দেখিলাম তিনি এখনও পতীগতপ্রাণা, বিরহ-বিশীর্ণা। অভাগিনী যুবতী এখনও আপনার আশাপথ চাহিয়া।

ইস্‌মাইল সবিস্ময়ে বলিলেন, "বল কি? ইহা সত্য না স্বপ্ন? ওমায়েদ, আমায় ক্রমাগত সন্দেহদোলায় দোলাইও না। সব কথা স্পষ্ট করিয়া বল।"

পুষ্পোদ্যানে রহিম প্রভুর মিথ্যা হত্যা সংবাদ দিয়া যেরূপে আমীনার প্রেমভিক্ষা করিয়াছিল, বলপ্রয়োগে তাঁহাকে ধরিয়া লইতে

উন্মত্ত হইয়াছিল, আমীনা তাহাকে যে ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ও এক ভৈরবী সেই সময়ে সহসা ত্রিশূলহস্তে পাষণ্ডকে যেরূপে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ওমায়েদ সে সকল কথাই ইস্‌মাইল খাঁর নিকট অদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

ঘটানাপরম্পরাশ্রবণে খাঁ সাহেব ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "নিমকহারাম রহিম, এত বড় স্পর্দ্ধা! প্রভুপত্নীর প্রেমভিক্ষা! তোকে জীয়ন্তে কবর দিবার ব্যবস্থা করিতেছি।" প্রকাশ্যে ওমায়েদকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন; "যুবক, তুমি আমার বিষম সংশয় দূর করিয়া অশান্ত চিত্তে শান্তির অমৃতধারা ঢালিয়া দিলে। আমি আজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ রহিলাম।"

ওমায়েদ। আমার কাছে? আমি বার্ত্তাবহমাত্র। কেমন, আমি বলি নাই বিবি সাহেবার অজ্ঞাতে আপনার সর্দ্দার আপনার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছিল?

ইস্‌মাইল। সংশয় অন্ধ। ভাল, সেই ত্রিশূলধারিণীর কোন সংবাদ জানিতে পারিয়াছ কি? আমি তাহাকে পুরস্কৃত করিব। বলিতে পার সে ভৈরবী কে?

ওমায়েদ কিছুক্ষণ গম্ভীর হইলেন। তারপর ধীর অথচ স্পষ্টস্বরে বলিলেন "আমি।" ভাবে ও উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছিল।

চমকিত হইয়া ইস্‌মাইল বলিলেন, "কে তুমি? আমায় প্রাণ দিয়াছ, আমার বিবির সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছ, অযাচিত ভাবে আমায় শান্তি ও আনন্দ বিলাইতেছ! বল কে তুমি?" সসম্ভ্রমে ইস্‌মাইল যুবকের নিকট জানু অবনত করিলেন।

ওমায়েদ বলিলেন, "আমি উমা, তোমার অভাগিনী—" আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ইস্‌মাইল স্থিরনেত্রে ওমায়েদের মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "তুমি উমা? প্রেমে অতলস্পর্শ, অবসাদে উৎসাহ, অভাবে সন্তোষ, সুখে উল্লাস, দুঃখে শান্তি সেই তুমি? আমার যৌবনে রঙ্গিনী, বিপদে সঙ্গিনী, সহিষ্ণুতায় ধরিত্রী, দিবসের চিন্তা, রাত্রির স্বপ্ন, নয়নের মণি, অস্থির মজ্জা, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন তুমি সেই উমা?— বড় পাপিষ্ঠ, বড় হতভাগ্য আমি। তোমায় সুখী করিতে পারিলাম না। উমা, উমা,—"

উমা সরিয়া গেলেন। ইস্‌মাইল আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "বল, কি করিলে তুমি আমার হইবে? আর আমাকে ছাড়িয়া থাকিবে না?"

উমা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। ক্ষোভে শোকে আবেগে উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "তবে এ শিবির ত্যাগ কর, এ পথ হইতে ফের!"

ইস্‌মাইল। অসম্ভব অনুরোধ করিতেছ উমা! যে পথে অগ্রসর হইয়াছি তাহা হইতে আর ফিরিবার উপায় নাই। দেবীদাস আমার শত্রু। যে কোন উপায়ে তাহাকে দমন করিব। তাহার পর ফিরিব।

উমা। এত পাপ ধর্ম্মে সহিবে না।

ইস্‌মাইল। ছাতক ধ্বংস হউক, রসাতলে যা'ক্, তাহাতে তোমার আমার ক্ষতি কি? আমরা দুইজনে প্রেমের মন্দিরে আপনাদিগকে রুদ্ধ করিব। চরাচরের আন্দোলনকোলাহল সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কেবল তুমি আর আমি দুইখানি প্রেমবিহ্বল হৃদয়—

তখন উমার গুরুর আদেশ মনে পড়িল। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুমি কি আমাকে কেবলমাত্র প্রেমিকা বলিয়া গ্রহণ করিবে? আমি কি তোমার সহধর্ম্মিনী নই? মনে রাখিও আমি ব্রাহ্মণরমণী। বড় আশা করিয়া আবার আসিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি সে আশার সুসার হইবে না। তবু আবার বলিতেছি এখনও ফের! তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, ফের! এ পাপের পথ, প্রবৃত্তির পথ হইতে ফের—ফের!"

ইস্‌মাইল কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে বলিলেন, "উমা, তোমার অনুরোধ দেবতার আদেশের মত অলঙ্ঘ্য, নিয়তির ন্যায় কঠোর। কিছুদিন অপেক্ষা কর। তোমার প্রণয় অমৃতে আবার আমি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিব। এখন আমার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিতে দাও।

উমা। তবে আমি চলিলাম, জন্মের মত চলিলাম।

তিনি বেগে শিবির হইতে ছুটিয়া চলিলেন। অন্ধকারে পদে পদে তাঁহার পদস্খলন হইতেছিল। সেদিকে লক্ষ্যমাত্র ছিল না। আজ অভাগিনীর সকল আকর্ষণ, সকল বন্ধন বুঝি চিরতরে টুটিয়াছে, অসীমের পানে হৃদয় ছুটিয়াছে।

সহসা সম্মুখে এক প্রহরীর কর্কশকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "কে যায় এই নিশীথে?" উমা বলিলেন, "কেহ নয়, আমায় যাইতে দাও।"

প্রহরী। এই মাত্র তুমি নবাব সাহেবের শিবির হইতে আসিতেছ। নিশ্চয়ই কোন গুপ্তচর।

উমা। হাঃ হাঃ! গুপ্তচরই বটে!

উন্মাদিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই বন্দুকের শব্দ হইল।

ইস্‌মাইল দৌড়াইয়া গিয়া দেখিলেন, উমা ছিন্নলতার ন্যায় ভূপতিতা, তাঁহার কোমল অঙ্গ হইতে রক্তধারা ছুটিতেছে। ইস্‌মাইল চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হা হা কি করিলে? কি করিলে?" উমা ক্ষীণস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "আমি চলিলাম।—এখনও ফের।—আর জন্মে আবার যেন তোমায় পাই।"

ইস্‌মাইল উমাকে বক্ষে তুলিতে গিয়া ডাকিলেন, "উমা! উমা!" কিন্তু পতিব্রতা তখন ইহজগতের সকল সুখদুঃখের অতীত লোকে চলিয়া গিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সলিলসমাধি।

গুম্‌গুম্ গুম্‌গুম্ গুম্—অর্জ্জুন মণ্ডল ও উমরুর কামান অভ্রভেদী-নিনাদে গর্জ্জিতেছিল। গোলন্দাজ, তীরন্দাজ ও ভল্লধারিগণ বিষম রণরঙ্গে প্রমত্ত। অগ্নিগোলকের পর অগ্নিগোলক ছুটিতেছিল। উজ্জ্বল অসিফলক, তীক্ষ্ণ ভল্ল ও শাণিত বর্ষা রৌদ্রকরে ঝলসিতেছিল। রণাঙ্গন ধূমে আচ্ছন্ন, অশ্বের হ্রেষা, যোদ্ধৃগণের সমরহুঙ্কার, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও রণবাদ্যের প্রবল নির্ঘোষে প্রকম্পিত। চতুর্দ্দিকে কালান্ত প্রলয়ের ভীষণ বিভীষিকা। আজ ছাতকরাজের পক্ষে ও বাদশাহের পক্ষে প্রাণান্ত সংগ্রাম।

যখন স্থলপথে এইরূপ যুদ্ধ চলিতেছিল তখন আত্রেয়ীবক্ষে রাজা দেবীদাস মোজাম্মল খাঁর সহিত বিপুলবিক্রমে জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষের রণতরীসমূহ ভীষণ অগ্নিরাশি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। পরস্পরসংঘর্ষণে ভগ্ন বিচূর্ণপ্রায় বহু তরী আরোহীদিগের সহিত অকালে আত্রেয়ীনীরে নিমজ্জিত হইল। তটিনীবক্ষ বিষম আস্ফোটনে আলোড়িত, শবে পরিপূর্ণ, রুধিররঞ্জিত। হিন্দু মুসলমানে এমন যুদ্ধ সে অঞ্চলে বহুকাল কেহ দেখে নাই, শুনে নাই। বৃদ্ধ বয়সেও ছাতকরাজের অদ্ভুত রণনৈপুণ্য, আশ্চর্য্য প্রতাপ, তরুণের মত উদ্যম শত্রুপক্ষীয়কেও বিস্মিত করিতেছিল। তাঁহার দৃষ্টান্তে রাজসৈন্যগণ নববলে বলীয়ান্ হইয়া

রণোন্মাদে মাতিয়া উঠিল। উত্তেজনা সর্ব্বতোমুখী। শক্তিমান্ যুদ্ধকুশল যুবকদিগের তো কথাই নাই। যাহারা সমরনৈপুণ্যে অপরিপক্ক, অনভিজ্ঞ, দুর্ব্বলদেহ, অপরিণতবয়স্ক বা প্রৌঢ় আজ তাহারাও এক অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিকপ্রবাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। সকলেরই হৃদয়ে আত্মপ্রত্যয়, নয়নে অলৌকিক দীপ্তি। সারাদিন অবিশ্রান্ত ভাবে যুদ্ধ। কখনও মোজাম্মল খাঁর, কখনও দেবীদাসের পক্ষ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতেছিল। বাদশাহী নৌসেনারাও বীরদর্পে সমরে প্রবৃত্ত। উভয়পক্ষ হইতে মুহুর্মুহু রণোন্মত্তসৈন্যের বজ্রহুঙ্কার ও হতাহতের করুণ আর্ত্তনাদ, প্রভঞ্জনস্বনন ও কল্লোলিনীগর্জ্জনের সহিত ধ্বনিত হইতেছিল। সেই অপূর্ব্ব শব্দসংমিশ্রণ সুদূরশ্রুত সিন্ধুনিনাদের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

তিন দিন ক্রমাগত যুদ্ধের পর মোজাম্মল খাঁ পরাভূত ও নিহত হইলেন। বাদশাহী পক্ষের এমন পরাজয় শীঘ্র কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তখন রবি অস্তাচলচূড়াবলম্বী। নিম্নে দীর্ণাবয়ব যোদ্ধৃবর্গের রুধিরস্রোতে রঞ্জিত অত্রেয়ীসলিল, উর্দ্ধে নীলাকাশের পশ্চিমপ্রান্তে অনন্তরক্তজলদশ্রেণী,—কুঙ্কুমসাজপরিহিতা প্রকৃতির ভীষণ রণচণ্ডিকামূর্ত্তি!

সহসা দেবীদাস দেখিলেন, দূরে অতিদূরে বহু রণতরী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি নৌসেনাপতি বীরেন্দ্রকে বলিলেন, "দেখিতেছ বীরেন, এখনই আবার বিষম যুদ্ধ বাধিবে। আমার সেনাগণ বড় শ্রান্ত;—কিন্তু উপায় নাই। অগ্রসর হও, অগ্রসর হও!"

মাধব। আজিকার মত আমরা সরিয়া পড়ি। কাল প্রাতে আবার যুদ্ধ হইবে। আপনি বড় ক্লান্ত, প্রভু!

দেবীদাস। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন আজিও ছাতকে অজ্ঞাত। আজ আমি যদি প্রাণভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি, ভাবিয়া দেখ, ইহা সংক্রামক ব্যাধির মত কত শীঘ্র সকলের হৃদয় আক্রমণ করিবে। আর এ জীবনে কি সুখে ছাতকের দিকে ফিরিব, মাধব? কার্ত্তিকের চিতা এখনও আমার হৃদয়ে ধূ ধূ জ্বলিতেছে। যদি ফিরিতেই হয়, পাঠানের সকল রণতরী ধ্বংস করিয়া ঘরে ফিরিব।

ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষের তরীসমূহ নূতন সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে দেবীদাসের তরীগুলিকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দেবীদাসের অদ্ভুত রণনৈপুণ্যে তাহার অধিকাংশই জলমগ্ন হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেবীদাসেরও বহু রণতরী ধ্বংস হইয়া গেল! তাঁহার অকুতোভয় সেনাদিগের কেহ গোলার মুখে, কেহ অস্ত্রাঘাতে হতাহত হইয়া আত্রেয়ীজলে নিমগ্ন হইল। কিন্তু কেহই পলায়ন করিল না।

দেবীদাস নৌসেনাপতিকে বলিলেন, "আর দশ খানি ছিপ, বীরেন! —গোলাবর্ষণ কর। এগুলি বিনষ্ট করিতে পারিলেই আমরা নিরাপদ।"

নৌসেনাপতি রুধিরাপ্লুত, সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত। তাঁহার ক্ষত-মুখে শোণিতস্রোত ছুটিতেছিল। তিনি কহিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে তাহাই হইবে, প্রভু!—কিন্তু আমি চলিলাম। এ সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল না।"

দেবীদাস পতনোন্মুখ বীরেন্দ্রকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে শায়িত করিলেন ও আপনার রণপরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া তাঁহার ক্ষত বাঁধিতে লাগিলেন। এমন সময় আচম্বিতে একটি শর বিদ্যুদ্বেগে দেবীদাসের বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় আত্রেয়ীজলে

নিমজ্জিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে এক ব্যক্তি নদীবক্ষে ঝাঁপ দিলেন। তিনি মাধব। কিন্তু দেবীদাসের চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না।

তারপর ধীরে ধীরে আকাশ মেঘে ভরিয়া গেল। বর্ষার গগন কখনও নীল, কখনও ধূম্রাভ, কখনও কৃষ্ণ, কখনও বিবিধ বর্ণবৈচিত্র্যে অভিনব। আজ ছাতকের ভাগ্যাকাশও তেমনি। এই বিজয়োল্লাস, এই হাহাকার, এই পুলকহাস্য, এই শোকাসার!

একে নিশা, তায় ঘনঘটা। নিবিড় জলদাবৃত অম্বর ঘোর তমসাচ্ছন্ন। ব্যোমসন্ত্রাসী মেঘমন্দ্রে যেন মহাকাল হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, মুহুর্মুহু দামিনীস্ফুরণে তাঁহার রোষকটাক্ষ জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিল, অবিশ্রান্ত প্রাবৃষ্‌প্লাবনে সুরবালাগণ অশ্রুবর্ষণ করিলেন। কিন্তু তাপিত ছাতক প্রাণ শীতল হইল কি?

অর্জ্জুন মণ্ডল ও ঈশ্বর প্রামাণিক নবীন উদ্যমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। বাদশাহের বিপুল বাহিনী তাঁহাদের ক্রমাগত আক্রমণে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু সেনাপতি উমরু যখন পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার চিন্তা করিতেছিলেন তখন রাজা দেবীদাস ও মোজাম্মল খাঁর মৃত্যু এবং বাদশাহী পক্ষের জলযুদ্ধে পরাভবের সংবাদ তাঁহার কর্ণে পঁহুছিল। চতুর উমরু ছল করিয়া মোজাম্মলের জয় ও দেবীদাসের নিধন বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। অর্জ্জুন ও ঈশ্বর এই দুঃসংবাদে নিরুদ্যম ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। রাজসৈন্যগণ ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তখন উমরুর সেনাদল প্রচণ্ডবেগে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

রাজান্তঃপুরে।

ছাতক এখন বৃহৎ শোকপুরী। রাজান্তঃপুরের শোকদুঃখাহত হৃদয়ের মর্ম্মভেদী হাহাকার ভাষায় বুঝাইবার নহে। বিপদের উপর বিপদ। ছাতকবাসীর আঁখিধারা শুকাইতে না শুকাইতে, সন্তাপের তপ্তশ্বাস থামিতে না থামিতে সংবাদ আসিল, বাদশাহী সৈন্য বরাটে প্রবেশ করিয়াছে, অর্জ্জুন মণ্ডল ও ঈশ্বর প্রামাণিক প্রাণপণ চেষ্টাসত্ত্বেও তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। ছাতকের দক্ষিণেই বরাটের বিশাল প্রান্তর। তবে আর যবনদিগের আসিবার বিলম্ব নাই।

রাজান্তঃপুরের অঙ্গনাগণ ধীর স্থির, মৃত্যুর আশাপথ চাহিয়া। নয়নে অশ্রু বিন্দুমাত্র নাই। তারা সসম্ভ্রমে প্রবীনা মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ঐ দেখ পাঠানসৈন্যগণ দুর্গপ্রাকার ঘেরিয়া ফেলিল। এখনও ছাতকের বীরগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। রাশি রাশি শবে প্রান্তর পরিপূর্ণ। গগন ভেদ করিয়া হাহাকার উঠিতেছে।—আর ঐ দেখ মা, স্বামীজির সেবকসম্প্রদায় প্রাণপণে আহতের সেবা ও হতের সংকারে ব্যাপৃত। মা, উঁহারা বুঝি স্বর্গের দেবতা জীবের দুঃখে কাতর হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন!"

মহিষী। দেখিতেছি বাছা! আমরাও সব আয়োজন স্থির করিয়া রাখিয়াছি। ঐ দেখ!—

তারা দেখিলেন, রাজপুরীর চতুর্দ্দিকে বহু চিতা সজ্জিত। উল্লাসে, আনন্দে তারা বলিলেন, "সেই কথাই ভাল মা, আমরা প্রাণ দিব, মান দিব না।"

তারার শিক্ষিতা মহিলাগণ বিষাক্ত শায়কহস্তে রাজপ্রাসাদের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মহিষী শীঘ্র হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ওরফে হরু ঠাকুর ও ভোলানাথ দাসকে ডাকাইলেন। হরু ঠাকুর কাশ্যপগোত্রীয় কষ্টশ্রোত্রিয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। রাজসরকারে পূজারীর কাজ করিতেন। তিনি আসিলে রাণী জয়াদেবী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! কার্ত্তিকের এই ছয়মাসের শিশুর রক্ষার ভার আপনার উপর রহিল। আপনি ইহাকে আপন সন্তানের ন্যায় পালন করিবেন।"

হরচন্দ্র। মা, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

ব্রাহ্মণের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিতেছিল। তিনি কহিলেন, "কিন্তু মা, পাঠানের হস্ত হইতে ইহাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিব?"

মহিষী পাঁচশত সুবর্ণমুদ্রা ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। হরচন্দ্র উহার ঔজ্জ্বল্যে প্রলুব্ধ হইয়া বলিলেন, "এসব কেন মা? আমি গরীব পূজারী ব্রাহ্মণ। টাকা ও গহনাপত্র লইয়া কি করিব? তবে যাহাতে রাজপৌত্রের কষ্ট না হয় সেজন্য আমাকে বাধ্য হইয়া এগুলি লইতে হইতেছে। নিশ্চিন্ত থাকুন মা, আমার প্রাণ থাকিতে কেহ বড় ঠাকুরের একমাত্র পুত্রের কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না।"

একজন দাসী হরচন্দ্রের স্ত্রীর নিকট শিশুকে রাখিয়া আসিল।

তারপর ভোলানাথ আসিল। সে মহিষী জয়াকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিল, "দাসের প্রতি কি আদেশ মা ?"

মহিষী। ছাতকের অবস্থা ত দেখিতেছ ? আমরা চলিলাম। চণ্ডীদাস, কালিদাস ও নরোত্তমকে দেখিবার আর কেহ নাই। তুমি উহাদিগকে নিজ পুত্রের মত পালন করিও।

ভোলানাথের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, "সোনার ছাতকের এই পরিণাম ?"

মহিষী কহিতে লাগিলেন, "অর্থের জন্য কিছু ভাবিও না। উহাদের ভরণপোষণের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা এই মণিময় পেটিকায় পাইবে।"

চণ্ডীদাস প্রভৃতি জয়ার সপত্নীসন্তান। তাহাদের চিন্তায় মহিষীর প্রাণ আকুল হইতেছিল। সর্ব্বস্ববিনিময়েও যাহাতে তাহাদের জীবন রক্ষা হয় তিনি তজ্জন্য বদ্ধপরিকর। ভোলানাথ রত্নপেটিকার নাম শুনিবামাত্র সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "মা, আমি আপনাদেরই সন্তান, চিরকাল রাজবাড়ীর অন্নে প্রতিপালিত। আপনার আদেশ প্রাণপণে পালন করিব। কিন্তু পারিতোষিকের কথা কেন মা ?"

জয়া বুঝিলেন, এ হরু ঠাকুর নয়,—সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন উপাদানে গঠিত। তিনি তবু কহিলেন, "ভোলা, তুমি গরীব লোক। এত ভার পারিয়া উঠিবে না।"

ভোলানাথ। মা, ভগবান্ যদি আমার পুত্র তিনটিকে দুবেলা দুমুঠা খাইতে দেন তবে আমার প্রভুপুত্রেরাও নিরন্ন রহিবে না। আশীর্ব্বাদ করুন আমার কর্ত্তব্য যেন করিয়া যাইতে পারি।

জয়া। চণ্ডী, কালী, নরোত্তম, তোমরা তিন ভাই তোমাদের

ভোলাদা'র সঙ্গে তার বাড়ী যাও। বাছারা সাবধানে থাকিও। ছাতকের মুখ উজ্জল করিও।

রাণীরা সস্নেহে বালকদিগের মুখচুম্বন করিলেন। অশ্রুধারায় তাঁহাদের গণ্ড ভাসিয়া যাইতেছিল।

বালকেরা মাতা, বিমাতা ও অন্যান্য পুরমহিলাদিগের আশীর্ব্বাদ লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভোলানাথের গৃহে গেল।

দলে দলে ছাতকের কুলবধূগণ রাজান্তঃপুরে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা মানের ভয়ে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। রাজপুরীর চতুর্দ্দিকে ইন্ধনস্তূপ, তাহার অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে অকুতোভয়া অঙ্গনাদল। কি ভীষণ দৃশ্য! কিন্তু ভীষণে কি সুন্দর!!

নবম পরিচ্ছেদ।

——:•:——

ভোলানাথের কুটীরে।

"এ কাজে তুই কেন সম্মত হ'লি ?"

"যে কাজে পুণ্য আছে, আনন্দ আছে তাহাতে অমত কেন করিব, ঠাকুরঝি ?"

"তোর নিজের ছেলেদের ভাত জুটে না, তায় ঘরে রাজপুত্তুর তিনটি জোটালি ! ভোলাকে সাফ্ জবাব দিতে পারিলি না ?"

"আস্তে কথা বল, ঠাকুরঝি ! ছেলেরা শুন্‌তে পেলে মনে বড় ব্যথা পাবে। আহা, ছেলে সবারি সমান। বিপদ কার কখন আসে কে জানে ?"

"তোর কোন কালেই বুদ্ধি শুদ্ধি হ'লো না। যখন আমাদের সৎমা আমাদের ভিন্ন ক'রে দিল তখন তোর কোলে কাঁচা ছেলে। তোকে নিয়ে, ছেলেটিকে নিয়ে ভোলা পথে দাঁড়া'ল। সৎমার কথা শুনে বাবা তোদের কিছুই দিলেন না। তারপর তাঁর যখন দিন ফুরাল তখন আমাদের সৎমা একদিন বলিলেন, 'জোড়পুকুরের চাকরাণটা ভোলার মার স্ত্রীধন। সেটার আয়ও এখন অনেক বাড়িয়াছে। ভোলা তোমার বাধ্য। তুমি বলিলে সে ও সম্পত্তিটা আমার খোকার নামে লেখাপড়া করিয়া দিতে পারে। যদি ঐ চাকরাণটাই না পাই তবে ইহার পর আমার কি গতি হ'বে কে জানে ? শেষে ছেলেটাকে নিয়ে কি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া

খা'ব ?' তাঁর কান্না দেখে বাবার মন গ'লে গেল। বড় অনিচ্ছায়, বড় কষ্টে তিনি ভোলার কাছে অভিপ্রায় প্রকাশ কর্‌লে সে তখনই রাজি হ'লো। কিন্তু তার পরই বাবার মাথার ভিতর কেমন করে উঠ্‌ল। বাবা জ্ঞান হারা'লেন। সৎমা বলিলেন, "সময় বুঝিয়াই তোমার মাথা ঘুরিল ?" কিন্তু সে জ্ঞান আর ফিরে এল না। ভিন্ন হওয়ার সময় থেকেই তাঁর মাথার ব্যারাম হয়েছিল। আর তা সারে নাই। সৎমা কোথায় বাবার মৃত্যুতে শোক করিবেন, না লেখাপড়া করার কথা বলিয়া বসিলেন। ভোলা কহিল, "বাবার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না।" তার যে কথা সেই কাজ। লোকে বল্‌লে, "ভোলা, তুমি এতে আইনতঃ বাধ্য নও।" ভোলা বলিল, "বাবার ইচ্ছাই আইন।" সে যেমন বোকা ছেলে, তুইও তেমনি হাবা মেয়ে! ভিন্ন হ'বার সময়, কি মার চাকরাণ লেখাপড়া করার সময় তোর একটিবারও মুখ ফুট্‌ল না। সংসার বাঁধে স্ত্রীলোকে। তোর যখন কোন কালেই সে বুদ্ধি হ'ল না তখন আর ব'লে কি হ'বে ?"

"ঠাকুরঝি, টাকা দিয়া কি হ'বে ? এক রকমে দিন চলে গেলেই হ'ল। কিছুই তো সঙ্গে যাবে না।"

"আ মলো, কথক ঠাকুরের কাছ থেকে বুঝি এই বিদ্যা শেখা হয়েছে! বেশী শাস্তর টাস্তর পড়্‌লে লোকের মাথা খারাপ হয়, সংসারজ্ঞান থাকে না। ওলো, তাইতেই তোরা পাড়াপড়শীর কথায় কাণ দিস্ নেই! যখন সবাই বল্লে, মৃত্যুর পূর্ব্বে বাবার মতিস্থির ছিল না বলিয়া পৈত্রিক বিষয়ের দাবী কর তখন তোদের সে কাজে মতি হ'ল না। তোরাও মানুষ!"

"অমন মানুষ হ'য়ে কাজ নেই ঠাকুরঝি !"

এমন সময়ে ভোলানাথ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিল, "কি দিদি, এত গোল কিসের ?"

ভোলানাথের দিদি বিধবা মুক্তার বুড়াবয়সে রসনার বিশ্রাম ছিল না। যখনই তার মতের সহিত ভ্রাতৃজায়া বিন্দুর বা ভোলানাথের মতের অনৈক্য হইত তখনই সে শৈশবের পুরাতন কথা হইতে বর্ত্তমানের সকল ঘটনা স্মৃতির ফুৎকারে উজ্জল করিয়া লইত ও বড় আক্ষেপ করিয়া বলিত, "বৌএর দোষে সংসারটা মাটি হইল।"

ভোলানাথ আসিলে মুক্তা কহিল, "হাঁরে ভোলা, রাণীমার কাছ থেকে এদের রক্ষার জন্য কত পেলি ?"

ভোলানাথ। তিনি দিয়েছিলেন ঢের, তবে আমি কিছুই লই নাই। তাঁদের খেয়ে পরেই ত মানুষ দিদি! জমি জারাৎ, ঘর বাড়ী এই সব কার দেওয়া ?

মুক্তা। তা' নিবি কেন ? হাতের লক্ষ্মী পায়ে না ঠেলিলে তোদের আর এ দশা হবে কেন ?

ভোলানাথ। দশাটা এমন খারাপ দেখিলে কি দিদি ? ছাতকের রাজা দয়া করিয়া যে নূতন চাকরাণ দিয়াছেন তাহাতেই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন চলিতেছে। কোন অভাব নাই, কষ্ট নাই।

মুক্তা। ভবিষ্যতের ভাবনাও নাই।

ভোলানাথ। যা আছে তাতেই ছেলেদের এক রকম করিয়া দিন চলিবে। সুদূর ভবিষ্যতের কথা মিছামিছি ভাবিয়া কি করিব ?

মুক্তা। আমি আর কি বলিব ? তোদের কাণ্ড দেখে অবাক্

হয়েছি। সংসারের জন্ত, ছেলেপেলের জন্ত কি তোদের কোনও ভাবনা নেই?

ভোলানাথ। সে চিন্তা ভগবান্ করিবেন। শোন দিদি, যাঁর মাটিতে আমরা পুরুষপরম্পরা বাস করিতেছি, যাঁর প্রদত্ত চাকরাণে ও অর্থে এতগুলি লোকে দিন চালাইতেছি তাঁর পুত্রদের রক্ষার জন্ত টাকা লইব, এ প্রবৃত্তি আমার নাই। বড় পুণ্যফলে রাজকুমারগণকে আজ আমার কুটীরে পাইয়াছি। আমার মত ভাগ্যবান্ কে, সুখী কে?—ভবিষ্যতের কথা বলিতেছ। রাজপুত্রগণ বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের চিন্তা কি?

মুক্তা। তা' আমার বয়স হয়েছে। তোরা যা' ভাল বুঝ্‌বি কর্‌বি। আমি অত শত কি বুঝি?

ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের ভাবী সুখসম্পদকল্পনায় পিসীর চক্ষু দুইটি আনন্দে উজ্জ্বল হইল। ভোলানাথ কহিল, "দিদি, আমাদের গৃহে ছাতকের রাজকুমারেরা আছেন এ কথা যেন কাহারও কাছে বলিও না। উহাতে বড় বিপদের সম্ভাবনা। পাঠানেরা জানিলে সপরিবারে আমাদের শূলে দেবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

——:•:——

আত্মবিসর্জ্জন।

রম্য রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ইন্ধনের স্তূপ। আত্মবিসর্জ্জনে অগ্রসর পুরনারীগণের বিচিত্র চিতা। সহস্রজিহ্ব বৈশ্বানর জ্বলিতেছে ধূ ধূ—ধূ ধূ—ধূ ধূ। সেই মহাশ্মশানে, বেষ্টিত অনলে, রাজান্তঃপুর মহিলাগণ দণ্ডায়মানা। অগ্নিব্যূহের বহির্ভাগে অথচ অতি সন্নিকটে তারা ও সমবেত ললনামণ্ডলী।

বহু চেষ্টায়ও অর্জ্জুন বরাটের যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর সৈন্যগণ নেতার অভাবে শীঘ্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ঈশ্বর প্রামাণিকও কোনরূপে উমরুর বিজয়দৃপ্ত সেনাদলের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইলেন না।

তখন মহিষী উচ্চৈঃস্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আর বিলম্ব নাই। আমাদের আশা ভরসা, স্বামী পুত্র, সব আত্রেয়ীবক্ষে ও রণক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিয়াছি। আছে কেবল ধর্ম্ম। তাহা বাঁচাইব। ঐ দেখ, পাঠানেরা দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল! অশীতিবর্ষবয়স্ক হীরু সর্দ্দারও প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া বুঝি নিহত হইল। এস মা, এস তোমরা—"

চিতার আগুন ধূ ধূ জ্বলিতেছে। তাহার চারিদিকে আলুলায়িত-

কুন্তলা রক্তবস্ত্রপরিহিতা পুরাঙ্গনাগণ দেবীবৎ প্রতীয়মানা। তাঁহাদের হৃদয়সিন্ধু আলোড়িত, মুখে স্বর্গীয়জ্যোতিঃ।

তারার সঙ্গিনী রমণীগণ রাজপুরীর সম্মুখে ধনুর্ব্বাণহস্তে দণ্ডায়মানা। তাঁহাদের নয়নে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

বাদশাহী সৈন্যগণ বন্যার ন্যায় ছাতক ছাইয়া ফেলিল। দেখিতে না দেখিতে তাহারা প্রাসাদের সম্মুখীন হইল। উমরু পুরমহিলাদিগের নিঃশঙ্কমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত। যুবতীগণের পশ্চাতে সহস্র চিতা প্রজ্জলিত। সেনাপতি সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া সাগ্রহে ইস্‌মাইলকে জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার উদ্দেশ্য কি খাঁ সাহেব?"

ইস্‌মাইল বলিলেন, "যদি বাদশাহের সৈন্যগণ ইহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে তবে ইহারা জলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। ইহাদের সকলেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।"

উমরু। খাঁ সাহেব, আশ্চর্য্য এই বাঙ্গালী রমণী! ধন্য তাহাদের বল, ধন্য তাহাদের সাহস, ধন্য তাহাদের সতীত্বতেজ! যাও খাঁ সাহেব, দূতের সহিত গিয়া উহাদিগকে সসম্মানে বলিয়া আইস, সেনাপতি উমরু জীবিত থাকিতে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না। বল, রাজপরিবারের সকলে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলে আমরা আর কাহারও শোণিতস্রাব করিব না।

উমরু সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন, "তোমরা যথেচ্ছ ছাতকলুণ্ঠন করিতে পার, কিন্তু সাবধান কেহ যেন কোন রমণীর অঙ্গস্পর্শ করিও না। করিলে স্বহস্তে তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করিব। এমন রমণী সমস্ত জাতির, সমস্ত দেশের গৌরব!—সৈন্যগণ, মণ্ডলাকারে রাজবাটী বেষ্টন কর!"

পাঠানসৈন্যেরা এমন খপ্‌সুরৎ যুবতীদিগকে নিকা করিতে পারিবে না জানিয়া মনে মনে নির্ব্বোধ অরসিক সেনাপতির জাহান্নামের ব্যবস্থা করিতেছিল। হায়, যদি এই সময়ে জবরদস্ত খাঁ সেনাপতি থাকিত!

এদিকে ইস্‌মাইল খাঁ রাজপুরীর পুরোভাগে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, তাঁহার যৌবনের স্বপ্ন, পিপাসায় অমৃত, সাধনার ধন, কামনার কল্পতরু তারা সেই পুরমহিলাপরিবৃতা, অপরূপ সৌন্দর্য্যছটায় বিশ্ববিমোহিনী। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল! উমা, আমীনা, সকলের স্মৃতি বাসনার ঘূর্ণায় ডুবিয়া গেল। তিনি বেগে তারার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "এত দিনে বুঝি তোমায় পাইলাম! এস তারা,—"

তারার চক্ষু এক অপূর্ব্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "সাবধান যবন, এক পদ অগ্রসর হইও না! কুলাঙ্গার, দেশের কলঙ্ক,"—

ইস্‌মাইল উচ্ছ্বাসে কহিলেন, "তারা, তারা! একি অভিমানের সময়? জাননা কি, তুমি আমারই, মাধবের নও? এস, আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যে, সমস্ত সুখসৌভাগ্যে তোমাকে মণ্ডিত করিয়া রাখিব।"

এই বলিয়া তিনি উন্মাদের মত তারার দিকে অগ্রসর হইলেন। পরক্ষণেই ইস্‌মাইল সহসা করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া ভূতলশায়ী হইলেন। তারা রক্তাক্ত ছুরিকা শূন্যে উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ, আজ তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।"

পতঙ্গের মত্ততা পুড়িবার জন্য।

দেখিতে দেখিতে চক্রব্যূহাকারে সজ্জিত যবনসৈন্য রাজপুরী বেষ্টন করিল। তারা সঙ্গিনীগণকে বলিলেন, "আর কেন? এইবার যবন-

দিগকে যমালয়ে পাঠান যাক্।" রমণীগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে প্রাণপণে যবন বিনাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অগণ্য বাদশাহী সৈন্যের সহিত তাঁহারা কতক্ষণ যুঝিবেন? অনেকেই নিহত হইলেন, কেহ কেহ আহত হইয়া চিতাশয্যায় শয়ন করিলেন। তারা বীরাঙ্গনার মত যুদ্ধ করিতে করিতে নক্ষত্রলোকে চলিয়া গেলেন।

চারিদিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। মধ্যে মধ্যে আর্ত্তের চীৎকার ও অস্ত্রের ঝন্ঝনা সেই নৈশনীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। সেনাপতি উমরু ভাবিলেন; রাজকুলমহিলাগণ কোথায়? তাঁহারা নিশ্চয়ই অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, বহ্নির বৃতিবেষ্টিত রাজপুরী। অন্তঃপুরে প্রবেশ করে সাধ্য কাহার? তাঁহার আদেশ মাত্রে একদল সৈন্য সেই বহ্নিনির্ব্বাণের চেষ্টা করিতে লাগিল। গাছের বড় বড় গুঁড়ি লইয়া সেই চিতার উপর ফেলিতে লাগিল। যবনসৈন্যকে অগ্নিব্যূহভেদ করিতে দেখিয়া সম্ভ্রমনাশভয়ে মহিষী ও রাজপরিবারের অন্যান্য পুরাঙ্গনাগণ জ্বলন্ত অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। দাউ দাউ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অচিরে বহু অমূল্যজীবন ভস্মে পরিণত হইল।

বাদশাহী সৈন্য যখন রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিল তখন কাহাকেও জীবিত দেখিতে পাইল না। তাহারা ধনরত্ন আসবাব পত্র লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল, কিন্তু একজনকেও বন্দী করিতে পারিল না। লোক-কোলাহলে মুখরিত রাজপুরী আজ মহাশ্মশান।

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সেনাপতি উমরু ভাবিতেছিলেন, "কাহার মস্তক গৌড়েশ্বরকে উপহার দিব? এত কষ্টের পর, এত প্রাণনাশের

পরও আমার বিজয় নিস্ফল হইল দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্য, রাজবাটীর কাহাকেও বন্দী করিতে পারিলাম না!"

এমন সময় অম্বিকাচরণ সভয়পাদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে সেনাপতিকে বহুবার কুর্ণিশ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "জনাব, বান্দা আপনাকে কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ দিতে পারে।"

কর্ত্তিতগুম্ফ ও শ্মশ্রুজালে অম্বিকাচরণ বিচিত্রবেশে সজ্জিত! উমরু সন্দেহাকুলনয়নে আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "কি সংবাদ বল!"

অম্বিকাচরণ। আমি এই গ্রামবাসী। রাজকুমারগণের গ্রেপ্তারের সহায়তা করিতে পারি। বান্দা হুজুরের নিকট কিছু পুরস্কারের প্রত্যাশা করে।

উমরু। সত্য সংবাদ দিলে যাহা চাও তাহাই পাইবে। মিথ্যা-সংবাদে আজীবন কারাগারে থাকিতে হইবে, স্মরণ রাখিও!

অম্বিকাচরণ। যদি হুজুর মেহেরবাণী করিয়া সহস্র বিঘা জায়গীর ও পাঁচ শত আস্‌রফির হুকুম দেন তবে বান্দার কোন রকমে গুজরাণ হইতে পারে।

উমরু। তাহাই দিব।

অম্বিকাচরণ জানাইলেন, হরচন্দ্র কার্ত্তিক রায়ের পুত্রকে লইয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু কুমার চণ্ডীদাস, কুমার কালিদাস ও কুমার নরোত্তমকে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। নাপিত ভোলানাথ উহাদিগকে ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। এই সময় গেলে কুমারদিগকে গ্রেপ্তার করা সহজ। বিলম্বে

কার্য্যহানির আশঙ্কা। আমি সঙ্গে লোক দিব। সে আপনার সৈন্য-দিগকে ভোলানাথের বাড়ী দেখাইয়া দিবে। কিন্তু আমি আত্ম-গোপন করিয়া এখানেই রহিব।

উমরুর আদেশমাত্রে কতিপয় নৃশংস পাঠান কুমারদিগের মুণ্ড আনিবার জন্য রওনা হইল। সেনাপতি বিস্মিত হইলেন, বীর-প্রসবিনী ছাতকেও এমন নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতক আছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ভোলানাথের মহত্ত্ব।

নিশীথ প্রায় অতীত হইয়াছে। দূরে প্রান্তরে শিবা ও নিশাচর প্রাণীদিগের বিকট চীৎকার! যমদূতের মত কয়েকজন পাঠান ভোলানাথের বাড়ী ঘেরিয়া ফেলিল। তন্মধ্যে একজন দ্বারে সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিল, "শীঘ্র দরজা খোল্!" বিন্দু সভয়ে পতিকে কহিল, "শুনিতেছ, ও কাদের পদশব্দ?"

ভোলানাথ। বোধহয় সেই বেটারাই এসেছে।

বিন্দু। কারা গো?

ভোলানাথ। পাঠানেরা।

বিন্দু। তবে উপায়?

ভোলানাথ। ভগবান্।

এমন সময়ে দ্বারে আবার পদাঘাতের শব্দ শ্রুত হইল। কে যেন কর্কশকণ্ঠে কহিল, "শীঘ্র খোল্ বেতমিজ!"

ভোলানাথ মৃদুস্বরে পত্নীকে কহিল, "রাজকুমারেরা মরাইএর ভিতরই আছে, কেমন নয়?"

বিন্দু। হাঁ।

ভোলানাথ। আমার দা-টা দাও তো!

ভোলানাথ দা হাতে লইয়া প্রাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে পদাঘাতে ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। বিন্দু পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে লুকাইল।

দুই জন পাঠান গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াই কহিল, "ছাতকের কুমারেরা কোঁথায় শীঘ্র বল্।"

ভোলানাথ। তা আমি কি জানি? নাপিত মানুষ, রাজা রাজড়ার খবর কে রাখে বাপু? কোন দুষ্মন তোমাদের সঙ্গে রহস্য করিয়াছে বুঝি?

প্রথম পাঠান। বল্ তা'রা কোথায়, বেয়াদব কাফের! শীঘ্র বল্, নহিলে তোদের গর্দ্দান লইব।

দ্বিতীয় পাঠান। আরে ভাই, অই যে চাদরে ঢাকা তিনটি ছেলে! ইয়া আল্লা! একটু একটু যেন নড়ে উঠ্‌ছে। নাপ্তে বেটা, ওরা কে বল্?

এমন সময়ে আর কয়েকজন পাঠানও চীৎকার করিয়া ভোলানাথের বাড়ীর ভিতরকার আঙ্গিনামধ্যে প্রবেশ করিল ও চারিদিকে কুমারদিগকে খুঁজিতে লাগিল।

ভোলানাথ কি করিবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। পাঠানেরা যদি মরাইএর দিকে যায় তবেই তো সর্ব্বনাশ! সে হতবুদ্ধির ন্যায় কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ রহিল। তাহা দেখিয়া পাঠানদ্বয়ের সন্দেহ আরও যেন বাড়িয়া গেল। প্রথম পাঠান বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া উঠিল, "ওরাই তবে রাজকুমার? কেমন নয়?"

ভোলানাথ মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ।"

তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইতেছিল।

কৃতান্তকিঙ্করেরা তখনই শাণিত অস্ত্রে শয্যাশায়ী সুপ্ত বালকদিগের শিরশ্ছেদ করিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। অন্যান্য পাঠানও সেই

মাত্রে সেস্থলে উপনীত হইল। বিন্দু আর্ত্তনাদ করিয়া আসিয়া "কি করিলে?" "কি করিলে?" বলিতে বলিতে া। ভোলানাথ একবার পত্নীর প্রতি কঠোরনেত্রে দৃষ্টিপাত তারপর অচল প্রস্তরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষু ম, বদনমণ্ডল রক্তহীন, দেহ নিস্পন্দ। পাঠানেরা তাহারি মুণ্ড লইয়া চলিয়া গেল। তবু ভোলানাথ সেইভাবে তখনও তাহার সংজ্ঞা আছে কি নাই।

* * * *

নরা ছাতকের রাজপ্রাসাদ চূর্ণ করিল, যাহা পাইল লুণ্ঠন করিয়া ালবৃদ্ধের রুধিরস্রোতে বসুন্ধরা রঞ্জিত করিল। মন্দির বিচূর্ণ সেইস্থানে গোহত্যা করিল, কুটীরগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিল।

াচরণ ভোলানাথের পুত্রদিগের মুণ্ড দেখিয়া মনে করিলেন, বড় ভুল করিয়াছে। ভোলানাথ চতুর। হয়তো রাজকুমার-ন্যত্র সরাইয়া থাকিবে। যা হইবার হইয়াছে। হাতের লক্ষ্মী ল কেন? ইহাদের মুণ্ডই রাজপুত্রদের বলিয়া সনাক্ত করিয়া অম্বিকাচরণ যেরূপ বুঝাইলেন উমরু সেইরূপই বুঝিলেন! ছাতক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৌড়েশ্বরকে ভোলানাথের ার মুণ্ড উপহার দিলেন। বাদশাহ প্রীত হইয়া উমরুর পদবৃদ্ধি তাহাকে নূতন খেতাবে ভূষিত করিলেন। অম্বিকাচরণের জায়গীরাদি লাভ না ঘটিল এমন নহে। কিন্তু বহুদিন ভোলা-হ কোন খবর পাইল না।

পরিশিষ্ট।

সোনার ছাতক অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। আত্রেয়ী ... গিয়াছে। সে বিচিত্র প্রকৃতিরচিত পরিখা আর নাই। বিস্তী... এখন পুরাকীর্ত্তির মহাশ্মশান। পত্রমর্ম্মরে, বায়ুস্বননে, তরঙ্গিনীর গানে, কুসুমের শিশিরবিন্দুপাতে আজও তাহার স্মৃতিশোক ... হইতেছে।

মোগল অধিকারে ঠাকুর কালিদাস পৈত্রিক রাজত্ব উদ্ধা... ছাতক ছাড়িয়া তৎসন্নিহিত বাগে বাস করিতে থাকেন। ... শাসনের প্রাক্কালে তাঁহাদের তিন ভাইএর মত প্রতাপান্বিত ভূ... অঞ্চলে কেহ ছিল না।

হরচন্দ্র কার্ত্তিক রায়ের পুত্রকে আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র ভবা... বলিয়া পরিচয় দিতেন। ভবানীপ্রসাদের উপনয়ন ও বিবাহাদি ... রাঢ়ীয় মতে হইয়াছিল। কিন্তু পরে তিনি আত্মপরিচয় অবগ... বিপুলপ্রতাপে চাঁদপ্রতাপ অধিকার করিয়া রাজা ভবানীপ্রস... নামে খ্যাত হন।

ছাতকধ্বংসের পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। জনপ্রবাদ... একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নাকি মধ্যে মধ্যে বিচূর্ণ রাজপুরীর মৃত্তিকা... কৃষ্ণাজিন পাতিয়া বসিতেন ও তপ্ত শ্বাস ফেলিতেন। দর দর... তাঁহার অশ্রুধারা বহিত। তিনি কখনও অস্ফুটস্বরে ক... "জগদ্ধাত্রি, সর্ব্বার্থসাধিকে, আর কি দিন দিবিনে মা? দেবি...